ফিরিশ্‌তা-জগৎ

ডঃ উমার সুলাইমান আল-আশ্‌কার

বাংলা সংস্করণেঃ-

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচিপত্র

ফিরিশ্‌তার সংজ্ঞা ১
ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান ১
ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান আনার ধরন ২
তাঁদের সৃষ্টির মূল উপাদান ও সময় ৩
ফিরিশ্‌তা কি দেখা যায়? ৪
তাঁদের আকার-বিশালতা ৫
ফিরিশ্‌তার সৃষ্টিগত হুলিয়া ৭
১। তাঁদের পক্ষ বা ডানা ৭
২। তাঁদের রূপ-সৌন্দর্য ৭
৩। মানুষের আকৃতি ও ফিরিশ্‌তার আকৃতি কি কাছাকাছি? ৮
৪। সৃষ্টিগত আকারে ও মর্যাদায় তাঁরা সমান নন ৯
৫। তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নেই ৯
৬। ফিরিশ্‌তা পানাহার করেন না ১৩
৭। তাঁরা শ্রান্ত-ক্লান্ত হন না ১৪
৮। ফিরিশ্‌তাবর্গের অবস্থানক্ষেত্র ১৪
৯। ফিরিশ্‌তাবর্গের সংখ্যা ১৬
১০। ফিরিশ্‌তার নাম ১৭
ফিরিশ্‌তার মৃত্যু ২১
ফিরিশ্‌তাবর্গের চারিত্রিক গুণাবলী ২২
ফিরিশ্‌তাবর্গের লজ্জাশীলতা ২৩
তাঁদের ক্ষমতা ২৪
তাঁদের আকৃতি ধারণের ক্ষমতা ২৪
তাঁদের গতির তীব্র দ্রুততা ৩১
তাঁদের ইল্‌ম ৩২
নৈকট্যপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ ফিরিশ্‌তা-সভায় বাদানুবাদ ৩৩
ফিরিশ্‌তাবর্গ নিজ নিজ দায়িত্বে কর্তব্যনিষ্ঠ ৩৪
ফিরিশ্‌তাগণ নিষ্পাপ ৩৫
ফিরিশ্‌তাবর্গের ইবাদত ৪০
ফিরিশ্‌তাবর্গের মর্যাদা ৪১
তাঁদের ইবাদতের কতিপয় নমুনা ৪২
১। তাসবীহ ৪৩

২। কাতার বাঁধা ৪৫
৩। হজ্জ ৪৬
৪। মহান আল্লাহর ভীতি ৪৬
ফিরিশ্‌তা ও মানুষ ৪৭
প্রথমতঃ ফিরিশ্‌তা ও আদম
মানুষ সৃষ্টির হিকমত বিষয়ে তাঁদের প্রশ্ন ৪৭
আদমকে তাঁদের সিজদা ৪৮
আদম ﷺ-কে ফিরিশ্‌তার নির্দেশনা ৪৮
আদম ﷺ-কে ফিরিশ্‌তার গোসল দান ৪৯
ফিরিশ্‌তা ও আদম-সন্তান ৪৯
মানুষ জন্মের পশ্চাতে ফিরিশ্‌তার ভূমিকা ৫০
ফিরিশ্‌তার আদম-সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ৫১
ফিরিশ্‌তা আম্বিয়ার প্রতি আল্লাহর দূত ৫২
যাঁর কাছে ফিরিশ্‌তা এসেছেন, তিনিই নবী নন ৫৩
রাসূল ﷺ-এর নিকট অহী আসত কীভাবে? ৫৪
জিবরীল ﷺ-এর দায়িত্ব কেবল অহী পৌঁছানোই ছিল না ৫৫
ফিরিশ্‌তা নবী-রসূল হয়ে প্রেরিত হলেন না কেন? ৫৭
ফিরিশ্‌তার অন্যতম কর্তব্য ঃ মানুষের মনে সৎকার্যের প্রয়াস সৃষ্টি করা ৫৮
ফিরিশ্‌তার অন্যতম কর্তব্য ঃ মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করা ৫৯
ডানের ফিরিশ্‌তা পুণ্য ও বামের ফিরিশ্‌তা পাপ লিপিবদ্ধ করেন ৬২
সৎকর্মের দিকে মানুষকে ফিরিশ্‌তার আহবান ৬৪
আদম-সন্তানকে পরীক্ষায় ফিরিশ্‌তা ৬৫
মানুষের জান কবজ করার কাজে ফিরিশ্‌তা ৬৫
মালাকুল মাওতের সাথে মূসা নবীর সংঘর্ষ ৭১
কবর, হাশর ও আখেরাতে বান্দার সাথে ফিরিশ্‌তার সম্পর্ক ৭২
ফিরিশ্‌তা ও বিশেষ শ্রেণীর মানুষ ৭৩
মু'মিনদের ক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তার ভূমিকা ৭৩
১। মু'মিনদেরকে ভালোবাসা ৭৩
২। মু'মিনের সাহায্য ও সংশোধন করা ৭৩
৩। মু'মিনদের জন্য প্রার্থনা ৭৪
কোন্ মু'মিনের জন্য ফিরিশ্‌তা প্রার্থনা করেন? ৭৫
(ক) মানুষকে সৎশিক্ষাদানকারী শিক্ষক ৭৫
(খ) জামাআতে নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি ৭৫
(গ) যে এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ে ৭৬
(ঘ) প্রথম কাতারের নামাযী ৭৬

(ঙ) যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় ৭৭
(চ) যারা সেহরী খেয়ে রোযা রাখে ৭৭
(ছ) যারা মহানবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে ৭৭
(জ) যারা রোগী দেখতে যায় ৭৮
(ঝ) যে ব্যক্তি কোন দ্বীনী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় ৭৮
(ঞ) যে ব্যক্তি ওযূ অবস্থায় রাত্রে শয়ন করে ৭৮
ফিরিশ্‌তার দুআর কি কোন প্রভাব আছে? ৭৯
৪। মু'মিনদের দুআয় 'আমীন' বলা ৭৯
৫। মু'মিনদের জন্য ইস্তিগফার করা ৮০
৬। দ্বীনী ইল্‌ম ও তালেবে-ইল্‌মের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ৮২
৭। জুমআর দিন উপস্থিতির হাজিরা গ্রহণ ৮৪
৮। পালাক্রমে নামাযে উপস্থিতি ৮
৯। মু'মিনের কুরআন তিলাঅতের সময় ফিরিশ্‌তার অবতরণ ৮৭
১০। মহানবী ﷺ-কে সালাম পৌঁছানো ৮৭
১১। মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেওয়া ৮৮
১২। স্বপ্নে ফিরিশ্‌তার দর্শন ৯০
১৩। মু'মিনদের সপক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ৯৪
১৪। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফিরিশ্‌তার সংরক্ষা ৯৭
১৫। নেক মু'মিনদের সংরক্ষা ও তাদেরকে বিপদমুক্তকরণে ফিরিশ্‌তা ৯৮
১৬। নেক লোকেদের জানাযায় ফিরিশ্‌তার অংশগ্রহণ ১০১
১৭। শহীদকে ফিরিশ্‌তার নিজ ডানা দ্বারা ছায়াদান ১০২
১৮। সিন্দুক বহনকারী ফিরিশ্‌তা ১০২
১৯। মক্কা-মদীনাকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করতে প্রহরী ফিরিশ্‌তা ১০৩
২০। ফিরিশ্‌তার সাহচর্যে ঈসা ﷺ-এর অবতরণ ১০৪
২১। শাম দেশের উপর ফিরিশ্‌তার ডানা বিছানো ১০৪
২২। ফিরিশ্‌তার কথা ও বান্দার কথা একাকার হলে গোনাহ মাফ ১০৪
ফিরিশ্‌তার প্রতি মু'মিনদের কর্তব্য ১০৫
১। তাঁদেরকে গালি না দেওয়া ১০৫
২। অবাধ্যাচরণ করে তাঁদেরকে কষ্ট না দেওয়া ১০৬
৩। মানুষের মুখের গন্ধে ফিরিশ্‌তা কষ্ট পান ১০৭
৪। থুথু ফেলে ফিরিশ্‌তাকে কষ্ট দেওয়া ১০৭
৫। সকল ফিরিশ্‌তাকে ভালোবাসা ১০৮
কাফের-ফাসেকদের ক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তার ভূমিকা ১০৯
১। কাফেরদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা ১০৯
২। ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে লূত নবী ﷺ-এর কওমের ধ্বংস ১০৯

৩। কাফেরদেরকে অভিশাপ দেওয়া ১১১
(ক) হুড়কা মেয়ে ১১২
(খ) যে কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে মুসলিমের প্রতি ইঙ্গিত করে ১১৩
(গ) যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে গালি দেয় ১১৪
(ঘ) আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে বাধাদানকারী ১১৪
(ঙ) যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম বা বিদআত করে অথবা দুষ্কৃতী বা বিদআতীকে জায়গা দেয়ঃ ১১৫
(চ) যে ব্যক্তি মুসলিমের দেওয়া নিরাপত্তাবে বানচাল করেঃ ১১৬
(ছ) যে পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে এবং নিজের বংশ অস্বীকার করেঃ ১১৬
(জ) যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের প্রতি অত্যাচার ও তাদেরকে সন্ত্রস্ত করেঃ ১১৬
(ঝ) অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ নেতাঃ ১১৭
৪। ফিরিশ্‌তা তাদেরকে ঘৃণা করেন, যাদেরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন ১১৭
৫। কাফেরদের ফিরিশ্‌তা দেখতে চাওয়া ১১৮
অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তার ভূমিকা ১১৯
১। আরশ বহন ১১৯
২। পাহাড়ের দায়িত্ব ১২০
৩। মেঘ-বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও রুযী নিয়ন্ত্রণ ১২১
কারা শ্রেষ্ঠ? ফিরিশ্‌তা, নাকি মানুষ? ১২৩

মুখবন্ধ

الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

এই পুস্তিকাখানি আসলে ডক্টর উমার সুলাইমান আল-আশ্‌কার কর্তৃক আরবী ভাষায় প্রণীত। যার নাম ‘আ-লামুল মালাইকাতিল আবরার’। অবশ্য আমি তার হুবহু অনুবাদ করিনি। আমি বাংলাতে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছি।

মৌলিক আক্বীদার ব্যাপারে পুস্তিকাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ফিরিশ্‌তাসমূহের প্রতি ঈমান রাখা ঈমানের দ্বিতীয় রুক্‌ন। আর তাঁদের সম্বন্ধে অনেক লোকের অনেক ভুল ধারণাও আছে। সেই অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে অনেকের সন্দেহও বর্তমান। সেহেতু বাংলাভাষী মুসলিম জনসাধারণের জন্য তা প্রকাশ করা একান্ত জরুরী ছিল বলে মনে করেই আমি এর সংস্করণে মনোযোগ দিই। অবশ্য মূলতঃ এর পিছনে আমার দ্বীনী ভাইদের অনুপ্রেরণা অবশ্যই ছিল।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকেই নেক বদলা দান করুন। আমীন।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
২২/৫/৩৫হিঃ
২৩/৩/১৪খ্রিঃ

ফিরিশ্‌তার সংজ্ঞা

‘ফিরিশ্‌তা’ শব্দটি ফারসী। এর মানে হল প্রেরিত বা দূত। এর আরবী শব্দ ‘মালাক’, বহুবচন ‘মালাইকাহ’। এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ‘আলাকা’ থেকে অথবা ‘লাআকা’ থেকে। যার অর্থ পাঠানো বা পৌঁছানো। যেহেতু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশ্‌তা পাঠানো হয় এবং তাঁরা তাঁর পক্ষ থেকে সংবাদ পৌঁছিয়ে থাকেন।

অথবা এর উৎপত্তি হয়েছে ‘মালাকা’ থেকে। যার অর্থ পরিচালনা করা বা মালিক হওয়া। যেহেতু ফিরিশ্‌তা দ্বারা বিশ্বের বহু কাজ পরিচালিত হয়। এই জন্য ফিরিশ্‌তাকে বলা হয় ‘মালাক’ এবং মানুষের পরিচালক ও অধিপতিকে বলা হয় ‘মালিক’।

ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান

ফিরিশ্‌তা-জগৎ একটি পৃথক জগৎ। মনুষ্য ও জ্বিন-জগৎ থেকে পৃথক সে জগৎ। ফিরিশ্‌তা-জগতের সকলেই পূত-পবিত্র, পুণ্যময়, সম্মানিত ও আল্লাহ-ভীরু, মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে সদা নিরত।

ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান মু’মিনের মৌলিক ঈমানী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। ঈমানের ছয়টি রুক্‌নের মধ্যে এটি হল দ্বিতীয় রুক্‌ন। এই রুক্‌নের প্রতি ঈমান ব্যতীত মু’মিনের ঈমান শুদ্ধ হতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}

অর্থাৎ, রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও; সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে। (বাক্বারাহ ঃ ২৮৫)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا} (١٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁর রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর; আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে সুদূরে চলে যায়। (নিসা ঃ ১৩৬)

ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান আনার ধরন

ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখা ঃ-

১। ফিরিশ্‌তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা।

২। তাঁদের যথার্থ সম্মান করা। এই বিশ্বাস করা যে, তাঁরা মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের মতো আল্লাহর দাস এবং তাঁর সৃষ্টি। তাঁরা নানা কর্মের জন্য ভারপ্রাপ্ত ও আদিষ্ট। তাঁদের শক্তি ও ক্ষমতা ততটাই আছে, যতটা মহান আল্লাহ তাঁদেরকে দিয়েছেন। তাঁদের মৃত্যু আছে, তবে তাঁদের জন্য সুদীর্ঘ সময় নির্ধারিত আছে। সে সময় ছাড়া মহান আল্লাহ তাঁদের মৃত্যু ঘটাবেন না। তাঁদেরকে এমন কিছু বলে আখ্যায়ন করা যাবে না বা তাঁদের ব্যাপারে এমন কিছু বিশ্বাস রাখা যাবে না, যার ফলে তাঁদেরকে মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা হয়। তাঁদেরকে ইবাদতযোগ্য (পূজনীয়) উপাস্য ধারণা করা যাবে না, যেমন পূর্ববর্তী কোন কোন সম্প্রদায় তা করেছিল।

৩। এ কথা স্বীকার করা যে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ দূত আছেন, যাঁদেরকে মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে যার নিকট ইচ্ছা প্রেরণ করে থাকেন। এমনও হতে পারে যে, তিনি তাঁদেরই কাউকে অন্য কারো নিকট প্রেরণ করে থাকেন।

এরই অন্তর্ভুক্ত মহান আল্লাহর আরশবাহক ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান, তাঁর সম্মুখে সারিবদ্ধ ফিরিশ্‌তা, জান্নাতের জন্য ভারপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা, জাহান্নামের

জন্য ভারপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা, বান্দার নেকি-বদী লিপিবদ্ধকারী ফিরিশ্তা, মেঘ পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত ফিরিশ্তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

কিতাব ও সুন্নাহতে এ সবের যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান রয়েছে। *(সংক্ষিপ্ত শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ১/৪০৫-৪০৬, আল-হাবাইক ফী আখবারিল মালাইক সুয়ূত্বী ১০পৃঃ)*

অত্র পুস্তিকায় রয়েছে ফিরিশ্তার প্রতি ঈমানের সবিস্তার আলোচনা।

তাঁদের সৃষ্টির মূল উপাদান ও সময়

ফিরিশ্তা সৃষ্টির মূল উপাদান হল নূর বা জ্যোতি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ».

"ফিরিশ্তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে, যা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে। (অর্থাৎ, মাটি থেকে)।" *(মুসলিম ৭৬৮৭নং)*

উক্ত হাদীসে আমভাবে 'নূর' বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেননি, সে নূর কী, কীসের বা কার? সুতরাং বিনা শক্ত দলীলে সে নূরকে নির্দিষ্ট কোন নূর বলে ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

যেমন এ কথাও জানা যায় না যে, তাঁদেরকে কখন সৃষ্টি করা হয়েছে? তবে জানা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই তাঁদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করার সময় তাঁরা মহান প্রতিপালকের সাথে সে ব্যাপারে কথা বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (٣٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি তা তোমরা জান না।' *(বাক্বারাহ ঃ ৩০)*

সেই মানুষকে সিজদা করার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে বলেছিলেন,

{فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ} (٢٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।' (হিজ্র ঃ২৯)

ফিরিশ্তা কি দেখা যায়?

ফিরিশ্তা যেহেতু নূরানী অদৃশ্যমান সৃষ্টি, তাই তাঁদেরকে দেখা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ আমাদের চোখে সে ক্ষমতা সৃষ্টি করেননি, যাতে আমরা তাঁদেরকে দেখতে পারি।

এ উম্মতের মধ্যে ফিরিশ্তাকে আসল রূপে দর্শন করেছেন একমাত্র রাসূল ﷺ। তিনিই জিবরীল ﵇-কে দুইবার সেই আকৃতিতে দর্শন করেছেন, যে আকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। এর উল্লেখ রয়েছে সূরা নাজমের ১১ থেকে ১৫ আয়াতে।

অবশ্য ফিরিশ্তা শরীর ধারণের ক্ষমতা রাখেন। আর সেই অবস্থায় মানুষ তাঁদেরকে দেখতে পারে। জিবরীল ﵇ সাহাবী দিহয়্যাহ কালবীর রূপ ধারণ করে আসতেন। নবী ﷺ সহ সাহাবাগণও তাঁকে দেখতে পেতেন। যেমন ইব্রাহীম ﵇-এর নিকট ফিরিশ্তা মেহমান বেশে এসেছিলেন এবং তিনি-সহ তাঁর সম্প্রদায় তাঁদেরকে দর্শন করেছিলেন।

হাদীসে এসেছে, মোরগও ফিরিশ্তা দেখতে পায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا ».

অর্থাৎ, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কারণ সে কোন ফিরিশ্তা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ সে কোন শয়তান দেখেছে। *(বুখারী ৩৩০৩, মুসলিম ৭০৯৬নং)*

তাঁদের আকার-বিশালতা

মহান আল্লাহ কোন কোন ফিরিশ্‌তাকে বিশাল আকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তার ব্যাপারে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) التحريم

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে বিশাল-দেহী, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। (তাহরীম ঃ ৬)

আমরা ফিরিশ্‌তা জিবরীল عليه السلام-এর আকার-বিশালতার ব্যাপারে সবিস্তার জানতে পারি। যেহেতু মহানবী ﷺ তাঁকে দু-দুবার প্রকৃত রূপে দর্শন করেছিলেন। যে কথা মহান আল্লাহ আল-কুরআনে বলেছেন,

{وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ} (٢٣) سورة التكوير

"অবশ্যই সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দর্শন করেছে।" (তাকভীর ঃ ২৩)

{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} (١٥)

"নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা'ওয়া) বাসোদ্যান। (নাজ্‌ম ঃ ১৩-১৫)

মা আয়েশা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি এ (দর্শনের) ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন,

« إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِى خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ».

"তিনি হলেন জিব্রীল। তাঁকে ঐ দুইবার ছাড়া অন্য বারে তাঁর সৃষ্টিগত আসল রূপে দর্শন করিনি। যখন তিনি আসমানে অবতরণরত ছিলেন, তাঁর

বিরাট সৃষ্টি-আকৃতি আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল।" *(মুসলিম ৪৫৭নং, তিরমিযী প্রমুখ)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} (٨) سورة النجم

"অতঃপর সে তার (রসূল)এর নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী।" *(নাজ্‌ম ঃ ৮)*

এক বর্ণনায় মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'এ ছিলেন জিবরীল عليه السلام। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে পুরুষদের বেশে আসতেন। কিন্তু উক্ত সময়ে তিনি নিজ প্রকৃত বেশে এসেছিলেন, ফলে আকাশের দিকচক্রবাল বন্ধ করে ফেলেছিলেন।' (মুসলিম ৪৬০নং)

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷛ বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ জিবরীলকে দেখেছেন, তাঁর ছয় শত ডানা রয়েছে।' (বুখারী ৪৮৫৭, মুসলিম ৪৫০নং)

তিনি আরো বলেছেন, 'তিনি সবুজ রেশমী (ডানাবিশিষ্ট জিবরীল)কে দেখেছেন দিগন্ত ঢেকে রেখেছেন।' (বুখারী ৩২৩৩, ৪৮৫৮নং)

আর সেটা ছিল মহান আল্লাহর একটি মহা নিদর্শন। (নাজ্‌ম ঃ ১৮)

জিবরীলের গুণ বর্ণনায় মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} (٢١) التكوير

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এ (কুরআন) সম্মানিত বার্তাবহ (জিবরীলের) আনীত বাণী, যে মহাশক্তিধর, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত। যে সেখানে মান্যবর এবং বিশ্বাসভাজন। (তাকভীর ঃ ১৯-২১)

এ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্‌তা জিবরীল عليه السلام-এর বিশালতা ও শক্তির বর্ণনা।

আর এক শ্রেণীর ফিরিশ্‌তার বিশালতার বর্ণনা পাওয়া যায়। আর তাঁরা হলেন মহান আল্লাহর আরশ-বাহক ফিরিশ্‌তা। তাঁদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أُذِنَ لِى أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ ».

অর্থাৎ, আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তামন্ডলীর অন্যতম ফিরিশ্‌তা সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর কানের লতি থেকে

কাঁধ পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হল সাতশ বছরের পথ। *(আবূ দাঊদ ৪৭২৯, সিঃ সহীহাহ ১৫১নং)*

ফিরিশ্‌তার সৃষ্টিগত হুলিয়া

১। তাঁদের পক্ষ বা ডানা

ফিরিশ্‌তামন্ডলীর ডানা আছে, যেমন মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে জানিয়েছেন। কারো ২টি, কারো ৩টি, কারো ৪টি অথবা কারো তার থেকেও বেশি ডানা আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١) فاطر

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই--- যিনি ফিরিশ্তাদেরকে বাণীবাহক (দূত) করেন; যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার ডানাবিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি ক'রে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (ফাত্বির ঃ ১)

আর পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, জিবরীল (عليه السلام)-এর ছয়শ ডানা আছে। সেই ডানার ঝাপটে যমযম কুয়ার উৎপত্তি। (বুখারী ৩৩৬৪নং) (মতান্তরে শিশু ইসমাঈলের গোড়ালির আঘাতে যমযমের উৎপত্তি।)

২। তাঁদের রূপ-সৌন্দর্য

মহান সৃষ্টিকর্তা ফিরিশ্‌তাকে সুন্দর ও সম্মানজনক আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি জিবরীল (عليه السلام) সম্বন্ধে বলেছেন,

{عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى} (٦) سورة النجم

অর্থাৎ, তাকে শিক্ষা দান করে চরম শক্তিশালী, (ফিরিশ্তা জিব্রাঈল)। সুদর্শন, সে (নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিল। (নাজম ঃ ৬)

ইবনে আব্বাসের মতে 'যু-মির্রাহ' মানে সুদর্শন; অবশ্য এর অন্য অর্থও করা হয়েছে।

এমনিতে লোকমাঝে প্রচলিত, সুন্দরকে ফিরিশ্‌তার সাথে এবং কুৎসিতকে শয়তানের সাথে তুলনা করা হয়। সুন্দর মানুষের জন্য বলা হয়, 'মানুষ নয়,

যেন ফিরিশ্‌তা!' যেমন ইউসুফ নবী (عليه السلام)-এর রূপ দেখে অভিভূত হয়ে যুলাইখার আহূত সমালোচক মহিলারা বলেছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ} (٣١) سورة يوسف

অর্থাৎ, মহিলাটি যখন তাদের চক্রান্তের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং একটি বৈঠকের আয়োজন করল। তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং তাকে বলল, 'তাদের সামনে বের হও।' অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল, তখন তারা তার (রূপ-মাধুর্যে) অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, 'আল্লাহ পবিত্র! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্তা!' (ইউসুফ ঃ ৩১)

৩। মানুষের আকৃতি ও ফিরিশ্‌তার আকৃতি কি কাছাকাছি?

জাবের (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ – يَعْنِى نَفْسَهُ – وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ (عليه السلام) فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ ».

অর্থাৎ, একদা আমার নিকট নবীগণকে পেশ করা হল। দেখলাম, মূসা হাল্কা দেহবিশিষ্ট (মধ্যম ধরনের) পুরুষ, যেন তিনি (ইয়ামানের) শানূআহ গোত্রের লোক। ঈসা বিন মারয়্যাম (عليه السلام)-কে দেখলাম, আমার দেখার মধ্যে সাদৃশ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি ছিল উরওয়াহ বিন মাসঊদ। ইব্রাহীম (স্বালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)কে দেখলাম, আমার দেখার মধ্যে সাদৃশ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি ছিল তোমাদের সঙ্গী (উদ্দেশ্য তিনি নিজে)। আর জিবরীল (عليه السلام)-কে দেখলাম, আমার দেখার মধ্যে সাদৃশ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি ছিল দিহয়্যাহ। *(মুসলিম ৪৪১নং)*

উক্ত হাদীসে জিবরীল (عليه السلام)-কে সাহাবী দিহয়্যাহ (رضي الله عنه)-এর সদৃশ বলা হয়েছে। কিন্তু তা আসলে জিবরীলের ধারণকৃত রূপ। নচেৎ তাঁর আসল

আকৃতি বিশাল এবং পক্ষবিশিষ্ট। অধিকাংশ সময়ে তিনি উক্ত সাহাবীর রূপ ধারণ করে মহানবী ﷺ-এর নিকট আগমন করতেন।

৪। সৃষ্টিগত আকারে ও মর্যাদায় তাঁরা সমান নন

ফিরিশ্‌তাবর্গ সৃষ্টিগত আকার ও আয়তনে সমান নন। বলা বাহুল্য, কিছু ফিরিশ্‌তার দুটি ডানা আছে, কিছুর আছে তিনটি বা চারটি। জিবরীল عليه السلام-এর আছে ছয়শ ডানা।

যেমন তাঁদের রয়েছে পৃথক পৃথক স্থান ও মর্যাদা। মহান আল্লাহ ফিরিশ্‌তার কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

{وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ} (١٦٤) سورة الصافات

"আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে।" (স্বাফ্‌ফাত ঃ ১৬৪)

তিনি জিবরীল عليه السلام সম্পর্কে বলেছেন,

{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} (٢١) سورة التكوير

"নিশ্চয়ই এ (কুরআন) সম্মানিত বার্তাবহ (জিবরীলের) আনীত বাণী, যে মহাশক্তিধর, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত। যে সেখানে মান্যবর এবং বিশ্বাসভাজন।" (তাকভীর ঃ ১৯-২১)

ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্‌তা হলেন তাঁরা, যাঁরা মহানবী ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রিফাআহ ইবনে রাফে' যুরাক্বী رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট জিবরীল এসে বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে আপনাদের মাঝে কীরূপ গণ্য করেন?' তিনি বললেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিমদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য করি।" অথবা অনুরূপ কোন বাক্যই তিনি বললেন। (জিবরীল) বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী ফিরিশ্তাগণও অনুরূপ (সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্তাগণের শ্রেণীভুক্ত)।' *(বুখারী ৩৯৯২নং)*

৫। তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নেই

সকল ফিরিশ্‌তা একই জাতীয়। তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নেই। কিন্তু আরবের মুশরিকরা এ ব্যাপারে ধারণাবশে ফিরিশ্‌তাগণকে 'আল্লাহর কন্যা'

বলত। তারা নিজেরা কন্যা অপছন্দ করত। অথচ আল্লাহর কন্যা আছে বলে দাবী করত। কুরআনে সে কথার উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (٥٩) النحل

অর্থাৎ, তারা নির্ধারিত করে আল্লাহর জন্য কন্যা-সন্তান অথচ তিনি পবিত্র; আর তাদের জন্য তাই, যা তারা কামনা করে! তাদের কাউকে যখন কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই না নিকৃষ্ট। (নাহ্‌ল ঃ ৫৭-৫৯)

অতঃপর মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ} (٦٢) سورة النحل

অর্থাৎ, যা তারা অপছন্দ করে, তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে; তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে (বলে) যে, 'মঙ্গল তাদেরই জন্য।' স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে দোযখ এবং তারাই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষিপ্ত হবে। (নাহ্‌ল ঃ ৬২)

'ফিরিশ্‌তা আল্লাহর কন্যা'---এ কথা তারা আন্দাজে-অনুমানে বলত। অথচ আল্লাহ সম্বন্ধে এই শ্রেণীর কোন কথা অনুমান ও ধারণা ক'রে বলা কুফরী। মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الإنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (١٥) أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (١٦) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (١٧) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨)

وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} (١٩) الزخرف

"ওরা তাঁর দাসদের মধ্য হতে (কিছুকে) তাঁর সত্তার অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজে কন্যা-সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান? ওরা পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি যে কন্যা-সন্তান আরোপ করে, ওদের কাউকেও সে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। (ওরা কি আল্লাহর প্রতি এমন সন্তান আরোপ করে,) যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট যুক্তি দানে অসমর্থ। ওরা দয়াময় আল্লাহর ফিরিশ্তাদেরকে নারী বলে স্থির করে, ওরা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (যুখরুফ ঃ ১৫-১৯)

{فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَاصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (١٥٦) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (١٥٧) الصافات

"ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আল্লাহর জন্য কি কন্যাসন্তান এবং ওদের নিজেদের জন্য পুত্রসন্তান? অথবা ওরা কি উপস্থিত ছিল যখন আমি ফিরিশ্তাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম?' দেখ, ওরা মনগড়া কথা বলে থাকে; যখন বলে, 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' নিশ্চয় ওরা মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্রসন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান পছন্দ করেছেন? তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে? তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের গ্রন্থ উপস্থিত কর।" *(স্বাফ্ফাত ঃ ১৪৯-১৫৭)*

এইভাবে বহু মানুষের মর্মমূলে কত শত অমূলক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বীনী ইল্‌ম তথা কুরআন ও সুন্নাহর আলো থেকে যে মানুষ যত সরে যায়, সেই মানুষের মনকে এই শ্রেণীর ভিত্তিহীন

আকীদার অন্ধকার আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। ফলে সে কুফরী ও শির্কী বিশ্বাসের অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে।

মহান আল্লাহ তাকে ছাড়বেন না। তার কর্মকান্ড ও অযৌক্তিক কথাবার্তা লিখে রাখবেন। অতঃপর কাল কিয়ামতে দস্তুরমতো তার হিসাব নেবেন। যেহেতু মহান আল্লাহর সম্বন্ধে অনুমানে কোন মন্তব্য করা মহা অন্যায় ও বিশাল গোনাহ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (٣٣) الأعراف

"বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচারকে ও অসংগত বিদ্রোহকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর অংশী করাকে, যার কোন দলীল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে (নিষিদ্ধ করেছেন), যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।" (আ'রাফ ঃ ৩৩)

অনুরূপ অনুমানপ্রসূত একটি কথা, 'আল্লাহর পুত্র আছে।' কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এবং সূরা ইখলাসে তিনি তা খন্ডন করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেছেন,

{قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (٦٨) سورة يونس

অর্থাৎ, তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র। তিনিই অমুখাপেক্ষী। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণও নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যা তোমাদের জানা নেই? (ইউনুস ঃ ৬৮)

আসলে শয়তানই মানুষকে এই শ্রেণীর অমূলক কথা বলতে অনুপ্রাণিত করে। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (١٦٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, তোমরা তা বল। *(বাক্বারাহঃ ১৬৮-১৬৯)*

৬। ফিরিশ্তা পানাহার করেন না

ফিরিশ্তাদের মাঝে নারী-পুরুষ নেই, তেমনি তাঁদের পানাহারের প্রয়োজন পড়ে না। একদা ইব্রাহীম ﷺ-এর কাছে কিছু ফিরিশ্তা মেহমান বেশে এলে তিনি তাঁদের সামনে খাবার পেশ করলে তাঁরা খাননি। সে কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ
سَلَامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ
أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨)

অর্থাৎ, তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম।' উত্তরে সে বলল, 'সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক।' অতঃপর ইব্রাহীম সংগোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি (ভুনা) মাংসল বাছুর নিয়ে এল। তা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন?' তখন তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল, 'ভয় পেয়ো না।' অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল। (যারিয়াত ঃ ২৪-২৮)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ
بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا
لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) هود

"আমার প্রেরিত ফিরিশ্তারা ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন ক'রে বলল, 'সালাম।' ইব্রাহীমও (উত্তরে) বলল, 'সালাম।' অতঃপর অনতিবিলম্বে একটা ভুনা বাছুর নিয়ে এল। কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে

লাগল এবং মনে মনে তাদের ব্যাপারে শঙ্কিত হল; (এ দেখে) তারা বলল, 'তুমি ভয় করবে না, আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' *(হূদ ঃ ৬৯-৭০)*

সুয়ূতী ফাখরুর রাযীর উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন, 'উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ফিরিশ্তাগণ পানাহার করেন না এবং বিবাহ-শাদী করেন না।' *(আল-হাবাইক ফী আখবারিল মালাইক ২৬৪পৃঃ)*

৭। তাঁরা শ্রান্ত-ক্লান্ত হন না

ফিরিশ্তামন্ডলী সদা-সর্বদা মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল থাকেন, তাঁর হুকুম তামীল ও আদেশ পালনে তৎপর থাকেন। আর তাতে তাঁরা মানুষের মতো কোন প্রকারের আলস্য বা ক্লান্তি অনুভব করেন না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا
يَسْتَحْسِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} (٢٠) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই মালিকানাধীন। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে, তারা তাঁর উপাসনা করতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তি বোধও করে না। তারা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না। (আম্বিয়া ঃ ১৯-২০)

উক্ত আয়াতকে ভিত্তি করে উলামাগণ বলেন, ফিরিশ্তাবর্গ নিদ্রাভিভূত হন না। (আল-হাবাইক ২৬৪পৃঃ)

{فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}

অর্থাৎ, ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা তো দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করে না। (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৮)

৮। ফিরিশ্তাবর্গের অবস্থানক্ষেত্র

অধিকাংশ ফিরিশ্তাবর্গের অবস্থানক্ষেত্র হল আকাশ। তাঁরা আকাশে থেকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করেন। তিনি বলেছেন,

{تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (٥) سورة الشورى

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হতে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্তা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর বাসিন্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (শূরা ঃ ৫)

আবূ যার্র ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

(إنّي أرَى مالاَ تَرَوْنَ وأسْمَعُ ما لاَ تَسْمَعُونَ أطّتِ السَّماءُ وحَقَّ لها أن تَئِطَّ ما فِيها مَوْضِعُ أرْبَعِ أصابِعَ إلاَّ ومَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ لِلَّهِ تَعالى ساجِداً واللّه لوْ تَعْلَمُونَ ما أعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ولَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وما تَلَذَّذْتُمْ بالنِّساءِ على الفُرُشِ ولَخَرَجْتُمْ إلى الصُّعُداتِ تَجْأرُونَ إلى اللّه).

"অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না এবং শুনি, যা তোমরা শুনতে পাও না। আকাশ কট্‌কট্‌ ক'রে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে। এতে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যেখানে কোন ফিরিশ্তা আল্লাহর জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে বের হয়ে যেতে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১৭২২নং)*

ফিরিশ্‌তামন্ডলী মহান প্রতিপালকের কাছে থেকে ইবাদতে মশগুল থাকেন। তিনি বলেছেন,

{فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ}

অর্থাৎ, ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা তো দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করে না। (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৮)

তাঁরা মহান আল্লাহর আদেশক্রমে সেখান হতে পৃথিবীর দিকে অবতরণ করেন। তিনি বলেছেন,

{وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (٦٤) سورة مريم

অর্থাৎ, (জিব্রাঈল বলল,) 'আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতিরেকে অবতরণ করি না; আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে ও এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী যা আছে তা তাঁরই। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন।' (মারয়্যাম ঃ ৬৪)

বিশেষ সময়ে তাঁরা অবতরণ করেন; যেমন শবেকদরে অবতরণ করেন বিশেষ প্রয়োজনে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (٥)

অর্থাৎ, মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। ঐ রাত্রিতে ফিরিশ্তাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিময় সেই রাত্রি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। (ক্বাদ্‌র ঃ ৩-৫)

৯। ফিরিশ্‌তাবর্গের সংখ্যা

ফিরিশ্‌তা অসংখ্য সৃষ্টি। তাঁদের সংখ্যা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তিনি বলেছেন,

{وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} (٣١) سورة المدثر

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। *(মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ৩১)*

'আল-বাইতুল মা'মূর'-এ ইবাদতকারী ফিরিশ্‌তার সংখ্যা জানতে পারলে তাঁদের আধিক্যের কথা অনুমান করা যায়। প্রত্যহ সে গৃহে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা নামায পড়েন। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাঁরা ফিরে এসে নামায পড়ার সুযোগ লাভ করেন না! (বুখারী ৩২০৭, মুসলিম ৪২৯নং)

আর একটি হাদীস থেকে ফিরিশ্‌তার সংখ্যা অনুমান করা যায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ».

"কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকবেন। তাঁরা তা টানতে থাকবেন।" *(মুসলিম ৭৩৪৩নং)*

সুতরাং জাহান্নাম আনয়নকারী ফিরিশ্তার সংখ্যা হবে চার মিলিয়ার নয়শ মিলিয়ন, অর্থাৎ চারশ নব্বই কোটি!

এ ছাড়া রয়েছে গর্ভাশয়ে বীর্যের পরিচর্যা করার জন্য ফিরিশ্তা, প্রত্যেক মানুষের সাথে নেকী-বদী লেখার জন্য দুই ফিরিশ্তা (কিরামান কাতিবীন), রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফিরিশ্তা, সুপথে পরিচালনার জন্য সদাসঙ্গী ফিরিশ্তা (ক্বারীন) ইত্যাদি। এতেও ফিরিশ্তা সংখ্যাধিক্য অনুমান করা যায়।

১০। ফিরিশ্তার নাম

ফিরিশ্তাবর্গের নির্দিষ্ট নাম আছে। আমরা মাত্র কতিপয় ফিরিশ্তার নাম জানতে পারি। অধিকাংশেরই নাম জানি না। জানা নাম নিম্নরূপ ঃ-

১-২। জিবরাঈল ও মীকাঈল

আল-ক্বুরআনে উল্লেখ হয়েছে জিবরীল ও মীকাল বা জিবরাঈল ও মীকাঈলের নাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧) مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ} (٩٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, (হে নবী!) বল, ‘যে জিব্রাঈলের শত্রু হবে সে জেনে রাখুক, সে (জিব্রাঈল) তো আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দেয়, যা তার পূর্ববর্তী কিতাব (ধর্মগ্রন্থ)সমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য যা পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।’ যে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তা (দূত)গণের, রসূল (প্রেরিত পুরুষ)গণের, জিব্রাঈল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শত্রু। (বাক্বারাহ ঃ ৯৭-৯৮)

অবশ্য জিবরীল عليه السلام-কে অনেক সময় ‘রূহ’ বলে আখ্যায়ন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ} (١٩٤)

“বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে, তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো।” (শুআ’রা ঃ ১৯৩-১৯৪)

{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ} (٤) سورة القدر

“ঐ রাত্রিতে ফিরিশ্তাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।” (ক্বাদ্র ঃ ৪)

{فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا}

“অতঃপর তাদের হতে সে নিজেকে পর্দা করল; অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহ (জিব্রাঈল)কে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।” (মারয়্যাম ঃ ১৭)

৩। ইসরাফীল

হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, মহানবী ﷺ একটি দুআতে ইসরাফীলের নাম বলতেন। দুআটি নিম্নরূপ ঃ-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَآئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর, যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্যের পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক। *(মুসলিম ১৮-৪৭নং)*

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيْلَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(সহীহ নাসাঈ ৩/১১২১, সঃ জামে’ ১৩০৫নং)*

কিন্তু ইসরাফীল কি সেই ফিরিশ্তা, যিনি শিঙায় ফুৎকার করার জন্য সদা প্রস্তুত আছেন?

হাদীসে আছে, তিনি সেই কাজেই ব্যস্ত, কোন কোন যয়ীফ হাদীসে আছে, তিনি পৃথিবীতেও অবতরণ করেন। তাঁর কর্ম সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী উল্লেখ শোনা যায়। উলামাগণ বলেন, কোন সহীহ হাদীসে আসেনি যে, ইসরাফীল عليه السلام-ই শিঙায় ফুৎকার করবেন। সুতরাং আল্লাহই ভালো জানেন।

৪। মালেক

ইনি দোযখের দারোগা। কুরআন মাজীদে এঁর উল্লেখ এসেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ} (٧٧) سورة الزخرف

অর্থাৎ, ওরা চিৎকার ক'রে বলবে, 'হে মালেক (দোযখের অধিকর্তা)! তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ ক'রে দিন।' সে বলবে, 'তোমরা তো (চিরকাল) অবস্থান করবে।' (যুখরুফ ঃ ৭৭)

৫। রিযওয়ান

ইবনে কাষীর বলেছেন, 'বেহেশ্তের দারোগা একজন ফিরিশ্তা, তাঁকে রিযওয়ান বলা হয়। কিছু হাদীসে তার স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে।' *(আল-বিদায়াহ অন্-নিহায়াহ ১/৫৩)*

জানি না, সে সকল হাদীস সহীহ কি না।

৬-৭। মুনকির ও নাকীর

মহানবী ﷺ বলেন, "মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হলে তার নিকট নীল চক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের দুই ফিরিশ্তা আসেন। একজনকে বলা হয় 'মুনকির' এবং অপরকে বলা হয় 'নাকীর'। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই (নবী) ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কী বলতে?' সে বলে, 'উনি যা বলতেন তাই, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।' তাঁরা বলেন, 'আমরা জানতাম যে, তুমি তাই বলবে।' অতঃপর তার কবরকে সত্তর হাত দৈর্ঘ্য ও সত্তর হাত প্রস্থ পরিমাপে প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়। অতঃপর তা আলোকিত করা হয়। অতঃপর তাকে বলা হয়, 'তুমি ঘুমিয়ে যাও।' সে বলে, 'আমি আমার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে খবর দেব।' তাঁরা বলেন, 'তুমি সেই বাসর রাতের বরের মতো ঘুমিয়ে যাও, যাকে তার পরিবারের প্রিয়তম ছাড়া কেউ জাগাবে না।' পরিশেষে আল্লাহ তাঁকে এই শয়নক্ষেত্র থেকে পুনরুত্থিত করবেন।....." (তিরমিযী, সিঃ সহীহাহ ১৩৯১নং)

৮-৯। হারূত ও মারূত

এঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} (١٠٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করেননি; বরং শয়তানেরাই কুফরী (অবিশ্বাস) করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্তাদয়ের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করো না'---এ না বলে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও শিক্ষা দিত না। তবু এ দুজন হতে তারা এমন বিষয় শিখত, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তারা কারো কোন ক্ষতিসাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত, তা তাদের ক্ষতিসাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা (যাদুবিদ্যা) ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। আর তারা যার পরিবর্তে আত্মবিক্রয় করেছে তা নিতান্তই জঘন্য, যদি তারা তা জানত! (বাক্বারাহ ঃ ১০২)

হারূত ও মারূত দুই ফিরিশ্তা দ্বারা কোন এক সময়ে মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে যাদুর ফিতনায় ফেলে তাদের কঠোর পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁরই অনুগত ছিলেন। তাঁদের ব্যাপারে ততটুকুই জানা যায়, যতটুকু উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের ব্যাপারে যে সকল রূপকথা বর্ণনা করা হয়, সে সকলের কোন কিছু সহীহ নয়।

১০। আযরাঈল

প্রাণ হননকারী ফিরিশ্‌তার এ নাম তফসীর গ্রন্থে বা দুর্বল হাদীসে পাওয়া যায়। কুরআন ও সহীহ হাদীসে এর কোন উল্লেখ নেই। *(তাখরীজুত ত্বাহাবিয়্যাহ ৭২পৃঃ, আহকামুল জানাইয ২৫৪পৃঃ, আলবানী)*

এঁর উল্লেখ কুরআনে এসেছে 'মালাকুল মাওত' নামে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} (١١)

অর্থাৎ, বল, '(মালাকুল মাওত) মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। অবশেষে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।' (সাজদাহ ঃ ১১)

উলামাগণের কেউ কেউ বলেছেন, 'রাক্বীব' ও 'আতীদ' ও দুই ফিরিশ্‌তার নাম। এ ব্যাপারে তাঁরা দলীল পেশ করেছেন মহান আল্লাহর এই বাণী,

{إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (١٨) سورة ق

অর্থাৎ, যখন দুই সংগ্রাহক (ফিরিশ্তা তার কর্ম) সংগ্রহ (লিপিবদ্ধ) করে, (যারা তার) ডাইনে ও বামে বসে আছে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য 'রাক্বীব' ও 'আতীদ') তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। (ক্বাফ ঃ ১৭-১৮)

কিন্তু তাঁদের এ কথা সঠিক নয়। কারণ উক্ত আয়াতে 'রাক্বীব' ও 'আতীদ' ফিরিশ্‌তার নাম নয়, বরং তা বান্দার আমল সংগ্রাহক দুই ফিরিশ্‌তার গুণ। অর্থাৎ, তাঁরা তৎপর প্রহরী। সর্বদা উপস্থিত দর্শক, তাঁরা কোন সময় বান্দার নিকট থেকে সরে যান না।

ফিরিশ্‌তার মৃত্যু

ফিরিশ্‌তাগণ মৃত্যুবরণ করবেন। অবশ্য সে মৃত্যু শিঙ্গায় ফুৎকার করার সময়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ} (٦٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে; তবে যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবেন তারা নয়। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন ওরা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। (যুমার ঃ ৬৮)

উক্ত আয়াতে ফিরিশ্‌তাগণও শামিল। কারণ তাঁরা আসমান বা আকাশে থাকেন।

ইবনে কাষীর (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন, 'এ হল দ্বিতীয়বারের শিঙ্গায় ফুৎকার। আর তা হল মূর্ছিত হয়ে পড়ার ফুৎকার। যে ফুৎকারে আল্লাহ যাদেরকে রক্ষা করতে চাইবেন, তারা ছাড়া আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল বাসিন্দাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। যেমন এ কথা স্পষ্ট ও বিশদভাবে শিঙ্গার প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে, "অতঃপর অবশিষ্টের প্রাণ হরণ করা হবে। সবশেষে মালাকুল মাওত মৃত্যুবরণ করবেন। কেবল একাকী অবশিষ্ট থাকবেন চিরঞ্জীব অবিনশ্বর (আল্লাহ), যিনি প্রথমে ছিলেন এবং শেষে সর্বদা চিরস্থায়ী থাকবেন। তিনি বলবেন, 'আজ রাজত্ব কার?' অতঃপর নিজেই উত্তর দিয়ে বলবেন, 'অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য।' (মু'মিন ঃ ১৬)

ফিশি্তামন্ডলী মারা যাবেন---এ কথার আরো একটি দলীল হল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٨٨) سورة القصص

অর্থাৎ, তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৮৮)

বাকী থাকল, তাঁদের মধ্যে কেউ কি শিঙ্গায় ফুৎকারের পূর্বে মারা যাবেন? এর উত্তরে আমরা 'হ্যাঁ-না' কিছুই বলতে পারি না। কারণ এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীস নীরব। তাই আমরাও সে বিষয়ে মুখ খুলতে পারি না।

ফিরিশ্‌তাবর্গের চারিত্রিক গুণাবলী

ফিরিশ্‌তাগণ সম্মানিত ও পুণ্যবান। মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁদেরকে এ গুণ দ্বারা অলংকৃত করেছেন। তিনি বলেছেন,

{بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (١٦) سورة عبس

অর্থাৎ, (কুরআন) এমন লিপিকারদের হস্ত দ্বারা (লিপিবদ্ধ)। (যারা) সম্মানিত ও পুণ্যবান (ফিরিশ্তা)। (আবাসা ঃ ১৫-১৬)

'সাফারাহ' মানে লিপিকার বা কাতেব। অথবা দূত বা সাফীর। ফিরিশ্‌তাগণ সৃষ্টিকর্তা ও মানুষেরর নবী-রসূলগণের মাঝে দূত।

চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁরা হলেন সম্মানিত; অর্থাৎ, শ্রদ্ধেয় এবং বুযুর্গ। আর কর্মের দিক দিয়ে তাঁরা পুণ্যবান ও পবিত্র। এখান থেকে জানা যায় যে, ক্বুরআন বহনকারী (হাফেয এবং আলেমগণ)কেও চরিত্র এবং কর্মের দিক দিয়ে 'কিরামিম বারারাহ'র মূর্ত-প্রতীক হওয়া উচিত। *(ইবনে কাষীর)*

হাদীসেও 'সাফারাহ' শব্দ ফিরিশ্তাদের জন্য ব্যবহার হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন,

« الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ».

"যে ক্বুরআন পাঠে সুদক্ষ হয়, সে 'কিরামিম বারারাহ'র সাথে---অর্থাৎ, সম্মানিত পুণ্যবান ফিরিশ্তাগণের সাথী হবে। আর যে ক্বুরআন পাঠ করে কিন্তু কষ্টের সাথে (আটকে আটকে) পাঠ করে তার জন্য ডবল সওয়াব রয়েছে।" *(বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ১৮৯৮নং)*

ফিরিশ্‌তাগণকে অন্য এক আয়াতে 'মুত্বাহহার' বা পবিত্র বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (٧٩)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৭৮-৭৯)*

ফিরিশ্‌তাবর্গের লজ্জাশীলতা

ফিরিশ্‌তাগণের একটি সদ্‌গুণ লজ্জাশীলতা।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাসায় শুয়ে ছিলেন। তাঁর পায়ের রলা বা উরু থেকে কাপড় সরে ছিল। ইতিমধ্যে আবূ বাক্‌র ؓ প্রবেশ-অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি একই অবস্থায় থেকে তাঁর সাথে কথা বললেন।

অতঃপর উমার ؓ প্রবেশ-অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি একই অবস্থায় থেকে তাঁর সাথে কথা বললেন।

অতঃপর উষমান ؓ প্রবেশ-অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি নিজের কাপড় সোজা ক'রে উঠে বসলেন। সুতরাং তিনি প্রবেশ ক'রে তাঁর সাথে কথা বললেন।

অতঃপর তিনি যখন বের হয়ে চলে গেলেন, তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী ﷺ-কে বললেন, 'আবূ বাক্‌র প্রবেশ করলেন, তখন আপনি নড়া-সরা করলেন না এবং তাকে কোন গুরুত্বই দিলেন না, উমার প্রবেশ করলেন, তখনও আপনি নড়া-সরা করলেন না এবং তাকে কোন গুরুত্বই দিলেন না। কিন্তু উষমান প্রবেশ করলেন, তখন আপনি উঠে বসলেন ও কাপড় সোজা করলেন (কী ব্যাপার)?'

মহানবী ﷺ বললেন,

« أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ ».

অর্থাৎ, আমি কি সেই ব্যক্তির কাছে লজ্জাবোধ করব না, যে ব্যক্তির কাছে ফিরিশ্‌তা লজ্জাবোধ করেন।" *(মুসলিম ৬৩৬২নং)*

তাঁদের ক্ষমতা

তাঁদের আকৃতি ধারণের ক্ষমতা

মহান আল্লাহ তাঁদের এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি ধারণ করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা দেখা দিতে পারেন। সুতরাং তিনি জিবরীল ؑ-কে প্রেরণ করেছিলেন মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম)এর প্রতি। তিনি মানুষের রূপ ধারণ ক'রে তাঁর কাছে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً (١٦) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً (١٧) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِيّاً (١٨) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً}

(١٩) سورة مريم

অর্থাৎ, (হে রসূল!) তুমি এই কিতাবে (উল্লিখিত) মারয়্যামের কথা বর্ণনা কর; যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের হতে সে নিজেকে পর্দা করল; অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহ (জিব্রাঈল)কে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারয়্যাম বলল, 'আমি তোমা হতে পরম করুণাময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি; তুমি যদি সংযমশীল হও (তাহলে আমার নিকট থেকে সরে যাও)।' সে বলল, 'আমি তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত (দূত) মাত্র; তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য (আমি প্রেরিত)।' (মারয়্যাম ঃ ১৬-১৯)

যেমন ইব্রাহীম ﷺ-এর কাছে ফিরিশ্‌তা এসেছিলেন মানুষের বেশ ধারণ করে। তিনি বুঝতেও পারেননি যে, তাঁরা আসলে ফিরিশ্‌তা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ} (٧٠) هود

অর্থাৎ, আর আমার প্রেরিত ফিরিশ্তারা ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন ক'রে বলল, 'সালাম।' ইব্রাহীমও (উত্তরে) বলল, 'সালাম।' অতঃপর অনতিবিলম্বে একটা ভুনা বাছুর নিয়ে এল। কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল এবং মনে মনে তাদের ব্যাপারে শঙ্কিত হল; (এ দেখে) তারা বলল, 'তুমি ভয় করবে না, আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' *(হূদঃ ৬৯-৭০)*

যেমন লূত ﷺ-এর কাছে ফিরিশ্‌তা এসেছিলেন সুদর্শন যুবকদলের রূপ ধারণ করে। যেহেতু তাঁর সম্প্রদায় ছিল সমকামিতায় অভ্যাসী। তাই আল্লাহর হুজ্জত কায়েম করার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ তাঁরা ঐ বেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي

هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٧٩) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} (٨٣)

অর্থাৎ, আর যখন আমার ফিরিশ্তারা লূতের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তাদের ব্যাপারে চিন্তান্বিত হল এবং তাদের কারণে তার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর বলল, 'আজকের দিনটি অতি কঠিন।' আর তার সম্প্রদায় তার কাছে ছুটে এল এবং তারা পূর্ব হতে কুকর্ম করেই আসছিল; লূত বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! (তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতম। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের ব্যাপারে লাঞ্ছিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভালো মানুষ নেই?' তারা বলল, 'তুমি নিশ্চয় জানো যে, তোমার এই কন্যাগুলিতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জানো।' সে বলল, 'হায়! যদি তোমাদের উপর আমার শক্তি থাকত, অথবা আমি কোন দৃঢ় স্তম্ভের (শক্তিশালী দলের) আশ্রয় নিতে পারতাম।' তারা বলল, 'হে লূত! আমরা তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত (ফিরিশ্তা), ওরা কখনই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। অতএব তুমি রাত্রির কোন এক ভাগে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে (অন্যত্র) চলে যাও। তোমাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে, কিন্তু তোমার স্ত্রী নয়, তার উপরেও ঐ (আযাব) আসবে, যা অন্যান্যদের উপরে আসবে। তাদের (শাস্তির) নির্ধারিত সময় হল প্রভাতকাল; প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?' অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি ঐ ভূ-খন্ডের উপরিভাগকে নীচে ক'রে দিলাম এবং তার উপর ক্রমাগত ঝামা পাথর বর্ষণ করলাম। যা বিশেষরূপে

চিহ্নিত করা ছিল তোমার প্রতিপালকের নিকট; আর ঐ (জনপদ)গুলি এই যালেমদের নিকট হতে বেশী দূরে নয়। (হূদঃ ৭৭-৮৩)

আমাদের মহানবী ﷺ-এর কাছে জিবরীল ﷵ দিহ্য়্যাহ কালবীর রূপ ধারণ ক'রে আসতেন। কখনও আসতেন অজ্ঞাত-পরিচয় বেদুঈনের রূপ ধারণ ক'রে। আম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এলে সাহাবাগণ তাঁকে ঐ আকৃতিতে দর্শন করতেন।

উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷛ বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বসে ছিলাম। হঠাৎ একটি লোক আমাদের কাছে এল। তার পরনে ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল কুচকুচে কাল ছিল। (বাহ্যতঃ) সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনছিল না। শেষ পর্যন্ত সে নবী ﷺ-এর কাছে বসল; তার দুই হাঁটু তাঁর (নবীর) হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে রেখে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।'

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং কা'বা ঘরের হজ্জ্ব করবে; যদি সেখানে যাবার সঙ্গতি রাখ।"

সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক বলে সমর্থনও করছে! সে (আবার) বলল, 'আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।'

তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলসমূহ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।"

সে বলল, 'আপনি যথার্থ বলেছেন।' সে (তৃতীয়) প্রশ্ন করল, 'আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন!

তিনি বললেন, "ইহসান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে; যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।"

সে (পুনরায়) বলল, 'আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলুন (সে দিন কবে সংঘটিত হবে?)'

তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসকের চেয়ে বেশী অবহিত নয়। (অর্থাৎ কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন আমাদের দু'জনেরই অজানা)।"

সে বলল, '(তাহলে) আপনি ওর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন।'

তিনি বললেন, "(ওর কিছু নিদর্শন হল এই যে,) কৃতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী এত বেশী হবে যে, যুদ্ধ বন্দিনী ক্রীতদাসী তার মনিবের কন্যা প্রসব করবে)। আর তুমি নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণের কাজে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে।"

অতঃপর সে (আগন্তুক প্রশ্নকারী) চলে গেল। (উমার ﷛ বলেন,) 'আমি অনেকক্ষণ রসূল ﷺ-এর খিদমতে থাকলাম।' পুনরায় তিনি বললেন "হে উমার! তুমি কি জান যে, প্রশ্নকারী কে ছিল?" আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন।' তিনি বললেন,

« فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ».

"ইনি জিব্রাঈল ছিলেন, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখানোর জন্য এসেছিলেন।" *(বুখারী ৫০, মুসলিম ১০২নং)*

একদা মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে দিহ্য়্যাহর সুদর্শন রূপে দর্শন করেছেন। যখন তিনি নবী ﷺ-এর মাধ্যমে আয়েশাকে সালাম দিয়েছিলেন। *(আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ১১১১নং)*

অন্য এক হাদীসে আছে, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পূর্বে (বনী ইস্রাইলের যুগে) একটি লোক ছিল; যে ৯৯টি মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর লোকদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাকে একটি খ্রিস্টান সন্নাসীর কথা বলা হল। সে তার কাছে এসে বলল, 'সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন কি তার তওবার কোন সুযোগ আছে?' সে বলল, 'না।' সুতরাং সে (ক্রোধান্বিত হয়ে) তাকেও হত্যা ক'রে একশত পূরণ ক'রে দিল। পুনরায় সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এবারও তাকে এক আলেমের খোঁজ দেওয়া হল। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? সে বলল, 'হ্যাঁ আছে! তার ও তওবার মধ্যে

কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশ চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার নিজ দেশে ফিরে যেও না। কেননা, ও দেশ পাপের দেশ।' সুতরাং সে ব্যক্তি ঐ দেশ অভিমুখে যেতে আরম্ভ করল। যখন সে মধ্য রাস্তায় পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু এসে গেল। (তার দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা বের করার জন্য) রহমত ও আযাবের উভয় প্রকার ফিরিশ্তা উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। রহমতের ফিরিশ্তাগণ বললেন, 'এই ব্যক্তি তওবা ক'রে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে তার আগমন ঘটেছে।' আর আযাবের ফিরিশ্তারা বললেন, 'এ এখনো ভাল কাজ করেনি (এই জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত)।' এমতাবস্থায় একজন ফিরিশ্তা মানুষের রূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাগণ তাঁকে সালিস মানলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, 'তোমরা দু' দেশের দূরত্ব মেপে দেখ। (অর্থাৎ এ যে এলাকা থেকে এসেছে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার দূরত্ব) এই দুয়ের মধ্যে সে যার দিকে বেশী নিকটবর্তী হবে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে।' অতএব তাঁরা দূরত্ব মাপলেন এবং যে দেশে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেই (ভালো) দেশকে বেশী নিকটবর্তী পেলেন। সুতরাং রহমতের ফিরিশ্তাগণ তার জান কবয করলেন।" *(বুখারী, মুসলিম ৭১৮৪নং)*

আরো এক হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন যে, "বানী ইস্রাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ধবল-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। ফলে তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্তা পাঠালেন। ফিরিশ্তা (প্রথমে) ধবল-কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম বস্তু কী?' সে বলল, 'সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর আমার নিকট থেকে এই রোগ দূরীভূত হোক---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করে।' অতঃপর তিনি তার দেহে হাত ফিরালেন, যার ফলে (আল্লাহর আদেশে) তার ঘৃণিত রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেওয়া হল। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম ধন কী?' সে বলল, 'উট অথবা গাভী।' (এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ।) সুতরাং তাকে দশ মাসের গাভিন একটি উটনী দেওয়া

হল। তারপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে এতে বর্কত (প্রাচুর্য) দান করুন।'

অতঃপর তিনি টেকোর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম জিনিস কী?' সে বলল, 'সুন্দর কেশ এবং এই রোগ দূরীভূত হওয়া---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করে।' অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত ফিরালেন, যার ফলে তার (সেই রোগ) দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর কেশ দান করা হল। (অতঃপর) তিনি বললেন, 'তোমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ধন কোন্‌টা?' সে বলল, 'গাভী।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন গাই দেওয়া হল এবং তিনি বললেন, 'আল্লাহ এতে তোমার জন্য বর্কত দান করুন।'

অতঃপর তিনি অন্ধের কাছে এলেন এবং বললেন, 'তোমার নিকটে প্রিয়তম বস্তু কী?' সে বলল, 'এই যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন যার দ্বারা আমি লোকেদেরকে দেখতে পাই।' সুতরাং তিনি তার চোখে হাত ফিরালেন। ফলে আল্লাহ তাকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশ্তা বললেন, 'তুমি কোন্‌ ধন সবচেয়ে পছন্দ কর?' সে বলল, 'ছাগল।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন ছাগল দেওয়া হল।

অতঃপর ঐ দু'জনের (কুষ্ঠরোগী ও টেকোর) পশু (উটনী ও গাভীর) পাল বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এই অন্ধেরও ছাগলটিও বাচ্চা প্রসব করল। ফলে এর এক উপত্যকা ভরতি উট, এর এক উপত্যকা ভরতি গরু এবং এর এক উপত্যকা ভরতি ছাগল হয়ে গেল।

পুনরায় ফিরিশ্তা (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বের চেহারা ও আকৃতিতে) কুষ্ঠরোগীর কাছে এলেন এবং বললেন, 'আমি মিসকীন মানুষ, সফরে আমার সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার কোন উপায় নেই। সেজন্য আমি ঐ সত্তার নামে তোমার কাছে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক দান করেছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে উত্তর দিল যে, '(আমার দায়িত্বে আগে থেকেই) বহু অধিকার ও দাবি রয়েছে।'

(এ কথা শুনে) ফিরিশ্তা বললেন, 'তোমাকে আমার চেনা মনে হচ্ছে। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধন প্রদান করেছেন?' সে বলল, 'এ ধন তো

আমি পিতা ও পিতামহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।’ ফিরিশ্তা বললেন, ‘যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!’

অতঃপর তিনি তার পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে টেকোর কাছে এলেন এবং তাকেও সে কথা বললেন, যে কথা কুষ্ঠরোগীকে বলেছিলেন। আর টেকোও সেই জবাব দিল, যে জবাব কুষ্ঠরোগী দিয়েছিল। সে জন্য ফিরিশ্তা তাকেও বললেন যে, ‘যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!’

পুনরায় তিনি তাঁর পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে অন্ধের নিকট এসে বললেন যে, আমি একজন মিসকীন ও মুসাফির মানুষ, সফরের যাবতীয় পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার আর কোন উপায় নেই। সুতরাং আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।’ সে বলল, ‘নিঃসন্দেহে আমি অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। (আর এই ছাগলও তাঁরই দান।) অতএব তুমি ছাগলের পাল থেকে যা ইচ্ছা নাও ও যা ইচ্ছা ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! আজ তুমি আল্লাহ আয্যা অজাল্লার জন্য যা নেবে, সে ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন কষ্ট বা বাধা দেব না।’ এ কথা শুনে ফিরিশ্তা বললেন, ‘তুমি তোমার মাল তোমার কাছে রাখ। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হল (যাতে তুমি কৃতকার্য হলে)। ফলে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।” *(বুখারী ৩৪৬৪, মুসলিম ৭৬২০নং)*

তাঁদের গতির তীব্র দ্রুততা

মানুষ জানে সবচেয়ে দ্রুত গতি হল আলোর; প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। কিন্তু ফিরিশ্‌তার গতি তার চাইতেও অনেক বেশি, যা মানুষের পরিমাপ ও অনুমানের বাইরে।

মহাশূন্যে গ্রহ-নক্ষত্ররাজি আছে প্রথম আসমানের নিচে। তার উপরে সাতটি আসমান। তার উপরে কুরসী ও আরশ। বলা হয়, নিচের আসমানে কিছু নক্ষত্র আছে, যাতে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে যদি কোন আলোর গতির সমান

দ্রুতগতির যান ব্যবহার করা হয়, তাহলেও সেখানে পৌঁছতে কোটি-কোটি আলোক বছর লেগে যাবে! আল্লাহু আকবার!!

কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি উপর থেকে জিবরীল নিমেষে অহী নিয়ে অবতরণ করতেন। প্রশ্নকারী নিজের প্রশ্ন শেষ করতে-না করতেই তিনি মহান আল্লাহর নিকট থেকে তার জবাব নিয়ে মহানবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হতেন!

অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ যে আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টির সকল রহস্য সম্বন্ধে কি মানুষ অবগত হতে পারে?

তাঁদের ইল্‌ম

ফিরিশ্‌তার নিকট আছে পর্যাপ্ত ইল্‌ম। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু বস্তু চেনার ক্ষমতা তাঁদের নেই, যেমন মানুষের আছে। সৃষ্টির গোড়াতেই তেমনই আভাষ পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } (٣٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে-সকল ফিরিশ্তাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, ‘এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ তারা বলল, ‘আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো অন্য কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।’ *(বাক্বারাহঃ ৩১-৩২)*

বলা বাহুল্য, মানুষের ক্ষমতায় আছে বস্তুসমূহের পরিচিতি-জ্ঞান লাভ করা এবং বিশ্বের নানা বস্তুর সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটন করা। অবশ্য ফিরিশ্‌তাবর্গ সে সব জ্ঞান সরাসরি মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে অর্জন করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যা জানেন, তার তুলনায় মানুষের জ্ঞান সীমিত।

তাঁদের ইল্‌মের মধ্যে অন্যতম ইল্‌ম হল লেখা বা লিপিবদ্ধ করা। অবশ্য সে লেখা ও লিপির ধরন একমাত্র আল্লাহই জানেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} (١٢)

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের উপর (নিযুক্ত আছে) সংরক্ষকগণ; সম্মানিত (আমল) লেখকবর্গ (ফিরিশ্তা); তারা জানে, যা তোমরা ক'রে থাক। *(ইনফিত্বার ঃ ১০-১২)*

নৈকট্যপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ ফিরিশ্তা-সভায় বাদানুবাদ

মহান আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ ফিরিশ্তা-সভায় কখনো কখনো বাদানুবাদ হয়। মহান আল্লাহর অহী ও অধ্যাদেশের অনেক অজানা বিষয় নিয়ে কথোপকথন হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আজ রাত্রে স্বপ্নে আমার রব তাবারাকা অতাআলা সুন্দর আকৃতিতে আমার কাছে এসে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জানো, সর্বোচ্চ ফিরিশ্তা-সভা কী বিষয়ে বাদানুবাদ করে?' আমি বললাম, 'না।' অতঃপর তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মাঝে রাখলেন। এমনকি আমি আমার বক্ষস্থলে তার শীতলতা অনুভব করলাম। সুতরাং (তার ফলে) আমি জানতে পারলাম আসমানে যা আছে এবং যমীনে যা আছে। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জানো, সর্বোচ্চ ফিরিশ্তা-সভা কী বিষয়ে বাদানুবাদ করে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। কাফ্ফারা (পাপের প্রায়শ্চিত্ত) ও মর্যাদাসমূহের ব্যাপারে।

কাফ্ফারা হল, নামায আদায়ের পর মসজিদে অবস্থান করা, জামাআতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টের সময় পূর্ণরূপে উযূ করা।

আর মর্যাদাসমূহ হল, সালাম প্রচার করা, অন্নদান করা এবং রাতে লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামায পড়া।

তিনি বললেন, 'সত্য বলেছ। যে এগুলি পালন করবে, সে কল্যাণের সাথে জীবন-যাপন করবে, কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং সে সেদিনকার মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।---' *(তিরমিযী ৩২৩৩-৩২৩৫নং)*

প্রকাশ থাকে যে, এটা স্বপ্নের কথা, জাগ্রতাবস্থার নয়। আরো প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীসে উল্লিখিত বাদানুবাদ ও নিম্নে উল্লিখিত কুরআনী আয়াতের বাদানুবাদ এক নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ} (٧٠)

অর্থাৎ, (বল,) ঊর্ধ্বলোকে ফিরিশ্তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। আমার নিকট তো ওহী (প্রত্যাদেশ) এসেছে যে, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।' (স্বাদ ঃ ৬৯-৭০)

যেহেতু হাদীসে উল্লিখিত বাদানুবাদ হাদীসেই মহানবী ﷺ বয়ান করে দিয়েছেন। আর কুরআনে উল্লিখিত বাদানুবাদ বয়ান করে দিয়েছে তার পরবর্তী আয়াতসমূহ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (٧١) سورة ص

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। (স্বাদ ঃ ৭১)

অতঃপর আদমকে সিজদা করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ ও ইবলীসের মাঝে যে বাদানুবাদ হয়েছিল তার ঘটনা। *(তফসীর ইবনে কাষীর ৬/৭৩-৭৪)*

ফিরিশ্তাবর্গ নিজ নিজ দায়িত্বে কর্তব্যনিষ্ঠ

ফিরিশ্তাবর্গ নিজ নিজ ইবাদতে কর্তব্যপরায়ণ। তাঁদের মাঝে আছে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। মহানবী ﷺ আমাদের ইবাদতে তাঁদের অনুকরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

« أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ».

"তোমরা প্রতিপালকের সামনে ফিরিশ্তাবর্গের কাতার বাঁধার মতো কাতার বেঁধে দাঁড়াবে না কি?"

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্তাবর্গ তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কীরূপে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।' তিনি বললেন,

« يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ ».

"প্রথমকার কাতারসমূহ পূর্ণ করেন এবং ঘন হয়ে জমে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।" *(মুসলিম ৪৩০, আবূ দাঊদ ৬৬১, মিশকাত ১০৯১নং)*

অনুরূপভাবে কিয়ামতে তাঁরা আসবেন দলে দলে কাতার বেঁধে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (٢٢)

অর্থাৎ, না এটা সঙ্গত নয়! পৃথিবীকে যখন ভেঙ্গে পূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন আর সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণও (সমুপস্থিত হবে)। (ফাজর ঃ ২১-২২)

অতঃপর মহান আল্লাহর সামনে তাঁরা কাতার বেঁধে দাঁড়াবেন। তিনি বলেছেন,

{يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا}

অর্থাৎ, সেদিন রূহ (জিব্রাঈল) ও ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে। (নাবা ঃ ৩৮)

তাঁদের কর্তব্যপালনে সুষ্ঠুতা ও সূক্ষ্মতা লক্ষণীয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ ».

“আমি জান্নাতের নিকট এসে তার দরজা খুলতে বলব। দারোয়ান ফিরিশ্‌তা বলবেন, ‘কে আপনি?’ আমি বলব, ‘মুহাম্মাদ।’ দারোয়ান বলবেন, ‘আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য দরজা না খুলি।” *(আহমাদ ১২৩৯৭, মুসলিম ৫০৭নং)*

ফিরিশ্‌তাবর্গের কর্তব্যপরায়ণতায় একই ধরনের সুষ্ঠুতা ও সূক্ষ্মতা পরিলক্ষিত হয় মি’রাজের ঘটনায়। যখনই জিবরীল عليه السلام প্রত্যেক আসমানের দরজা খুলে দেওয়ার আদেশ করবেন, তখন দারোয়ান ফিরিশ্‌তা তাঁকে একই শ্রেণীর প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

ফিরিশ্‌তাগণ নিষ্পাপ

ফিরিশ্‌তাগণ নবীগণের মতো নিষ্পাপ। কোন ফিরিশ্‌তার মধ্যেই অবাধ্যতা ও পাপাচারিতা নেই।

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন, তাঁরা অবাধ্য নন।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) التحريم

“হে মু’মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে।” (তাহরীম ঃ ৬)

তিনি বলেছেন, তাঁরা কাতার বেঁধে তাঁর মহিমা ঘোষণা করেন।

{وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (١٦٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ} (١٦٦) سورة الصافات

“(জিব্রাইল বলেছিল), আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে; আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।” (স্বাফ্‌ফাত ঃ ১৬৪-১৬৬)

তিনি বলেছেন, তাঁরা অবিরাম তাঁর উপাসনা করেন।

{وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ} (١٩) سورة الأنبياء

“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই মালিকানাধীন; আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা তাঁর উপাসনা করতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তি বোধও করে না।” (আম্বিয়া ঃ ১৯)

তিনি বলেছেন, তাঁরা পূত-পবিত্র।

{إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (٧٩)

“নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।” (ওয়াক্বিআহ ঃ ৭৭-৭৯)

তিনি বলেছেন, তাঁরা সম্মানিত ও পুণ্যবান।

{بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (١٦) سورة عبس

“(কুরআন) এমন লিপিকারদের হস্ত দ্বারা (লিপিবদ্ধ)। (যারা) সম্মানিত ও পুণ্যবান (ফিরিশ্তা)।” (আবাসা ঃ ১৫-১৬)

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনেকে ধারণা করে, ফিরিশ্‌তাও অবাধ্যতা ও পাপাচারিতার শিকার হতে পারেন। আর দলীল স্বরূপ তারা ইবলীস ও হারূত-মারূতের ঘটনা পেশ করে থাকে।

অথচ ইবলীস ফিরিশ্‌তার দলে শামিল থাকলেও আসলে সে ফিরিশ্‌তার জাতিভুক্ত ছিল না। সে ছিল জ্বিনজাতির অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا}

"(স্মরণ কর,) আমি যখন ফিরিশ্তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল; সে ছিল জ্বিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল; তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে; অথচ তারা তোমাদের শত্রু? সীমালংঘনকারীদের পরিবর্ত কত নিকৃষ্ট!" *(কাহফঃ ৫০)*

{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ} (١٢) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদাহ করলে না?' সে বলল, 'আমি তার (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং ওকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি দ্বারা।' *(আ'রাফঃ ১২)*

আর হারূত-মারূতের অবাধ্যতার ব্যাপারে যে গল্প প্রসিদ্ধ আছে, তা তাঁরা ফিরিশ্‌তার প্রকৃতি নিয়ে করেননি, মানুষের প্রকৃতি নিয়ে করেছিলেন। পরন্তু সে গল্প গল্পই। কোন সহীহ বর্ণনায় সে ঘটনার সত্যতা মেলে না।

সহীহ নয় কবি নজরুলের তাঁদের ব্যাপারে ঐ কাব্য-কাহিনী।

"বন্ধু একটা মজার গল্প শোনো,
একদা অপাপ ফেরেশ্‌তা সব স্বর্গ-সভায় কোনো
এই আলোচনা করিতে আছিল বিধির নিয়মে দুষি---
দিন রাত নাই এত পূজা করি , এত করে তাঁরে তুষি'
তবু তিনি যেন খুশী নন্--- তাঁর যত স্নেহ দয়া ঝরে
পাপ আসক্ত কাদা ও মাটির মানুষ জাতিরই পরে!

শুনিলেন সব অন্তর্যামী, হাসিয়া সবারে ক'ন---
'মলিন ধুলার সন্তান ওরা, বড় দুর্বল মন,
ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা--- নয়নে অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ!
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার!
প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ!'
দেবদূত সব বলে, 'প্রভু মোরা দেখিব কেমন ধরা,
কেমনে সেখানে ফুল ফোটে যার শিয়রে মৃত্যু জরা!'
কহিলেন বিভু--- 'তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে দুইজন,
যাক্ পৃথিবীতে, দেখুক কি ঘোর ধরণীর প্রলোভন!'
'হারুত' 'মারুত' ফেরেশ্‌তাদের গৌরব রবি-শশী,
ধরার ধূলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি।---
কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল দীঘিতে সাতশ' হয়েছে এক আকাশের চাঁদ!
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী,
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশী!
দুদিনে আতশী ফেরেশ্‌তা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরী-চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।
ঘাঘরী ঝলকি', গাগরী ছলকি' নাগরী 'জোহরা' যায়---
স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে, বিকাইল রাঙ্গা পায়!
অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের মার-ভীতি
মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুরি-খুনে তিতি'!
কোথা ভেসে গেল সংযম-বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভ'রে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ-পুষ্প পুটে।
বেহেশ্‌তে সব ফেরেশ্‌তাদের বিধাতা কহেন হাসি---
'হারুতে মারুতে কি করেছে দেখ ধরণী সর্বনাশী!'
নয়না এখানে যাদু জানে সখা, এক আঁখি-ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়!

সুন্দর বসুমতী
চির যৌবনা দেবতা ইহার শিব নয় --- কাম রতি!”

--- *সপ্তিতা ৭৫-৭৬ পৃঃ*

সত্যিই এটা একটা মজার গল্প। এটা কোন ইতিহাস বা বাস্তব ঘটনা নয়। উক্ত দুই ফিরিশ্‌তা দ্বারা মহান আল্লাহ বান্দাগণকে যাদুর ফিতনায় ফেলেছিলেন। আর তাঁদের ব্যাপারে সঠিকভাবে ততটুকুই জানা যায়, যতটুকু কুরআনের বর্ণনায় আছে।

মোটকথা, ফিরিশ্‌তাবর্গ সকলেই নিষ্পাপ। তাঁদের কারো মধ্যে কোন প্রকারের পাপ ও অবাধ্যাচরণ নেই। যেহেতু ঃ-

১। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে ‘বাধ্য’ ও ‘অনুগত’ বলে আখ্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٥٠) النحل

“আল্লাহকেই সিজদা করে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল জীব-জন্তু এবং ফিরিশ্তাগণও। আর তারা অহংকার করে না। তারা ভয় করে তাদের উপরে তাদের প্রতিপালককে এবং তারা তা করে, যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। *(নাহল ঃ ৪৯-৫০)*

{لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) سورة التحريم

“তারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে।” (তাহরীম ঃ ৬)

২। তাঁরা তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব করতে অহংকার প্রদর্শন করেন না এবং দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ} (٢٠) الأنبياء

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই মালিকানাধীন। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে, তারা তাঁর উপাসনা করতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তি বোধও করে না। তারা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না। (আম্বিয়া ঃ ১৯-২০)

৩। ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহর রসূল বা দূত। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا} (١) سورة فاطر

“সমস্ত প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই---যিনি ফিরিশ্তাদেরকে বাণীবাহক (দূত) করেন।” *(ফাত্বির ঃ ১)*

আর রসূলগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। *(আল-হাবাইক ২৫৩পৃঃ দ্রঃ)*

ফিরিশ্‌তাবর্গের ইবাদত

ফিরিশ্‌তাগণ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর আনুগত্যে রত থাকেন। তাঁদের অবাধ্যতা করার ক্ষমতাই নেই। যেহেতু তাঁদের মাঝে অবাধ্যতার প্রকৃতিই প্রক্ষিপ্ত হয়নি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) سورة التحريم

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। (তাহরীম ঃ ৬)

বলা বাহুল্য, তাঁদের অবাধ্যাচরণ না করা এবং আনুগত্য করা তাঁদের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে যৎ সামান্যও প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করতে হয় না। যেহেতু তাঁদের কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়লালসা নেই এবং তাঁদের পশ্চাতে শয়তানও নেই।

এই কারণেই অনেক উলামা বলেছেন, ‘ফিরিশ্‌তা ভারপ্রাপ্ত নন এবং তাঁরা কোন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও তিরস্কারের ধমকে শামিল নন।’ *(লাওয়ামিউল আনওয়ার ২/৪০৯)*

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ফিরিশ্‌তাবর্গ মানুষের মতো কোন শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত না হলেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য অবশ্যই ভারপ্রাপ্ত ও আদিষ্ট হয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٥٠) النحل

অর্থাৎ, তারা ভয় করে তাদের উপরে তাদের প্রতিপালককে এবং তারা তা করে, যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (নাহল ঃ ৫০)

সুতরাং তাঁরা আদৌ ভারপ্রাপ্ত নন---এ ধারণা ভ্রান্ত। বরং তাঁরা আল্লাহর ইবাদত ও আদেশ পালনের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত।

‘তারা ভয় করে তাদের উপরে তাদের প্রতিপালককে’ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁদের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে। আর ভয় হল এক প্রকার শরয়ী ভার; বরং এক প্রকার উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। যেমন মহান আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারে বলেছেন,

{وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ } (٢٨) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (আম্বিয়া ঃ ২৮)

ফিরিশ্‌তাবর্গের মর্যাদা

ফিরিশ্‌তাবর্গকে সবচেয়ে যে সুন্দর আখ্যায়নে আখ্যায়িত করা হয় তা হল, তাঁরা আল্লাহর দাস, বরং সম্মানিত দাস। তাঁরা মহান আল্লাহর দাস, তাঁর দাসত্ব করেন। তাঁরা মহান আল্লাহর বান্দা, তাঁর বন্দেগী করেন।

সুতরাং তাঁরা আল্লাহর কন্যা নন এবং কারো প্রভুও নন। যে কেউ এমন দাবী করে, তার দাবী মিথ্যা ও কাল্পনিক। মহান আল্লাহ সেই দাবীর খন্ডন ক’রে বলেছেন,

{وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} (٢٩) الأنبياء

অর্থাৎ, ওরা বলে, ‘পরম দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি পবিত্র মহান! বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত দাস। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না এবং তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে, ‘আমিই উপাস্য তিনি ব্যতীত’ তাকে আমি শাস্তি দিব জাহান্নামে; এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। *(আম্বিয়া ঃ ২৬-২৯)*

ফিরিশ্‌তামন্ডলী মহান আল্লাহর আজ্ঞাবহ দাস। তাঁদের মধ্যে দাসত্বের সকল গুণ বর্তমান আছে। তাঁরা নিজ নিজ কর্তব্যপালনে নিরত আছেন।

হুকুম তামীল করার জন্য সদা প্রস্তুত আছেন। মহান আল্লাহর ইল্‌ম তাঁদেরকে পরিবেষ্টন ক’রে আছে। তাঁরা তাঁর আদেশ লংঘন করতে পারেন না। তাঁর কোন নির্দেশের বিরোধিতা করতে পারেন না। তাঁরা সদা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর নির্দেশ লংঘন করবেন, তাহলে তাঁকে মহান আল্লাহ তাঁর বিদ্রোহের শাস্তি প্রদান করবেন।

ফিরিশ্‌তাবর্গের দাসত্বের পরিপূর্ণতার একটি আলামত এই যে, তাঁরা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলেন না, তাঁর কাছে কোন প্রস্তাব পেশ করেন না। তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা প্রতিবাদ করেন না। বরং তাঁরা তাঁর আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করেন এবং তাঁর হুকুম অবিলম্বে তামীল করেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, “তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না এবং তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে।” (ঐ ঃ ২৭)

তাঁরা কেবল তাই করেন যা করতে তাঁদেরকে আদেশ করা হয়। আল্লাহর আদেশই তাঁদেরকে সক্রিয় করে এবং তাঁর আদেশই তাঁদেরকে নিষ্ক্রিয় করে।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল ﵇-কে বললেন, ‘আপনি যে পরিমাণে আমাদের কাছে আসেন, তার চাইতে বেশি পরিমাণে আসেন না কেন?’ এর ফলে অবতীর্ণ হল,

{وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (٦٤) سورة مريم

অর্থাৎ, (জিব্রাঈল বলল,) ‘আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতিরেকে অবতরণ করি না; আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে ও এই দু-এর অন্তর্বর্তী যা আছে তা তাঁরই। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন।’ (মারয়্যাম ঃ ৬৪)

তাঁদের ইবাদতের কতিপয় নমুনা

ফিরিশ্‌তা আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দা। তাঁর আনুগত্যের ভারপ্রাপ্ত। তাঁরা তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য অতি সহজে পালন করেন। নিজেদের দায়িত্বভার অনায়াসে বহন করেন। এ স্থলে কুরআন ও হাদীস থেকে তাঁদের কতিপয় ইবাদতের নমুনা বিবৃত হল ঃ-

১। তাসবীহ

ফিরিশ্‌তাবর্গ মহান আল্লাহর যিক্‌র করেন। আর তাঁর বড় যিক্‌র হল তাসবীহ। আরশ-বাহক ফিরিশ্‌তা তাঁর তাসবীহ করেন। তিনি বলেছেন,

{وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٧٥) سورة الزمر

"তুমি ফিরিশ্তাদেরকে দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের চারিপাশ ঘিরে ওদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে; আর বলা হবে, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।" (যুমার ঃ ৭৫)

{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} (٧) سورة غافر

"যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।" (মু'মিন ঃ ৭)

{إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ}

"নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা অহংকারে তাঁর উপাসনায় বিমুখ হয় না। তারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট তারা সিজদাবনত হয়।" (আ'রাফ ঃ ২০৬)

{فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ}

"ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা তো দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করে না।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৮)

{وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (٥) سورة الشورى

"ফিরিশ্তা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর বাসিন্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (শূরা ঃ ৫)

{وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ} (١٣) سورة الرعد

"বজ্রধ্বনি ও ফিরিশ্তাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।" (রা'দ ঃ ১৩)

তাঁরা তাঁর তাসবীহ পাঠ করেন দিবারাত্রি নিরন্তর।

{يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} (٢٠) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তারা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না। (আম্বিয়া ঃ ১৯-২০)

তাঁরা এত বেশি তাসবীহ পাঠ করেন যে, তাঁরাই আসল তাসবীহ পাঠকারী রূপে পরিচিত। এতে তাঁদের গর্ব করাও সাজে,

{وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (١٦٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ } (١٦٦) الصافات

"আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।" (স্বাফ্‌ফাত ঃ ১৬৫-১৬৬)

তাঁরা তাঁর তাসবীহ পাঠ করেন, যেহেতু তাসবীহ হল সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। মহান আল্লাহর সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কথা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কথা হল ঃ 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ।' (মুসলিম ৭১০২নং)

কোন্ যিক্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ? এর উত্তরে তিনি বলেছেন,

«مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ».

"(মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম কথা হল,) যা তিনি নিজ ফিরিশ্‌তামন্ডলী অথবা নিজ বান্দাগণের জন্য নির্বাচিত করেছেন ঃ 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ।' (মুসলিম ৭১০১নং)

২। কাতার বাঁধা

তাঁরা সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করেন। ঘনভাবে কাতার বেঁধে দাঁড়ান প্রতিপালকের সামনে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ আমাদেরকে আমাদের নামাযের কাতারে তাঁদের অনুকরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

« أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ».

“তোমরা প্রতিপালকের সামনে ফিরিশ্তাবর্গের কাতার বাঁধার মতো কাতার বেঁধে দাঁড়াবে না কি?”

আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্তাবর্গ তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কীরূপে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।’ তিনি বললেন,

« يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ ».

“প্রথমকার কাতারসমূহ পূর্ণ করেন এবং ঘন হয়ে জমে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।” *(মুসলিম ৪৩০, আবূ দাঊদ ৬৬১, মিশকাত ১০৯১নং)*

কুরআনী বর্ণনায় তাঁরা নিজেরাই বলেছেন,

{وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ} (١٦٥) سورة الصافات

“আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।” (স্বাফ্‌ফাত ঃ ১৬৫)

এ অবস্থায় তাঁরা প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে কিয়াম করেন, রুকূ করেন ও সিজদা করেন। সাহাবী হাকীম বিন হিযাম ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণের মাঝে ছিলেন। অকস্মাৎ তিনি বলে উঠলেন, “তোমরা কি তা শুনতে পাচ্ছ, যা আমি শুনতে পাচ্ছি?” সকলে বলল, ‘আমরা তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।’ তিনি বললেন,

(إِنِّي لأَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ وما تُلاَمُ أن تَئِطَّ وما فيها موضعُ شِبْرٍ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكٌ ساجدٌ أَوْ قائِمٌ).

অর্থাৎ, আমি তো আকাশের কট্‌কট্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর এ শব্দ করায় তার দোষ নেই। তার মাঝে অর্ধ হাত পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যাতে কোন ফিরিশ্‌তা সিজদা অথবা কিয়াম অবস্থায় নেই। *(ত্বাবারানীর কাবীর ৩১২২, সিঃ সহীহাহ ৮৫২নং)*

৩। হজ্জ

ফিরিশ্‌তাবর্গের জন্য সপ্তম আসমানে কা’বা আছে, যেখানে তাঁরা হজ্জ করে থাকেন। মহান আল্লাহ তাঁদের সে কা’বার নাম দিয়েছেন ‘আল-বায়তুল মা’মূর’ এবং আল-কুরআনে তাঁর কসমও খেয়েছেন। (তূর ঃ ৪)

ইবনে কাষীর বলেছেন, ‘সহীহায়নে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসরার হাদীসে বলেছেন, “অতঃপর (সপ্তম আসমান অতিক্রম করার পর) আমার জন্য ‘বায়তে মা’মূর’ পেশ করা হল। আমি জানতে পারলাম, তাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন। অতঃপর তার প্রতি ফিরে আসার আর সুযোগ পান না। সেটাই তাঁদের সর্বশেষ প্রবেশ হয়।” *(বুখারী ৩২০৭, মুসলিম ৪৩৪নং)*

সে গৃহে তাঁরা ইবাদত করেন, তার তওয়াফ করেন; যেমন মুসলিমরা মক্কার কা’বাগৃহের তাওয়াফ করে।

ঊর্ধ্বলোকের কা’বার সাথে অধোলোকের কা’বার সুসাদৃশ আছে। তাইতো মহানবী ﷺ ইব্রাহীম ﷺ-কে ‘বায়তে মা’মূর’-এ পিঠ দ্বারা ঠেস লাগিয়ে বসতে দেখেছেন। কারণ তিনিই দুনিয়ার কা’বার নির্মাতা। যেহেতু প্রতিদান হয় কৃতকর্মের শ্রেণীভুক্ত।

বলা হয়, প্রত্যেক আসমানে একটি করে উপাসনালয় আছে। আসমানবাসী তাতে মহান আল্লাহর ইবাদত করে। প্রথম আসমানের উপাসনালয়ের নাম হল ‘বায়তুল ইয্‌যাহ’।

৪। মহান আল্লাহর ভীতি

ফিরিশ্‌তাগণ মহান আল্লাহকে ভয় করেন। আর ভয় একটি ইবাদত। যেহেতু তাঁরা তাঁকে বেশি চেনেন, তাই তাঁর প্রতি তাঁদের ভয় ও তা’যীম বেশি। তিনি তাঁদের ব্যাপারে বলেছেন,

{وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} (٢٨) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (আম্বিয়া ঃ ২৮)

{وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ} (١٣) سورة الرعد

অর্থাৎ, বজ্রধ্বনি ও ফিরিশ্তাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। (রা’দ ঃ ১৩)

তাঁদের ভীষণ আল্লাহ-ভীতির নমুনা পাওয়া যায় একটি হাদীসে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ যখন আসমানে কোন বিষয়ে ফায়সালা করেন, তখন ফিরিশ্তাগণ তাঁর কথায় বিনম্র হয়ে ডানা মারতে থাকেন। তাতে পাথরের উপর শিকলের আঘাত পড়ার মতো শব্দ হয়। তাঁরা ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েন। "পরিশেষে যখন ওদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয়, তখন ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী হুকুম করেছেন?' উত্তরে তারা বলেন, 'যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।' (সাবা' ঃ ২৩, বুখারী ৪৭০ ১নং)

জিব্রাঈল ﷺ-এর ভয়ের দশা দেখুন। মহানবী ﷺ বলেন, "ইসরার রাত্রে আমি ঊর্ধ্ব জগৎ পৌঁছলে জিবরীলকে দেখলাম, তিনি আল্লাহর ভয়ে পুরনো শতরঞ্চির মতো হয়ে আছেন।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪৬৭৯, সঃ জামে' ৫৮৬৪নং)*

ফিরিশ্তা ও মানুষ

প্রথমতঃ ফিরিশ্তা ও আদম

মানুষ সৃষ্টির হিকমত বিষয়ে তাঁদের প্রশ্ন ঃ

মহান আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন এবং ফিরিশ্তাবর্গের কাছে তা প্রকাশ করলেন, তখন তাঁরা তাঁর নিকট সে সৃষ্টির হিকমত জানতে চাইলেন। কারণ তাঁরা (জ্বিন জাতির আচরণে) জানতেন, মানুষও পৃথিবীর বুকে ফিতনা-ফাসাদ, খুনাখুনি-রক্তপাত, অবাধ্যাচরণ ও পাপ করবে। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে হিকমত জানিয়ে দিলেন। তিনি বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (٣٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি তা তোমরা জান না।' *(বাক্বারাহ ঃ ৩০)*

আদমকে তাঁদের সিজদা ঃ

মানুষের আদি-পিতা আদম সৃষ্টি হলে মহান সৃষ্টিকর্তা ফিরিশ্তাবর্গকে আদেশ করলেন, তাঁরা যেন আদমকে (তা'যীমী) সিজদা করে। তিনি বলেন,

{إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} (٧٢) سورة ص

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। সুতরাং যখন আমি ওকে সুঠাম করব এবং ওতে আমার রূহ (জীবন) সঞ্চার করব,তখন তোমরা ওর প্রতি সিজদার জন্য লুটিয়ে পড়ো।' (স্বাদ ঃ ৭১-৭২)

সুতরাং তাঁরা তাঁর আদেশ পালন ক'রে আদমকে সিজদা করেন। ইবলীস হিংসা ও অহংকারবশতঃ সে আদেশ অমান্য করে এবং তাঁকে সিজদা ক'রে সম্মান দিতে অস্বীকার করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ} (٧٤) سورة ص

অর্থাৎ, তখন ফিরিশ্তারা সকলেই সিজদা করল---ইবলীস ছাড়া, সে অহংকার করল এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল। *(স্বাদ ঃ ৭৩-৭৪)*

আদম ﷺ-কে ফিরিশ্তার নির্দেশনা ঃ

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ).

অর্থাৎ, আল্লাহ আদমকে তার আকারে সৃষ্টি করেছেন, যার দৈর্ঘ্য হল ষাট হাত। সুতরাং যখন তাঁকে সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, 'তুমি যাও এবং ঐ যে ফিরিশ্তামন্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কি জবাব দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো। কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি।'

সুতরাং তিনি (তাঁদের কাছে গিয়ে) বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম'। তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আসসালামু আলাইকা অরাহমাতুল্লাহ'। অতএব তাঁরা 'অরাহমাতুল্লাহ' শব্দটা বেশী বললেন। যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রত্যেকে হবে তাঁর আকারের (ষাট হাত)। তখন থেকে এ যাবৎ সৃষ্টি (মানুষের দৈর্ঘ্য) কম হয়ে আসছে।" *(বুখারী ৬২২৭, মুসলিম ৭৩৪২নং)*

আদম ﷺ-কে ফিরিশ্‌তার গোসল দান ঃ

আদম ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর সন্তানরা জানতেন না যে, তাঁর দেহ নিয়ে কী করবেন? ফিরিশ্‌তা তাঁদেরকে শিক্ষা দিলেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لَمَّا تُوُفِّيَ آدَمُ غَسَّلَتْهُ المَلاَئِكَةُ بِالمَاءِ وِتْراً وَأَلْحَدُوا لَهُ وَقَالُوا هذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ).

"যখন আদম মৃত্যুবরণ করলেন, তখন ফিরিশ্‌তা বেজোড় সংখ্যায় পানি দ্বারা তাঁর গোসল দিলেন এবং তাঁকে বগলী কবরে দাফন করা হল। আর বলা হল, এ হল আদমের সুন্নত তাঁর সন্তানদের মধ্যে।" *(হাকেম ৪০০৪, সঃ জামে' ৫২০৭নং)*

এ উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তিকে ফিরিশ্‌তা গোসল দান করেছেন। তিনি হলেন হানযালা বিন আবী আমের ﷺ। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবা ﷺ-কে খবর দেন যে, হানযালাকে ফিরিশ্‌তা গোসল দান করছেন। সাহাবাগণ তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'তিনি যখন যুদ্ধের আহবান শোনেন, তখন অপবিত্র অবস্থায় বের হয়ে যান।' এই থেকে তিনি 'গাসীলুল মালাইকাহ' বলে প্রসিদ্ধ।

ফিরিশ্‌তা ও আদম-সন্তান

ফিরিশ্‌তার সাথে আদম-সন্তানের সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা তাদের সাথে সাথে থাকেন। মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে সৃষ্টির সময় তার পরিচর্যা করেন। সারা জীবন নিরাপত্তা রক্ষীর মতো তার সাথের সাথী হয়ে থাকেন। তার সুন্দর জীবন-ব্যবস্থার জন্য আসমান থেকে অহী নিয়ে অবতরণ করেন। তার জীবনের ভালো-মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করেন। আর মরণের সময় তার জান কবজ করেন।

মানুষ জন্মের পশ্চাতে ফিরিশ্‌তার ভূমিকা

ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, যিনি সত্যবাদী ও যাঁর কথা সত্য বলে মানা হয় সেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, "তোমাদের এক জনের সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে। অতঃপর তা অনুরূপভাবে চল্লিশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডের রূপ নেয়। পুনরায় তদ্রূপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার নিকট ফিরিশ্তা পাঠানো হয়। সুতরাং তার মাঝে 'রূহ' স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লিখার আদেশ দেওয়া হয়; তার রুযী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ঠ না পুণ্যবান হবে তা লিখা হয়। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! (জন্মের পর) তোমাদের এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মতো কাজ-কর্ম করতে থাকে এবং তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থেকে যায়। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে এবং সে জাহান্নামীদের মতো আমল করতে লাগে; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের অন্য এক ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামীদের মতো আমল করে এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতীদের মতো ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করে; পরিণতিতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" *(বুখারী ৩২০৮, মুসলিম ৬৮-৯৩নং)*

আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ. قَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجَلُهُ. فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقُهُ. فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ... ».

"(মাতৃগর্ভে ভ্রূণ) বীর্য আকারে যখন বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তার প্রতি একটি ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি তার রূপদান করেন, তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চর্ম, মাংস ও অস্থি সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'হে প্রতিপালক! পুরুষ, নাকি স্ত্রী?' সুতরাং তোমার প্রতিপালক যা চান, ফায়সালা করেন এবং ফিরিশ্‌তা লিপিবদ্ধ করেন---।" *(মুসলিম ৬৮-৯৬নং)*

আনাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِىَ خَلْقًا قَالَ ـ قَالَ الْمَلَكُ أَىْ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى شَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِى بَطْنِ أُمِّهِ ».

“আল্লাহ গর্ভাশয়ে একজন ফিরিশ্‌তা নিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, ‘হে প্রতিপালক! বীর্য। হে প্রতিপালক! রক্তপিন্ড। হে প্রতিপালক! মাংসখন্ড।’ অতঃপর আল্লাহ যখন তার সৃষ্টির ফায়সালা করেন, তখন তিনি (ফিরিশ্‌তা) বলেন, ‘হে প্রতিপালক! পুরুষ, নাকি স্ত্রী? দুর্ভাগ্যবান, নাকি সৌভাগ্যবান? রুযী কী? বয়স কত?’ সুতরাং তা তার মায়ের পেটে (থাকা অবস্থায়) লেখা হয়।” *(বুখারী ৬৫৯৫, মুসলিম ৬৯০০নং)*

ফিরিশ্‌তার আদম-সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ

মহান আল্লাহর বান্দার প্রতি একটি মহা অনুগ্রহ যে, তিনি ফিরিশ্‌তা দ্বারা তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি বলেছেন,

{سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (١٠) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ} (١١)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে গোপনে কথা বলে এবং যে তা প্রকাশ্যে বলে, যে রাত্রে আত্মগোপন করে এবং যে দিবসে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা (আল্লাহর জ্ঞানে) সবাই সমান। মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। *(রা’দঃ ১০-১১)*

কুরআনের ভাষ্যকার ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন, “একের পর এক প্রহরী’ হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ফিরিশ্‌তা। তাঁরা মানুষের সামনে ও পেছনে থেকে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অতঃপর যখন আল্লাহর সেই তকদীর এসে যায়, যা তার জীবনে ঘটবে, তখন তাঁরা তার নিকট থেকে সরে যান।”

মুজাহিদ বলেছেন, “এমন কোন বান্দা নেই, যার জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্‌তা নেই, যিনি তার ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তাকে (ক্ষতিকর) জ্বিন, মানুষ ও সরীসৃপ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। এর মধ্যে কিছু তার কাছে এলেই

ফিরিশ্‌তা তাকে বলেন, ‘পিছে হটো!’ কিন্তু আল্লাহর অনুমতি থাকলে সে তার ক্ষতি করে।”

এক ব্যক্তি আলী বিন আবী তালেব رضي الله عنه-কে বলল, ‘মুরাদ গোত্রের কিছু লোক আপনাকে হত্যা করতে চায়।’ তিনি বললেন, ‘প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু’জন ফিরিশ্‌তা থাকেন, তকদীরে না থাকলে তাঁরা তার হিফাযত করেন। অতঃপর তকদীর এসে গেলে তাঁরা তার ও তার তকদীরের নিকট থেকে সরে যান। মৃত্যুঘড়ি দুর্ভেদ্য ঢাল স্বরূপ।’ *(আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ১/৫৪)*

ফিরিশ্‌তা আম্বিয়ার প্রতি আল্লাহর দূত

মহান আল্লাহ কিছু ফিরিশ্‌তাকে তাঁর দূত হিসাবে মানুষের নিকট প্রেরণ করে থাকেন। তিনি বলেছেন,

{اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (٧٥) الحج

“আল্লাহ ফিরিশ্তাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক (দূত) এবং মানুষের মধ্য হতেও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (হাজ্জ ঃ ৭৫)

অহীবাহক হিসাবে ফিরিশ্‌তা জিবরীল عليه السلام প্রসিদ্ধ আছেন। তিনিই সাধারণতঃ মহান আল্লাহর নিকট থেকে অহী ও প্রত্যাদেশ নিয়ে নবীগণের প্রতি আগমন করতেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ } (٩٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, (হে নবী!) বল, ‘যে জিব্রাঈলের শত্রু হবে সে জেনে রাখুক, সে (জিব্রাঈল) তো আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দেয়, যা তার পূর্ববর্তী কিতাব (ধর্মগ্রন্থ)সমূহের সমর্থক এবং মু’মিনদের জন্য যা পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।’(বাক্বারাহ ঃ ৯৭)

{نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ} (١٩٤) الشعراء

“বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে, তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো।” (শুআ’রা ঃ ১৯৩- ১৯৪)

অবশ্য কখনো কখনো জিবরীল عليه السلام ছাড়া অন্য ফিরিশ্‌তাও অহী নিয়ে অবতরণ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, একদা জিবরীল ﵇ নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় উপর দিক হতে এক শব্দ শুনলেন। উপর দিকে মাথা তুলে তিনি বললেন, 'এ শব্দটি আসমানের এক দরজার শব্দ যা আজ খোলা হল; যা আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কক্ষনো খোলা হয়নি। ঐ দরজা দিয়ে এক ফিরিশ্তা অবতরণ করেন।' অতঃপর তিনি বললেন, "তিনি এমন এক ফিরিশ্তা যিনি (আজ) পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া ইতি পূর্বে কোনদিন তিনি অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, "(হে মুহাম্মাদ!) আপনি দুটি জ্যোতির সুসংবাদ নিন; যা আপনাকে দান করা হয়েছে এবং যা পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি; (তা হল,) সূরা ফাতেহা ও বাক্বারার শেষ (দুই) আয়াত। যখনই আপনি উভয়কে পাঠ করবেন, তখনই আপনাকে উভয়ের প্রত্যেক বাক্যের (প্রার্থিত বিষয় অথবা সওয়াব) প্রদান করা হবে।" *(মুসলিম ৮০৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أتاني مَلَكٌ فسلَّمَ عَلَيَّ نَزَلَ مِنَ السَّماءِ لم يَنْزِلْ قَبْلَها فَبَشَّرَني أنَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ سَيِّدا شَبابِ أهْلِ الجنَّةِ وأنَّ فاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِساءِ أهْلِ الجنَّةِ).

"আমার নিকট এক ফিরিশ্‌তা আসমান থেকে অবতরণ ক'রে আমাকে সালাম দিয়েছেন, যিনি ইতিপূর্বে কোনদিন অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার এবং ফাতেমা জান্নাতী মহিলাদের সর্দার।" *(ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ৭৯নং)*

যাঁর কাছে ফিরিশ্‌তা এসেছেন, তিনিই নবী নন

এ পৃথিবীর বুকে যাঁর কাছে কোন ফিরিশ্‌তা এসেছেন, তিনিই নবী বা রসূল হবেন---এমন নাও হতে পারে। মহান আল্লাহ মারয়্যামের কাছে জিবরীল ﵇-কে পাঠিয়েছিলেন, অথচ তিনি নবী নন। উম্মে ইসমাঈলের নিকট যখন খানা-পানি শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি জিবরীল ﵇-কে তাঁর নিকট পাঠিয়েছিলেন, অথচ তিনি নবী নন।

সাহাবা ﵃ জিবরীল ﵇-কে বেদুঈনের বেশে দর্শন করেছেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক ফিরিশ্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকলেন। যখন সে তাঁর কাছে

পৌঁছল, তখন তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে বলল, 'এ লোকালয়ে আমার এক ভাই আছে, আমি তার কাছে যাচ্ছি।' ফিরিশ্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ?' সে বলল, 'না, আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি।' ফিরিশ্তা বললেন, '(তাহলে শোনো) আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে (এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালোবাসেন; যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাস।" *(মুসলিম ৬৭১৪নং)*

রাসূল ﷺ-এর নিকট অহী আসত কীভাবে?

একদা মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নিকট কীভাবে অহী আসে?' উত্তরে তিনি বললেন, "কখনো ঘন্টির শব্দের মতো আসে। আর সেটা আমার জন্য বড় কঠিন হয়। অতঃপর সেই অবস্থা দূর হয় আর আমি তা স্মৃতিস্থ করে নিই, যা ফিরিশ্‌তা বলেন। কখনো ফিরিশ্‌তা পুরুষের বেশে এসে আমার সাথে কথা বলেন। তখন তিনি যা বলেন, আমি তা স্মৃতিস্থ করে নিই। (বুখারী ২নং)

জিবরীল ﵇ কখনো মহানবী ﷺ-এর নিকট ফিরিশ্‌তা বেশে উপস্থিত হতেন। আর এ অবস্থা তার উপর বড় কঠিন হতো।

কখনো তিনি মানুষের বেশে উপস্থিত হতেন। আর সেটা মহানবী ﷺ-এর জন্য হাল্কা হতো।

মহানবী ﷺ জিবরীল ﵇-কে তাঁর সৃষ্টিগত আকৃতিতে দুইবার দর্শন করেছেন।

প্রথমবার ঃ নবুঅত-প্রাপ্তির তিন বছর পর। মহানবী ﷺ বলেছেন, "একদা আমি পথ চলছিলাম। এমতাবস্থায় আমি আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনি। মাথা তুলে দেখতেই সেই ফিরিশ্‌তাকে দেখতে পেলাম, যিনি হিরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। আমি আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম এবং বললাম, আমাকে কাপড় ঢাকা দাও।" (বুখারী ৪নং)

দ্বিতীয়বার ঃ মি'রাজের রাত্রে সিদরাতুল মুন্‌তাহার কাছে।

উক্ত দুই দর্শনের কথা মহান আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

{عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} (١٧) النجم

“তাকে শিক্ষা দান করে চরম শক্তিশালী, (ফিরিশ্তা জিব্রাঈল)। প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে (জিব্রাঈল নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে। অতঃপর সে তার (রসূল)এর নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন। যা সে দেখেছে, তার হৃদয় তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা’ওয়া) বাসোদ্যান। যখন (বদরী) বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা আচ্ছাদিত করল, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।” *(নাজ্‌মঃ ৫-১৭)*

জিবরীল ﵇-এর দায়িত্ব কেবল অহী পৌঁছানোই ছিল না

জিবরীল ﵇-এর দায়িত্ব কেবল মহান আল্লাহর নিকট থেকে অহী পৌঁছানোই ছিল না। বরং তিনি অন্য কাজের জন্যও পৃথিবীর বুকে অবতরণ করতেন।

তিনি কুরআন পুনরাবৃত্তির জন্য অবতরণ করতেনঃ

ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর মাহে রমযানে যখন জিব্রাঈল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরো বেশী বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। জিব্রাঈল মাহে রমযানের প্রত্যেক রজনীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর কাছে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্রাঈলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অবশ্যই কল্যাণবহ মুক্ত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।’ *(বুখারী ৬, মুসলিম ৬১৪৯নং)*

তিনি নামায শিখানো ও তার সময় জানানোর জন্য অবতরণ করেছেনঃ

নবী ﷺ বলেন, “কা’বাগৃহের নিকট জিবরীল (আঃ) আমার দু’বার ইমামতি করেন; প্রথমবারে তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের নামায তখন পড়লেন, যখন সূর্য ঢলে গিয়ে তার ছায়া জুতোর ফিতের মত (সামান্য) হয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছিল। অতঃপর আমাকে নিয়ে মাগরেবের নামায পড়লেন তখন, যখন রোযাদার ইফতার করে ফেলেছিল। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে।) অতঃপর এশার নামায তখন পড়লেন, যখন (সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের অস্তরাগ) লাল আভা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আর আমাকে নিয়ে ফজরের নামায তখন পড়লেন, যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের নামায তখন পড়লেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছিল। আসরের নামাযে আমার ইমামতি তখন করলেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়েছিল। অতঃপর আমাকে নিয়ে মাগরেবের নামায তখন পড়লেন, যখন রোযাদার ইফতার করে ফেলেছিল। অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হলে তিনি এশার নামায পড়লেন। আর আমাকে নিয়ে ফজরের নামায তখন পড়লেন, যখন (ভোর) ফর্সা হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! এ হল আপনার পূর্বে সকল নবীগণের অক্ত। আর এই দুই অক্তের মধ্যবর্তী অক্তই হল নামাযের অক্ত।’ *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ৫৮৩নং)*

তিনি মহানবী ﷺ-কে ঝাড়ফুঁক করার জন্য অবতরণ করেছেনঃ

আবূ সাঈদ ﵁ বলেন, জিবরীল নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ জিবরীল বললেন,

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

“আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ

তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি।”
(মুসলিম ৫৮-২৯, তিরমিযী ৯৭২নং)

তাঁর অন্যান্য কর্ম ঃ

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে ইসরা ও মি’রাজে গেছেন, বদর ও খন্দক যুদ্ধে শরীক হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

ফিরিশ্‌তা নবী-রসূল হয়ে প্রেরিত হলেন না কেন?

মহান প্রতিপালক মানুষকে তাঁর ইবাদত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মানুষই পাঠিয়েছেন, কোন ফিরিশ্‌তা পাঠাননি। যেহেতু মানুষের প্রকৃতির সাথে ফিরিশ্‌তার প্রকৃতির মিল নেই। ফিরিশ্‌তার সাথে আদান-প্রদান ইত্যাদি সহজ নয়। এই জন্য জিবরীল নিজের আসল রূপে এলে তিনি কষ্ট পেতেন, ভয় পেতেন।

সুতরাং প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, প্রবৃত্তিও পৃথক পৃথক, তাই সৃষ্টিকর্তা মানুষকেই স্বজাতি মানুষের প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীর বাসিন্দা যদি ফিরিশ্‌তা হতেন, তাহলে ফিরিশ্‌তাকে নবী বানিয়ে পাঠানো হতো। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَّسُولاً (٩٤) قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً} (٩٥) سورة الإسراء

অর্থাৎ, যখন মানুষের নিকট পথ-নির্দেশ এল তখন তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন হতে এই উক্তিই বিরত রাখল যে, ‘আল্লাহ কি একজন মানুষকে রসূল ক’রে পাঠিয়েছেন?’ বল, ‘ফিরিশ্তারা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত, তাহলে অবশ্যই আমি আকাশ হতে ফিরিশ্তাকেই তাদের নিকট রসূল ক’রে পাঠাতাম। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৯৪-৯৫)

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, মহান আল্লাহ সমগ্র মানব জাতির জন্য ফিরিশ্‌তাকেই নবীরূপে পাঠাতেন, তাহলেও তিনি তাঁকে ফিরিশ্‌তারূপে না পাঠিয়ে মানুষের রূপে পাঠাতেন। যাতে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি সহজ হতো। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ} (٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তারা বলে, ‘তার নিকট কোন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন?’ আমি যদি কোন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসা তো হয়েই যেত। অতঃপর তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হত না। যদি তাকে ফিরিশ্তা করতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম। আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমেই ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে। (আন্‌আম ঃ ৮-৯)

অবশ্য সে ছিল মানুষের নিছক একটা দাবী। নবী অস্বীকার করে পিছল কাটার কূট বুদ্ধি। পরন্তু ঐ কাফেররা যদি ফিরিশ্‌তা দেখতেও পেত অথবা ফিরিশ্‌তা রসূল হয়ে তাদের নিকট আগমন করতেন, তাহলেও তারা ঈমান আনত না। সে কথা অন্তর্যামী সৃষ্টিকর্তাই বলেছেন,

{وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ} (١١١) سورة الأنعام

“আমি যদি তাদের নিকট ফিরিশ্তা প্রেরণ করতাম এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বলত এবং সকল বস্তুকে তাদের সম্মুখে হাজির করতাম তবুও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা বিশ্বাস করত না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।” (আন্‌আম ঃ ১১১)

ফিরিশ্‌তার অন্যতম কর্তব্য ঃ মানুষের মনে সৎকার্যের প্রয়াস সৃষ্টি করা

মহান সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক মানুষের সাথে দুটি সাথী নিয়োগ করে রেখেছেন। আরবীতে তাকে ‘ক্বারীন’ বলা হয়। একটি ফিরিশ্‌তা এবং অপরটি জ্বিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ».

“তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে তার সঙ্গী জ্বিন ও সঙ্গী ফিরিশ্তা নিযুক্ত নেই।” লোকেরা বলল, ‘আর আপনার সাথেও কি আছে, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “আমার সাথেও আছে। তবে আল্লাহ তার (জ্বিন সঙ্গীর) বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি।

সুতরাং আমাকে সে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ দিতে পারে না।”
(মুসলিম ৭২৮৬-৭২৮৭নং)

আর এ ফিরিশ্‌তা হলেন ‘কিরামান কাতেবীন’ আমল লিপিবদ্ধকারী ফিরিশ্‌তা ব্যতীত অন্য একজন। যেহেতু এই ফিরিশ্‌তা বান্দাকে সৎপথ নির্দেশনার জন্য নিয়োজিত।

মানুষের মনের ভিতরে এই দুই সঙ্গীর পরস্পর-বিরোধী দ্বন্দ্ব চলে। ফিরিশ্‌তা সঙ্গী ভালোর দিকে পথ দেখান ও ভালো কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। পক্ষান্তরে জ্বিন সঙ্গী (শয়তান) মন্দের দিকে পথ বাতলায় ও মন্দ কাজে প্রলোভিত ও প্ররোচিত করে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, “আদম-সন্তানের মাঝে শয়তানের স্পর্শ আছে এবং ফিরিশ্‌তারও স্পর্শ আছে। শয়তানের স্পর্শ হল, মন্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করা। আর ফিরিশ্‌তার স্পর্শ হল, ভালোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও সত্যকে সত্যজ্ঞান করা। সুতরাং যে ব্যক্তি ফিরিশ্‌তার স্পর্শ অনুভব করবে, সে যেন বোঝে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সে যেন তাঁর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্যটির স্পর্শ অনুভব করবে, সে যেন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।”

অতঃপর মহানবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٢٦٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ। (বাক্বারাহ ঃ ২৬৮)
(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান প্রমুখ, সহীহ মাওয়ারিদুয যামআন ৩৮-নং)

ফিরিশ্‌তার অন্যতম কর্তব্য ঃ মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করা

প্রত্যেক মানুষের সাথে দু’জন ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত আছেন, তাঁদের কাজ হল আদম-সন্তানের ভালো-মন্দ কর্ম লিপিবদ্ধ করা। মহান আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারেই বলেছেন,

{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} (١٢)

“অবশ্যই তোমাদের উপর (নিযুক্ত আছে) সংরক্ষকগণ; সম্মানিত (আমল) লেখকবর্গ (ফিরিশ্তা); তারা জানে, যা তোমরা ক’রে থাক।” (ইনফিত্বার ঃ ১০-১২)

{أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} (٨٠)

ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই (রাখি)। আমার দূতগণ তো ওদের কাছে থেকে সব লিপিবদ্ধ করে। (যুখরুফ ঃ ৮০)

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (١٨) سورة ق

“অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ে অবস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। যখন দুই সংগ্রাহক (ফিরিশ্তা তার কর্ম) সংগ্রহ (লিপিবদ্ধ) করে (যারা তার) ডাইনে ও বামে বসে আছে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।” *(ক্বাফ ঃ ১৬-১৮)*

স্পষ্টতঃ বান্দার আমল লেখায় নিয়োজিত ফিরিশ্‌তা তার সব কিছুই লিখে থাকেন। কথা ও কাজের কিছুই বাদ দেন না। এই জন্য বান্দা কাল কিয়ামতে ছোট-বড় সব কিছুই দেখতে পাবে, উপস্থিত পাবে। অপরাধীরা নিজেদের আমলনামা হাতে পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলবে,

{يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} (٤٩) سورة الكهف

‘হায় দুর্ভোগ আমাদের! এ কেমন গ্রন্থ! এ তো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি; বরং এ সমস্ত হিসাব রেখেছে!’ তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; আর তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করবেন না। (কাহফ ঃ ৪৯)

ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ সেই ‘কিতাব’ অনুযায়ী কিয়ামতে বিচার হবে প্রত্যেক বান্দার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٢٩)

"প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু অবস্থায়, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামা দেখতে আহবান করা হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা করতে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। আমার (নিকট সংরক্ষিত) এ আমলনামা, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে, নিশ্চয় আমি তা লিপিবদ্ধ করাতাম।" *(জাষিয়াহ ঃ ২৮-২৯)*

একদা হাসান বাসরী (রঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন,

{إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (١٨) سورة ق

"যখন দুই সংগ্রাহক (ফিরিশ্তা তার কর্ম) সংগ্রহ (লিপিবদ্ধ) করে (যারা তার) ডাইনে ও বামে বসে আছে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" *(ক্বাফ ঃ ১৭-১৮)*

অতঃপর তিনি (তার ব্যাখ্যায়) বললেন, 'হে আদম-সন্তান! তোমার জন্য খাতা খোলা হয়েছে। তোমার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে দু'জন সম্মানিত ফিরিশ্তা। একজন ডানে, অপরজন বামে। তোমার ডানে যিনি থাকেন, তিনি সৎকর্ম সংরক্ষণ করেন। আর তোমার বামে যিনি থাকেন, তিনি মন্দ কর্ম সংরক্ষণ করেন। সুতরাং তুমি ইচ্ছামতো আমল কর। কম কর অথবা বেশি কর। পরিশেষে তুমি মারা গেলে তোমার খাতা গুটিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তা তোমার গর্দানে ঝুলিয়ে দিয়ে কবরে রাখা হবে। সবশেষে তা কিয়ামতে 'কিতাব' আকারে প্রকাশ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (١٣) اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} (١٤) سورة الإسراء

"প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে উন্মুক্ত পাবে। (তাকে বলা হবে,) 'তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।' *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১৩-১৪)*

আল্লাহর কসম! তিনি তোমার ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ, যিনি তোমাকে নিজের হিসাব নিজেই করতে বলেছেন। *(তফসীর ইবনে কাষীর)*

{مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (١٨) سورة ق

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" *(ক্বাফ ঃ ১৭-১৮)*

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'বান্দা ভালো-মন্দ যে কথাই বলুক না কেন, তা লেখা হয়। এমনকি তার কথা, 'খেয়েছি, পান করেছি, গেছি, এসেছি, দেখেছি' এ সবও লিপিবদ্ধ হয়। অতঃপর যখন বৃহস্পতিবার আসে, তখন তার কথা ও কর্ম আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। সুতরাং তার মধ্যে ভালো ও মন্দ (কথা ও কাজ) অপরিবর্তিত রাখা হয় এবং বাকী সমস্ত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। এ কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (٣٩) سورة الرعد

"(তার মধ্য হতে) আল্লাহ যা ইচ্ছা তা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকট রয়েছে মূল গ্রন্থ।" (রা'দ ঃ ৩৯)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল অসুস্থ হলে কষ্টে আহাজারি করছিলেন। অতঃপর তিনি জানতে পারলেন, ত্বাউস বলেছেন, 'ফিরিশ্তা সব কিছুই লিখেন; এমনকি আহাজারি পর্যন্তও।' সুতরাং আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) মৃত্যু পর্যন্ত আর আহাজারি করেননি। *(তফসীর ইবনে কাষীর)*

ডানের ফিরিশ্তা পুণ্য ও বামের ফিরিশ্তা পাপ লিপিবদ্ধ করেন ঃ

ডানের ফিরিশ্তা সৎশীলের সৎ কাজের নিয়ত হওয়া মাত্র লিখে ফেলেন। কিন্তু বামের ফিরিশ্তা পাপীর পাপের সংকল্প হওয়া মাত্র লিখেন না। শুধু তা-ই নয়, বরং মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি এত বড় মেহেরবান যে, গোনাহগার বান্দাকে আরো অবকাশ দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوْ الْمُسِيءِ فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا ، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً).

"নিশ্চয় বামের ফিরিশ্তা পাপী বা অপরাধী মুসলিমের উপর থেকে ছয় ঘন্টা কলম তুলে রাখেন। অতঃপর সে যদি পাপে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর

কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহলে তা উপেক্ষা করেন। নচেৎ একটি পাপ লেখা হয়।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ৭৭৬৫, সঃ জামে’ ২০৯৭, সিঃ সহীহাহ ১২০৯নং)*

হ্যাঁ, ঐ দুই ফিরিশ্‌তাকে মানুষের মনের অবস্থা জানার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁরা মনের সংকল্প ও কথাও লিপিবদ্ধ করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} (١٢) سورة الإنفطار

“তারা জানে, যা তোমরা কর।” (ইনফিত্বার ঃ ১২)

আর এই জানাতে বাহ্যিক কর্ম এবং হৃদয়ের কর্মও শামিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِى بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا ».

“মহান আল্লাহ (কিরামান কাতেবীনকে) বলেছেন, ‘আমার বান্দা যখন কোন পাপ করার সংকল্প করে, তখন তা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। অতঃপর সে যদি তা কাজে পরিণত করে ফেলে, তাহলে তা একটি পাপ লিপিবদ্ধ কর। আর যখন কোন পুণ্য করার সংকল্প করে এবং তা কাজে পরিণত করে না, তখন তা একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর সে যদি তা কাজে পরিণত করে, তাহলে তা দশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ কর।” *(মুসলিম ৩৪৯নং)*

মনের ইচ্ছা ও সংকল্পের কথা জেনে ফিরিশ্‌তা তা লিপিবদ্ধ করার অনুমতি চান। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً – وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ – فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا. وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً – إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ ».

“ফিরিশ্‌তা বলেন, ‘হে প্রভু! তোমার এ বান্দা একটি পাপ করার ইচ্ছা করছে।’ আর তিনি সে ব্যাপারে বেশি জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন, ‘ওর প্রতি লক্ষ্য রাখো, অতঃপর সে যদি তা করে বসে, তাহলে তা অনুরূপ (একটি পাপ) লিপিবদ্ধ কর। আর যদি ত্যাগ করে, তাহলে তা তার জন্য একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ কর। কারণ সে আমার জন্যই ত্যাগ করেছে।” *(মুসলিম ৩৫২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল (ফিরিশ্তার উদ্দেশ্যে) বলেন, ‘আমার বান্দা যখন কোন অসৎ কর্ম করার ইচ্ছা করে তখন তা কর্মে পরিণত না করা পর্যন্ত তার আমল-নামায় (পাপরূপে) লিপিবদ্ধ করো না। যদি সে কাজে পরিণত করে, তাহলে তার আমল-নামায় অনুরূপ লিপিবদ্ধ করো। আর আমার ভয়ে যদি সে তা ত্যাগ করে থাকে, তাহলে তার জন্য একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করো। যদি সে কোন সৎকর্ম করার ইচ্ছা করে এবং তা কাজে পরিণত না করে, তবুও তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করো। আর যদি তা কাজে পরিণত করে, তবে তার জন্য দশ থেকে সাতশত পুণ্য লিপিবদ্ধ করো!” *(বুখারী ৭৫০১, মুসলিম ১২৮নং)*

আমরা জানি, গায়বী খবর একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন এবং তিনিই একমাত্র অন্তর্যামী।

{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (١٩) سورة غافر

“চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তর যা গোপন করে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।” *(মু’মিন ঃ ১৯)*

কিন্তু তিনি কিরামান কাতেবীনকে বান্দার পাপ-পুণ্যের ইচ্ছা জানার ক্ষমতা দিয়েছেন, তা লিপিবদ্ধ করা জন্য। এ ছাড়া বান্দার আকীদা-বিশ্বাস তাঁরা জানেন না।

সৎকর্মের দিকে মানুষকে ফিরিশ্‌তার আহবান

ফিরিশ্‌তা অদৃশ্যভাবে মানুষকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করেন এবং মন্দ কাজে বাধাদান করেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ».

“প্রতিদিন সকালে দু’জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন।’ আর অপরজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।” *(বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ২৩৮৩নং)*

রমযান মাসে প্রত্যেক রাত্রেও তাঁরা আহবান ক’রে বলে থাকেন,

(يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ولله عُتَقاءُ مِنَ النَّارِ).

'হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো (ক্ষান্ত হও)। আল্লাহর জন্য রয়েছে দোযখ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (সম্ভবতঃ তুমিও তাদের দলভুক্ত হতে পার)।'

এরূপ আহবান প্রত্যেক রাত্রেই হতে থাকে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৯৮৪ নং)*

আদম-সন্তানকে পরীক্ষায় ফিরিশ্তা

মহান আল্লাহ কোন কোন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য ফিরিশ্তা প্রেরণ করে থাকেন।

এ ব্যাপারে বানী ইস্রাঈলের ধবল-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, টেকো ও অন্ধকে পরীক্ষার হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে মানুষকে পরীক্ষার জন্য হারূত-মারূত ফিরিশ্তাকেও পৃথিবীর বুকে পাঠানো হয়েছিল।

মানুষের জান কবজ করার কাজে ফিরিশ্তা

মানুষের নির্ধারিত আয়ু শেষ হয়ে গেলে নির্দিষ্ট ফিরিশ্তা তার প্রাণ হরণ করতে আসেন। সেই ফিরিশ্তাকে 'মালাকুল মাওত' বা মৃত্যুর ফিরিশ্তা বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} (١١) السجدة

অর্থাৎ, বল, '(মালাকুল মাওত) মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। অবশেষে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।' (সাজদাহ ঃ ১১)

অবশ্য তাঁর সাথে সহযোগী ফিরিশ্তাও থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ (٦١) ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} (٦٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তিনিই স্বীয় দাসগণের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং (কর্তব্যে) তারা

ত্রুটি করে না। অতঃপর তাদের আসল প্রভুর দিকে তারা আনীত হয়। জেনে রাখ, ফায়সালা তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। *(আন্আম ঃ ৬১-৬২)*

তাঁরা কাফের ও অপরাধীদের প্রাণ কঠিনভাবে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} (٩٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকট প্রত্যাদেশ (অহী) হয়', যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, আমিও ওর অনুরূপ অবতীর্ণ করব', তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? যদি তুমি দেখতে পেতে (তখনকার অবস্থা), যখন (ঐ) যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে, আর ফিরিশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দান করা হবে; কারণ তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর আয়াত গ্রহণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে।' *(আন্আম ঃ ৯৩)*

তিনি আরো বলেছেন,

{وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ} (٥٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, তুমি যদি দেখতে তখনকার অবস্থা যখন ফিরিশ্তাগণ অবিশ্বাসীদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত ক'রে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।' (আন্ফাল ঃ ৫০)

{فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ} (٢٧) سورة محمد

অর্থাৎ, ফিরিশ্তারা যখন তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত ক'রে তাদের প্রাণ হরণ করবে, তখন (তাদের দশা) কেমন হবে? (মুহাম্মাদ ঃ ২৭)

পক্ষান্তরে মু'মিনদের আত্মা বড় সহজতার সাথে নম্রভাবে হরণ করা হয়। এই সময় ফিরিশ্তা তাদেরকে অভয় দান করেন ও সুসংবাদ শোনান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} (٣١) سورة فصلت

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩০-৩১)

অথচ কাফেরদেরকে সেই সময় দুঃসংবাদ ও আযাবের খবর দেওয়া হয়।

একদা নবী ﷺ সাহাবাদের এক ব্যক্তির জানাযায় বের হয়ে কবর খুঁড়তে দেরী হচ্ছিল বলে সেখানে বসে গেলেন। তাঁর আশে-পাশে সকল সাহাবাগণও নিশ্চুপ, ধীর ও শান্তভাবে বসে গেলেন। তখন মহানবী ﷺ-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল যার দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্‌ চাও।" তিনি এ কথা দুই কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফিরিশ্তা আসেন; যাদের চেহারা যেন সূর্যস্বরূপ। তাদের সাথে বেহেশ্তের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং বেহেশ্তের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টি-সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন ঃ 'হে পবিত্র রূহ (আত্মা)! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে।'

তখন তার রূহ সেই রকম (সহজে) বের হয়ে আসে; যে রকম (সহজে) মশক হতে পানি বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মাওত তা গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না বরং ঐ সকল অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তা এসে তা গ্রহণ করেন এবং ঐ কাফন ও ঐ খোশবুতে রাখেন। তখন

তা হতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মিশ্‌কের খোশবু বের হতে থাকে।

তা নিয়ে ফিরিশ্তাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তাঁরা ফিরিশ্তাদের মধ্যে কোন ফিরিশ্তাদলের নিকট পৌছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই পবিত্র রূহ (আত্মা) কার?' তখন তাঁরা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তম উপাধি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ।'

যতক্ষণ তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে।) অতঃপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাঁদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পশ্চাদ্‌গামী হন তার উপরের আসমান পর্যন্ত। এভাবে তাঁরা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীন'-এ লিখ এবং তাকে (তার কবরে) জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতঃপর জমিন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে।)" সুতরাং তার রূহ্‌ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার রব কে?' তখন উত্তরে সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' তখন সে বলে, 'আমার দ্বীন হল ইসলাম।' আবার তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' সে উত্তরে বলে, 'তিনি হলেন আল্লাহর রসূল।' পুনরায় তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি তা কি ক'রে জানতে পারলে?' সে বলে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছিলাম।' তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশ্তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশ্তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও!"

তখন তার প্রতি বেহেশ্তের সুখ-শান্তি ও বেহেশ্তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, 'তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল।' তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখবার মত চেহারা! তা যেন কল্যাণের বার্তা বহন করে।' তখন সে বলে, 'আমি তোমার নেক আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন এ বলে, 'হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি। (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও বেহেশ্‌তী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)।'

কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন। যাঁদের সাথে শক্ত চট থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল-মাওত আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসেন। অতঃপর বলেন, 'হে খবীস রূহ্‌ (আত্মা)! বের হয়ে আয় আল্লাহর রোষের দিকে।'

এ সময় রূহ্‌ ভয়ে তার শরীরে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মাওত তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজে পশম হতে টেনে বের করা হয়। (আর তাতে পশম লেগে থাকে।) তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্তকালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং তা অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তাগণ তাড়াতাড়ি সেই আত্মাকে দুর্গন্ধময় চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশী। তা নিয়ে তাঁরা উঠতে থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁরা তা নিয়ে ফিরিশ্তাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই খবীস রূহ্‌ কার?' তখন তাঁরা তাকে দুনিয়াতে যে সকল মন্দ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ নামটি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের।'

এইভাবে তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় নবী ﷺ এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} (٤٠) الأعراف

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। *(আ'রাফ ঃ ৪০)*

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার ঠিকানা 'সিজ্জীন'-এ লিখ; জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং তার রূহকে জমিনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় মহানবী ﷺ এর সমর্থনে এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

{وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (٣١) سورة الحج

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে সে যেন আকাশ হতে পড়েছে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করেছে। *(হাজ্জ ঃ ৩১)*

সুতরাং তার রূহ্‌ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার পরওয়ারদেগার কে?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?' সে বলে, 'হায়, হায় আমি তাও তো জানি না।'

এ সময় আকাশের দিক হতে আকাশ বাণী হয় (এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন), 'সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়; যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড়

অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, 'তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর! এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত।' তখন সে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা; যা মন্দ সংবাদ বহন করে!' সে বলে, 'আমি তোমার সেই বদ আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন সে বলে, 'আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম করো না। (নচেৎ তখন আমার উপায় থাকবে না।) *(আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবুদাউদ ৪৭৫৩নং)*

মালাকুল মাওতের সাথে মূসা নবীর সংঘর্ষ

মূসা عليه السلام-এর কাছে তাঁর জান কবজ করতে মালাকুল মাওত (মানুষের বেশে) এলে তিনি তাঁকে এমন এক চড় মারলেন যে, তাতে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল! ফিরিশ্‌তা ফিরে গিয়ে আল্লাহকে বললেন, 'আপনি আমাকে এমন এক বান্দার জান নিতে পাঠালেন, যিনি মরতে চান না।' আল্লাহ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফিরে যাও এবং তাকে বল, সে যেন বলদের পিঠে হাত রাখে। অতঃপর তার হাত যত পরিমাণ লোম ঢেকে নেবে, তত পরিমাণ বছর সে দুনিয়ায় থাকতে পারবে।' (সুতরাং তাই বলা হল।) মূসা عليه السلام বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তারপর কী হবে?' আল্লাহ বললেন, 'মৃত্যু।' তখন মূসা عليه السلام বললেন, 'তাহলে এখনই (মরব)।' *(বুখারী ১৩৩৯, মুসলিম ৬২৯৮নং)*

আক্কেল আলীরা উক্ত সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করে এবং এমন ঘটনাকে অসম্ভব মনে করে। কিন্তু এ ঘটনায় অবাস্তবতা কিছু নেই। মূসা عليه السلام যখন দেখলেন, একজন মানুষ তাঁর বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করার পর মরতে হুকুম করছে, তখনই তাকে চড় মারলেন। তিনি জানতেন না যে, সে লোকটি আসলে মানুষের বেশে 'মালাকুল মাওত' ফিরিশ্‌তা। আর বিনা অনুমতিতে কেউ যদি কারো ঘরে উঁকি মারে, তাহলে তার চোখ ফুটিয়ে দেওয়া দূষণীয় নয়; শরীয়তে এটা বৈধ।

ফিরিশ্‌তা যখন ইব্রাহীম ও লূত (আলাইহিমাস সালাম)এর নিকট এসেছিলেন, তখন প্রথমে তাঁরা তাঁদেরকে চিনতে পারেননি। যদি ইব্রাহীম عليه السلام তাঁদেরকে চিনতে পারতেন, তাহলে তাঁদের জন্য খাবার পেশ করতেন না এবং লূত عليه السلام তাঁদেরকে চিনতে পারলে তাঁদের উপর নিজ সম্প্রদায়ের আক্রমণকে ভয় করতেন না। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪২)

আক্কেলের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সহীহ হাদীসকে রদ্দ করা ঈমানের পরিপন্থী কর্ম। যেহেতু কুরআন মাজীদে বর্ণিত মু'মিনদের সর্বপ্রথম গুণ হল গায়বী বিষয়ে ঈমান ও বিশ্বাস রাখা। সুতরাং সহীহ সনদে যখন আল্লাহ ও তদীয় রসূলের কোন খবর আসবে, তখন বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ থাকতে পারে না মু'মিনের; যদিও তা জ্ঞান-বহির্ভূত। যেহেতু মানুষের জ্ঞান সীমিত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} (٧) سورة آل عمران

"যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" *(আলে ইমরান ঃ ৭)*

কবর, হাশর ও আখেরাতে বান্দার সাথে ফিরিশ্‌তার সম্পর্ক ঃ

জান কবজের পর থেকে বান্দার পরিচর্যা ফিরিশ্‌তাই ক'রে থাকেন।

কবরে মুনকির-নাকীর হিসাব নেন।

ফিরিশ্‌তা মু'মিন বান্দাকে কবরে শান্তি দেন এবং অপরাধী ও কাফেরকে শাস্তি দেন।

কিয়ামত সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে মহান সৃষ্টিকর্তার আদেশে ফিরিশ্‌তা শিঙ্গায় ফুৎকার করবেন।

হিসাবের জন্য মানুষকে হাশরের ময়দানে সমবেত করবেন।

মু'মিনদেরকে জান্নাতের দিকে এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে পরিচালনা করবেন।

মু'মিনদেরকে জান্নাতে শান্তি ও সালাম দেবেন এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামে আযাব দেবেন।

ফিরিশ্‌তা ও বিশেষ শ্রেণীর মানুষ

আমরা ইতিপূর্বে মানুষের ব্যাপারে ফিরিশ্‌তার ভূমিকা জানতে পেরেছি। মু'মিন-কাফের সকলের ক্ষেত্রে মাতৃগর্ভে পরিচর্যা করা, মানুষের তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তা বিধান করা, অহী পৌঁছে দেওয়া, আমল লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি কর্ম ফিরিশ্‌তা সম্পাদন ক'রে থাকেন। কিন্তু তাঁদের কিছু কর্তব্য আছে, যা কেবল মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত এবং কিছু কর্তব্য আছে, যা কেবল কাফের ও ফাসেকদের সাথে সম্পৃক্ত। আসুন আমরা এবারে তাই নিয়ে আলোচনা করি।

মু'মিনদের ক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তার ভূমিকা

১। মু'মিনদেরকে ভালোবাসা

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى العَبْدَ ، نَادَى جِبْرِيلَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ فُلَاناً ، فَأَحْبِبْهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبريلُ ، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاناً، فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ)).

"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস।' সুতরাং জিবরীলও তাকে ভালবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো।' তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ৩২০৯, মুসলিম ৬৮৭৩নং)*

২। মু'মিনদের সাহায্য ও সংশোধন করা

সাহাবী হাস্‌সান বিন সাবেত একজন কবি ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে ইসলামের সাহায্য করেছেন, মহানবী ﷺ-এর প্রতিরক্ষা করেছেন এবং কাফেরদের প্রতিবাদ করেছেন। এই জন্য তিনি তাঁকে দুআ দিয়ে

বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! তুমি ওকে 'রূহুল কুদুস' (জিবরীল) দ্বারা সাহায্য কর।" *(বুখারী ৪৫৩, মুসলিম ৬৫৩৯নং)*

একদা সুলাইমান ﷺ বললেন, 'আজ রাতে আমি অবশ্যই আমার একশ'জন স্ত্রীর সাথে মিলন করব। তাতে প্রত্যেকটি স্ত্রী একটি ক'রে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।'

ফিরিশ্‌তা বললেন, 'আপনি ইন শাআল্লাহ বলুন।' কিন্তু তিনি 'ইন শাআল্লাহ' বলতে ভুলে গেলেন। ফলে স্ত্রীদের মধ্যে মাত্র একজন একটি অর্ধাকৃতির শিশু ভূমিষ্ঠ করল। মহানবী ﷺ বলেন, "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তিনি যদি 'ইন শাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে (তাঁর আশানুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করত এবং) তারা সকলে অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করত।" *(বুখারী ৫২৪২, মুসলিম ৪৩৭৮নং)*

একদা জিবরীল ﷺ মহানবী ﷺ-এর নিকটে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, একজন ফিরিশ্‌তা অবতরণ করছেন। তিনি (নবী ﷺ-কে লক্ষ্য ক'রে) বললেন, 'এই ফিরিশতা যখন থেকে সৃষ্ট হয়েছেন, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন দিন অবতরণ করেননি।' ফিরিশ্‌তা অবতরণ ক'রে (নবী ﷺ-কে) সম্বোধন ক'রে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। (তিনি জানতে চান যে,) আপনাকে কি তিনি একজন সম্রাট ও নবী ক'রে প্রেরণ করবেন, না কেবল একজন বান্দা ও রাসূল ক'রে পাঠাবেন?' জিবরীল ﷺ বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নম্র-বিনয়ী হন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(لاَ بَلْ عَبْدًا رَسُولًا).

"না, বরং আমি একজন বান্দা ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত হতে চাই।" *(আহমাদ ৭১৬০, ইবনে হিব্বান ৬৩৬৫, আবূ য়্যা'লা ৬১০৫নং)*

৩। মু'মিনদের জন্য প্রার্থনা

ফিরিশ্‌তা মু'মিনদের জন্য দুআ করেন, তাদের জন্য করুণা ভিক্ষা করে থাকেন। যেমন তাঁরা মহানবী ﷺ-এর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (٥٦) سورة الأحزاب

"নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে।" (আহ্যাব ঃ ৫৬)

তেমনি তাঁরা মু'মিনদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} (٤٣) سورة الأحزاب

"তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে; যাতে তিনি অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোকে আনয়ন করেন। আর তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু।" *(আহ্যাব ঃ ৪৩)*

উক্ত আয়াত দুটিতে 'স্বালাত' শব্দ ব্যবহার হয়েছে অনুগ্রহ বা করুণার অর্থে। মহান আল্লাহর 'স্বালাত' হল ফিরিশ্তার কাছে মহান আল্লাহর বান্দার প্রশংসা অথবা বান্দার প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা করা। আর ফিরিশ্তার 'স্বালাত' হল মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করা।

কোন্ মু'মিনের জন্য ফিরিশ্তা প্রার্থনা করেন?

(ক) মানুষকে সৎশিক্ষাদানকারী শিক্ষক

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّموات وَالأَرْض حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوت لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ).

"নিশ্চয় আল্লাহ মানুষকে সৎশিক্ষাদানকারী শিক্ষকের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসী, এমন কি পিপীলিকা নিজ গর্তে, এমনকি মৎস্য পর্যন্তও তার জন্য দুআ করে থাকে।" *(তিরমিযী ২৬৮৫, সঃ তারগীব ৭৭নং)*

(খ) জামাআতে নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَأَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ».

"যে ব্যক্তি নামাযান্তে নামায পড়ার জায়গায় যতক্ষণ ওযূ সহকারে অবস্থান করে, ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করেন; তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহ! ওর প্রতি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! তুমি ওকে রহম কর।' আর সে ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের প্রতীক্ষা করে।" *(বুখারী ৪৪৫, মুসলিম ১৫৪০নং)*

(গ) যে এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ে

মহানবী ﷺ বলেন, ফজর ও আসরের নামাযে রাত্রি ও দিনের ফিরিশ্তা একত্রিত হন। ফজরের সময় একত্রিত হয়ে রাতের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং দিনের ফিরিশ্তা থেকে যান। অনুরূপ আসরের নামাযে একত্রিত হয়ে দিনের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং রাতের ফিরিশ্তা থেকে যান। তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এলে?' তাঁরা বলেন, 'আমরা তাদের কাছে গেলাম, তখন তারা নামায পড়ছিল এবং তাদের কাছ থেকে এলাম, তখনও তারা নামায পড়ছিল, সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদেরকে মাফ ক'রে দিন।" *(আহমাদ ৯১৪০নং, ইবনে খুযাইমা ১/ ১৬৫, ইবনে হিব্বান)*

(ঘ) প্রথম কাতারের নামাযী

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ ».

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রথম কাতারসমূহের (নামাযীদের) উপর অনুগ্রহ করে থাকেন এবং ফিরিশ্তাবর্গ তাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে থাকেন।" *(আবূ দাউদ ৬৬৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সামনের কাতারসমূহের উপর।" *(সহীহ নাসাঈ ৭৮১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "প্রথম কাতারের উপর।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৮১৬নং)*

(ঙ) যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنّ الله تعالى وملائِكتَهُ يُصَلُّونَ على الذين يصلونَ الصُّفوفَ ومنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ الله بها دَرَجَةً).

"অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহম করেন এবং ফিরিশতাবর্গ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন, যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়। আর যে ব্যক্তি কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বর্ধন করেন।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৮১৪নং, আহমদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

(চ) যারা সেহরী খেয়ে রোযা রাখে

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ).

"সেহরী খাওয়াতে বর্কত আসে। সুতরাং তোমরা তা খেতে ছেড়ো না; যদিও তাতে তোমরা এক ঢোক পানিও খাও। কেননা, যারা সেহরী খায় তাদের জন্য আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তা দুআ করতে থাকেন।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৩৬৮৩নং)*

(ছ) যারা মহানবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ مَادَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ).

"যে ব্যক্তি আমার উপর যত দরূদ পাঠ করবে, ফিরিশ্তা তার জন্য তত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। সুতরাং বান্দা চাহে তা কম করুক অথবা বেশী করুক।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৬৬৯নং)*

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "(হে নবী!) পৃথিবীর বুকে যে কোন মুসলিম তোমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আমি তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করব এবং আমার ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য ১০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৬৬২নং)*

(জ) যারা রোগী দেখতে যায়

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ).

"কোন মুসলিম সকালে কোন মুসলিম (রোগীকে) সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশ্‌তা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। আর সন্ধ্যা বেলায় সাক্ষাৎ করলে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশ্তা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন এবং জান্নাতে তার জন্য এক বাগান রচনা করা হয়।" *(তিরমিযী ৯৮৩নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১১৮৩নং)*

(ঝ) যে ব্যক্তি কোন দ্বীনী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়

(مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ فِي الله نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً).

"যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান ক'রে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ১৬৩৩নং)*

(ঞ) যে ব্যক্তি ওযূ অবস্থায় রাত্রে শয়ন করে

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَن بَاتَ طَاهِرا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ ، فَلَا يَسْتَيْقِظُ مِن اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ المَلك : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لعبدك كَمَا بَاتَ طَاهِرا).

"যে ব্যক্তি ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তার অন্তর্বাসে এক ফিরিশতাও রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং যখনই সে জাগ্রত হয় তখনই ঐ ফিরিশতা বলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দা অমুককে ক্ষমা করে দাও, কারণ সে ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৯৪নং)*

ফিরিশ্তার দুআর কি কোন প্রভাব আছে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} (٤٣) سورة الأحزاب

"তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে; যাতে তিনি অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোকে আনয়ন করেন। আর তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু।" *(আহ্যাব ঃ ৪৩)*

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ফিরিশ্তাবর্গের নিকট মু'মিনদের প্রশংসা করেন এবং ফিরিশ্তাবর্গ তাদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করেন। আর তার প্রভাবে তারা হিদায়াত পায়, সুপথ পায়, কুফরী ও শির্কের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে ঈমানী আলোর দিশা পায়। অবাধ্যতা ও পাপাচারিতার পঙ্কিলতা ও আবর্জনা থেকে রক্ষা পেয়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জীবন লাভ করে। নানা মযহাব, জামাআত ও দলের মাঝে হক পথের সন্ধান পায়। শত শত বাতিলের মাঝে তালগোল খাওয়া কথা, কাজ, ব্যক্তিত্ব ও জামাআতকে 'হক' বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। আর তা হয় মহান আল্লাহর তওফীকে ও ফিরিশ্তার দুআয়।

৪। মু'মিনদের দুআয় 'আমীন' বলা

মু'মিন যখন দুআ করে, কোন কোন সময় ফিরিশ্তা তার দুআতে 'আমীন' (হে আল্লাহ! কবুল করুন) বলেন। আর তখন তা বেশি কবুলযোগ্য হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও মুসলিম বান্দা যখন তার অনুপস্থিত কোন ভায়ের জন্য দুআ করে, তখনই ফিরিশ্তা বলেন, 'আর তোমার জন্যও অনুরূপ।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন,

« دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ ».

"অনুপস্থিত ভায়ের জন্য মুসলিমের দুআ কবুল করা হয়। তার মাথার কাছে নিযুক্ত এক ফিরিশ্তা থাকেন। যখনই সে তার ভায়ের জন্য কোন মঙ্গলের দুআ করে, তখনই উক্ত ফিরিশ্তা বলেন, 'আমীন, আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম ২৭৩২নং)*

আল্লাহু আকবার! যদি আপনি আপনার কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দুআ করেন, আর তার মানে নিশ্চয় তাতে আপনার পূর্ণ আন্তরিকতা আছে, তাহলে সেই দুআতে ফিরিশ্তা 'আমীন' বলেন এবং আপনার জন্য দুআ ক'রে বলেন, 'তোমার জন্যও আমি আল্লাহর কাছে ঐ দুআই করি।'

তার মানে আপনি যদি কোন অসুস্থ মুসলিমের জন্য 'আল্লাহ তাকে সুস্থ করুন' বলে দুআ করেন, তাহলে ফিরিশ্তাও আপনার জন্য দুআ ক'রে বলবেন, 'আল্লাহ তোমাকেও সুস্থ রাখুন।'

একই সময় যদি আপনি মুসলিম জাহানের সমস্ত রোগীদের জন্য সুস্থতার দুআ করেন, আর তাদের সংখ্যা যদি এক কোটি হয়, তাহলে আপনার জন্য ফিরিশ্তার দুআ হবে এক কোটি বার! আপনি এক কোটি বার সুস্থ থাকবেন। আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ বিতরণ করে থাকেন।

কোন মরণোন্মুখ রোগীর সামনে দুআ করলে ফিরিশ্তা 'আমীন' বলে থাকেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ».

"যখন তোমরা কোন রোগী বা মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকবে, তখন ভালো কথাই বলো। কেন না, তোমরা যা বলবে, তার উপর ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন' বলবেন।" *(মুসলিম ২১৬৮, তিরমিযী ৯৭৭নং)*

৫। মু'মিনদের জন্য ইস্তিগফার করা

বড় খুশীর বিষয় ও সৌভাগ্যের কথা যে, ফিরিশ্তাবর্গ পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মু'মিনদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (٥) سورة الشورى

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হতে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্তা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর বাসিন্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (শূরা ঃ ৫)

ক্ষমাপ্রার্থনার সাথে সাথে তাঁরা আরো অতিরিক্ত দুআ করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٩) سورة غافر

অর্থাৎ, যারা আরশ ধারণ ক’রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক’রে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ দান কর; যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ (এবং তাদের) পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে (যারা) সৎকাজ করেছে, তাদেরকেও (জান্নাত প্রবেশের অধিকার দাও)। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা কর। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে, তাকে তো দয়াই করবে। আর এটিই তো মহাসাফল্য।’ (মু’মিন ঃ ৭-৯)

৬। দ্বীনী ইল্‌ম ও তালেবে-ইল্‌মের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা

ফিরিশ্‌তা দ্বীনী ইল্‌ম ও তালেবে-ইলমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ইল্‌মের কদর ক’রে ইল্‌মী মজলিস ও জালসা-জল্সে উপস্থিত হন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ لِلهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ – عَزَّ وَجَلَّ – ، تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِم إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا...)).

“নিশ্চয় আল্লাহর কিছু ফিরিশ্তা আছেন, যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-ফিরে আহলে যিকর খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার যিকররত অবস্থায় পেয়ে যান, তখন তাঁরা একে অপরকে আহবান ক’রে বলতে থাকেন, ‘এস তোমাদের প্রয়োজনের দিকে।’ সুতরাং তাঁরা (সেখানে উপস্থিত হয়ে) তাদেরকে নিজেদের ডানা দ্বারা নিচের আসমান পর্যন্ত বেষ্টিত ক’রে ফেলেন।---” *(বুখারী ৬৪০৮, মুসলিম ৭০১৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ)).

“যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ (কুরআন) পাঠ করে, তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন করে, তাহলে তাদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাঁর রহমত ঢেকে নেয়, আর ফিরিশ্তাবর্গ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ ফিরিশ্তামন্ডলীর কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন।” *(মুসলিম ৭০২৮নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ)).

"যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম ক'রে দেন। আর ফিরিশ্তাবর্গ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে থাকে। আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইলমের (দ্বীনী জ্ঞানভাণ্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল।" *(আবূ দাউদ ৩৬৪৩, তিরমিযী ২৬৮২নং)*

সৎকর্ম মানুষকে ফিরিশ্তার নিকটবর্তী করে। যেহেতু ফিরিশ্তা সৎশীল জাতি, তাঁরা সৎ মানুষ পছন্দ করেন। মানুষ যদি ঈমানের সাথে সৎকর্ম ক'রে আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারত, তাহলে অবশ্যই মানুষ ফিরিশ্তাকে দর্শন করত এবং তাদের সাথে মুসাফাহাহ করত। এ কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হান্যালাহ বিন রাবী' উসাইয়িদী ﷺ বলেন, একদা আবূ বাকর ﷺ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, 'হে হানযালাহ! তুমি কেমন আছ?' আমি বললাম, 'হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে!' তিনি (অবাক হয়ে) বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ কী কথা বলছ?' আমি বললাম, '(কথা এই যে, যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই।' আবূ বাকর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা হয়।' সুতরাং আমি ও আবূ বাকর গিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে কী কথা?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান; যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي ، وَفِي الذِّكْرِ ، لَصَافَحَتْكُمُ المَلائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً)).

"সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য)।" তিনি এ কথা তিনবার বললেন। *(মুসলিম ৭১৪২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক, তাহলে অবশ্যই ফিরিশ্তাগণ নিজ ডানা দ্বারা তোমাদেরকে ছায়াদান করতেন।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৯৪নং)*

৭। জুমআর দিন উপস্থিতির হাজিরা গ্রহণ

কিছু ফিরিশ্তা জুমআর দিন মু'মিনদের জন্য হাজিরা খাতায় হাজিরা নোট করেন, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় এইভাবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ».

"জুমআর দিন এলে মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফিরিশ্তা খাড়া হয়ে যান। অতঃপর তাঁরা প্রথম-দ্বিতীয় লিখতে থাকেন। পরিশেষে যখন ইমাম মিম্বরে

বসেন, তখন তাঁরা খাতা গুটিয়ে দেন এবং খুতবা শুনতে (মসজিদের ভিতরে) এসে যান।” (মুসলিম ২০২ ১নং)

বান্দা কোন উত্তম কথা বললে তাড়াতাড়ি ফিরিশ্‌তা তা নোট করেন। বরং তা নোট করার জন্য তাঁরা আপোসে প্রতিযোগিতা করেন।

আনাস ﵁ বলেন, ‘এক ব্যক্তি হাঁপাতে হাঁপাতে কাতারে শামিল হয়ে বলল, ‘আলহামদু লিল্লা-হি হাম্‌দান কাষীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহ।’

আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করার পর বললেন, “তোমাদের মধ্যে কে ঐ দুআ পাঠ করেছে?” লোকেরা সকলে চুপ থাকল। পুনরায় তিনি বললেন, “কে বলেছে ঐ দুআ? যে বলেছে, সে মন্দ বলেনি।” উক্ত ব্যক্তি বলল, ‘আমিই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে ফেলেছি।’ তিনি বললেন, “আমি ১২ জন ফিরিশ্তাকে দেখলাম, তাঁরা ঐ দুআ (আল্লাহর দরবারে) উপস্থিত করার জন্য প্রতিযোগিতা করছেন!” *(মুসলিম ৬০০নং, আবূ আওয়ানাহ)*

রুকূ থেকে উঠে ‘রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দু হামদান কাষীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহ’ পাঠ করলেও ফিরিশ্‌তাগণ তা নোট করার জন্য তৎপর হন।

অন্য এক বর্ণনায় নিম্নের শব্দগুলো বাড়তি আছে, ‘---মুবারাকান আলাইহি কামা য়্যুহিব্বু রাব্বুনা অয়্যারয়া। *(আবূ দাঊদ ৭৭৩, তিরমিযী ৪০৫, সঃ নাসাঈ ৮৯২-৮৯৩নং)*

অবশ্য উক্ত বর্ণনায় হাঁচির কথাও উল্লেখ আছে। যাতে মনে হয় যে, বর্ণনাকারী রিফাআহ বিন রাফে’ ﵁-এর হাঁচিও ঐ সময়েই এসেছিল। *(ফাতহুল বারী ২/৩৩৪)* নামায শেষে নবী ﷺ বললেন, “নামাযে কে কথা বলল?” রিফাআহ বললেন, ‘আমি।’ বললেন, “আমি ত্রিশাধিক ফিরিশ্তাকে দেখলাম, তাঁরা দুআটিকে (আমলনামায়) প্রথমে লেখার জন্য আপোসে প্রতিযোগিতা করছেন!” (বুখারী ৭৯৮, আবূ দাঊদ ৭৭০নং)

এ কথা সুনিশ্চিত যে, উল্লিখিত ফিরিশ্‌তাগণ ‘কিরামান কাতেবীন’ ছাড়া অন্য ফিরিশ্‌তা। যেহেতু তাঁদের সংখ্যা মাত্র দুইজন।

৮। পালাক্রমে নামাযে উপস্থিতি

আমাদের নামাযের সময় নির্দিষ্ট ফিরিশ্‌তা উপস্থিত হন। তাঁরা ইল্‌ম ও যিক্‌রের মজলিসে উপস্থিত হন, জুমআহ ও জামাআতেও হাজির হন। একদল আগমন করেন, অন্যদল প্রস্থান করেন। ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা সমবেত হন।

((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ العَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ ـ وَهُوَ أعْلَمُ بِهِمْ ـ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادي ؟ فَيَقُوْلونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)).

“তোমাদের নিকট দিবারাত্রি ফিরিশ্তাবর্গ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। আর ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা উর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন---অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে পরিজ্ঞাত, ‘তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?’ তাঁরা বলেন, ‘আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল।” *(বুখারী ৭৪২৯, মুসলিম ১৪৬৪নং)*

সম্ভবতঃ তাঁরাই সেই ফিরিশ্‌তা, যাঁরা বান্দার আমল প্রতিপালকের নিকট উত্থিত ক’রে থাকেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ ... ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ ঘুমান না এবং ঘুম তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। তিনি তুলাদন্ড (রুযী অথবা মর্যাদা) নিম্ন করেন ও উত্তোলন করেন। তাঁর প্রতি উত্থিত করা হয় দিনের আমলের পূর্বে রাতের আমল এবং রাতের আমলের পূর্বে দিনের আমল। *(মুসলিম ৪৬৩নং, ইবনে মাজাহ)*

মহান আল্লাহর নিকট ফজরের নামাযের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই তাতে ফিরিশ্‌তা উপস্থিত হন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}

"সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং (কায়েম কর) ফজরের কুরআন (নামায); ফজরের কুরআন (নামায ফিরিশ্‌তা কর্তৃক) পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৭৮)*

৯। মু'মিনের কুরআন তিলাঅতের সময় ফিরিশ্‌তার অবতরণ

কিছু ফিরিশ্‌তা মু'মিনের তিলাঅতের জন্য আসমান থেকে অবতরণ করেন।

বারা' ইবনে আযেব ﷺ বলেন, একদা একটি লোক সূরা কাহ্‌ফ পাঠ করছিল। তার পাশেই দুটো রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ইতোমধ্যে লোকটিকে একটি মেঘে ঢেকে নিল। মেঘটি লোকটির নিকটবর্তী হতে থাকলে ঘোড়াটি তা দেখে চকতে আরম্ভ করল। অতঃপর যখন সকাল হল, তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তা (শুনে) তিনি বললেন,

((تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ)).

"ওটি প্রশান্তি ছিল, যা তোমার কুরআন পড়ার দরুন অবতীর্ণ হয়েছে।" *(বুখারী ৩৬১৪, মুসলিম ১৮৯২নং)*

একদা উসাইদ বিন হুযাইর কুরআন তিলাঅত করছিলেন। তাঁর তিলাঅত শুনতে ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেছিলেন আলোময় মেঘের মধ্যে। তা দেখে তাঁর ঘোড়া চকিত হয়েছিল। মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন,

« تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ ».

"তা ছিল ফিরিশ্‌তা, তোমার তিলাঅত শুনছিলেন। তুমি যদি তিলাঅত করতেই থাকতে, তাহলে সকালেও লোকেরা দেখতে পেত, তাদের চোখে অদৃশ্য হতেন না।" *(বুখারী ৫০১৮, মুসলিম ১৮৯৫নং)*

১০। মহানবী ﷺ-কে সালাম পৌঁছানো

নির্দিষ্ট ফিরিশ্‌তা আছেন, যাঁরা মহানবী ﷺ-কে দরূদ ও সালাম পৌঁছানোর কাজে নিযুক্ত আছেন, যে দরূদ ও সালাম তাঁর উম্মত তাঁর জন্য পাঠ ক'রে থাকেন। তিনি বলেছেন,

(إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় পৃথিবীতে আল্লাহর ভ্রাম্যমাণ ফিরিশতাদল আছেন, তাঁরা আমার উম্মতের নিকট থেকে আমাকে সালাম পৌঁছিয়ে থাকেন। *(আহমাদ ৪২১০, নাসাঈ ১২৮২, ইবনে হিব্বান ৯১৪, হাকেম ৩৫৭৬, দারেমী ২৭৭৪, ত্বাবারানী ১০৫২৯, সিঃ সহীহাহ ২৮৫৩নং)*

১১। মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেওয়া

কিছু ফিরিশ্‌তা আছেন, যাঁরা নবীগণ ও মু'মিনগণকে সুসংবাদ দেওয়ার কাজে নিযুক্ত।

যেমন তাঁরা ইব্রাহীম عليه السلام-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨)

"তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম।' উত্তরে সে বলল, 'সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক।' অতঃপর ইব্রাহীম সংগোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি (ভুনা) মাংসল বাছুর নিয়ে এল। তা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন?' তখন তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল, 'ভয় পেয়ো না।' অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল।" (যারিয়াত ঃ ২৪-২৮)

যাকারিয়া عليه السلام প্রতিপালকের নিকট সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে পুত্র ইয়াহ্‌য়্যার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ} (٣٩) سورة آل عمران

"যখন (যাকারিয়া) মিহরাবে নামাযে রত ছিল, তখন ফিরিশ্তাগণ তাকে সম্বোধন করে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়্যার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর এক বাণী (ঈসা)র সমর্থক, সে হবে নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।" (আলে ইমরান ঃ ৩৯)

শুধু নবীগণকেই নয়, মু’মিনগণকেও ফিরিশ্তার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সুসংবাদ পাঠিয়ে থাকেন। যেমন মা খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিবরীল ﷺ বেহেশ্তের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, একদা জিবরীল এসে বললেন,

(يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ).

‘হে আল্লাহর রসূল! এই যে খাদীজা আপনার নিকট আসছে, তার সাথে আছে একটি পাত্র, তাতে আছে ব্যঞ্জন বা খাদ্য বা পানীয়। সুতরাং সে এলে আপনি তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানান। আর তাকে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করুন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(আহমাদ ৭১৫৬, বুখারী ৩৮২০, মুসলিম ৬৪২৬নং)*

সাধারণ মু’মিনকেও কোন গুরুত্বপূর্ণ সৎকার্যের দরুন শুভ সংবাদ দেওয়া হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيهِ ، قَالَ : أيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أخاً لِي فِي هذِهِ القَرْيَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا عَلَيهِ ؟ قَالَ : لا ، غَيْرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ فِي اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فإنِّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكَ بأنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ فِيهِ)).

“এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক ফিরিশ্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকলেন। যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাকে বললেন, ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ সে বলল, ‘এ লোকালয়ে আমার এক ভাই আছে, আমি তার কাছে যাচ্ছি।’ ফিরিশ্তা জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ?’ সে বলল, ‘না, আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি।’ ফিরিশ্তা বললেন, ‘(তাহলে শোনো) আমি তোমার

নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে (এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালোবাসেন; যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাস।” *(মুসলিম ৬৭১৪নং)*

((مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أخاً لَهُ فِي اللهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ : بِأنْ طِبْتَ ، وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً)).

“যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান ক’রে বলে, ‘সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।” *(তিরমিযী ২০০৮নং)*

১২। স্বপ্নে ফিরিশ্তার দর্শন

একদা মহানবী ﷺ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললেন,

(أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ).

“আমি (বিবাহের পূর্বে) তোমাকে দু-দুবার স্বপ্নে দেখেছি। দেখলাম তুমি এক খন্ড রেশমবস্ত্রের মধ্যে রয়েছ। আর আমাকে কেউ বলছে, ‘এ হল তোমার স্ত্রী।’ আমি কাপড় সরিয়ে দেখি, সে তো তুমিই। তারপর ভাবলাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে তিনি তা বাস্তবায়ন করবেন। *(বুখারী ৩৮৯৫, মুসলিম ৬৪৩৬নং)*

সামুরাহ ইবনে জুন্দুব ﷺ বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, “তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?” বর্ণনাকারী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, “গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, ‘চলুন।’ আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ ক’রে তা পুনরায় নিয়ে

আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। (তিনি বলেন,) আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কী?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর ঐ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপর দিকের সাথেও করছে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মত আচরণ করছে। (তিনি বলেন,) আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যেন তিনি বললেন,) আর সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার ক'রে উঠছে। আমি বললাম, 'এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বললেন,) নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। আর ঐ সাঁতার-রত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে আবার

সাঁতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং এমন একজন কুৎসিত ব্যক্তির কাছে এসে পৌছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুৎসিত বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ লোকটি কে?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা সবুজ-শ্যামল বাগানে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে বসন্তের সব রকমের ফুল রয়েছে আর বাগানের মাঝে এত বেশী দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, আকাশে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আবার দেখলাম, তার চারদিকে এত বেশী পরিমাণ বালক-বালিকা রয়েছে, যত বেশী পরিমাণ আর কখনোও আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, 'উনি কে? এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা বিশাল (বাগান বা) গাছের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমন বড় এবং সুন্দর (বাগান বা) গাছ আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলল, 'এর উপরে চড়ুন।' আমরা উপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইঁটের তৈরী একটি শহরে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে কতক লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করল, যাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল, যত সুন্দর তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। আর অর্ধেক শরীর এত কুৎসিত ছিল যত কুৎসিত তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, 'যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়।' আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী। তার পানি যেন ধপধপে সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর ওরা আমাদের কাছে ফিরে এল। দেখা গেল, তাদের ঐ কুশ্রী রূপ দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। (তিনি বলেন,) তারা আমাকে বলল, 'এটা জান্নাতে আদ্ন এবং ওটা আপনার বাসস্থান।' (তিনি বলেন,) উপরের দিকে আমার

দৃষ্টি গেলে, দেখলাম ধপধপে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তারা আমাকে বলল, 'ঐটা আপনার বাসগৃহ।' (তিনি বললেন,) আমি তাদেরকে বললাম, 'আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি এতে প্রবেশ করি।' তারা বলল, 'আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়।'

আমি বললাম, 'আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী?' তারা আমাকে বলল, 'আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ ক'রে--তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।

আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছে দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সূদখোর।

আর ঐ কুৎসিত ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে হল মালেক (ফিরিশ্তা); জাহান্নামের দারোগা।

আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন। তিনি হলেন ইব্রাহীম ﵇। আর তাঁর চারপাশে যে বালক-বালিকারা ছিল, ওরা হল তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।"

বারক্বানীর বর্ণনায় আছে, "ওরা তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে (মৃত্যুবরণ করেছে)।" তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি (সেখানে আছে)?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও (সেখানে আছে)।

আর ঐ সব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুৎসিত ছিল, তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন।" *(বুখারী ১৩৮৬নং)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﵁ বলেন, এক ব্যক্তি ছিল, যখন সে স্বপ্ন দেখত, তখনই তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করত। সুতরাং আমিও আশা করলাম যে, যদি আমি কোন স্বপ্ন দেখতাম, তাহলে তা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করতাম। আমি ছিলাম নব্য তরুণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমি মসজিদে শয়ন করতাম। একদা স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্তা আমাকে ধরে নিয়ে দোযখের দিকে গেলেন। দেখলাম তা যেন কুয়ার পাড় বাঁধানোর মতো পাড় বাঁধানো এবং কুয়ার মতোই তার দুটি খুঁটি রয়েছে। আর তাতে রয়েছে এমন লোক, যাদেরকে আমি চিনি। সুতরাং আমি 'আঊযু বিল্লাহি মিনান্নার' বলতে লাগলাম। অতঃপর অন্য এক ফিরিশ্তা আমাদের সাথে মিলিত হলেন এবং আমাকে বললেন, 'ভয় পেয়ো না।' *(বুখারী ১১২১, মুসলিম ৬৫২৫নং)*

১৩। মু'মিনদের সপক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

প্রয়োজনে ফিরিশ্তা মু'মিনদের দলে যোগদান ক'রে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে অবিচলিত রাখেন। মহান আল্লাহ বদর যুদ্ধে প্রচুর সংখ্যক ফিরিশ্তা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ} (٩)

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি তা কবুল ক'রে (বলে) ছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিশ্তা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।" *(আন্ফাল ঃ ৯)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٣) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ (١٢٤) بَلَى

إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ} (١٢٥) سورة آل عمران

"নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (স্মরণ কর) যখন তুমি বিশ্বাসিগণকে বলেছিলে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার প্রেরিত ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তাহলে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না?' অবশ্যই, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার (বিশেষরূপে) চিহ্নিত ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।" *(আলে ইমরান ঃ ১২৩-১২৫)*

মহানবী ﷺ বদর ও উহুদ যুদ্ধের দিন সাহাবাগণকে বলেছিলেন,

(هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ).

"এ হলেন জিবরীল, তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে আছেন। তাঁর দেহে আছে যুদ্ধের সরঞ্জাম।" *(বুখারী ৩৯৯৫, ৪০৪১নং)*

মহান আল্লাহ উক্ত সাহায্যের যৌক্তিকতা বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

{وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١٠) سورة الأنفال

"আল্লাহ এটা করেছেন কেবল তোমাদেরকে শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহর নিকট হতেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" *(আনফাল ঃ ১০)*

তিনি আরো বলেন,

{إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} (١٢) الأنفال

"স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্তাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা বিশ্বাসিগণকে অবিচলিত রাখ। যারা অবিশ্বাস করে, আমি অচিরেই তাদের হৃদয়ে আতঙ্ক

প্রক্ষেপ করব। সুতরাং তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং আঘাত কর তাদের সর্বাঙ্গে।" (আন্ফাল ঃ ১২)

{وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١٢٦) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ} (١٢٧)

"আর এ (সাহায্যকে) তো আল্লাহ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন, যাতে তোমাদের মন শান্তি পায় এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকেই আসে। এই জন্য যে, তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করেন; ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়।" *(আলে ইমরান ঃ ১২৬-১২৭)*

ফিরিশ্তার ঘোড়া হাঁকানো এবং কাফেরকে চাবুক মারার শব্দ সাহাবাগণ শুনেছেন। বদর যুদ্ধে মুসলিমদের এক আনসারী ব্যক্তি মুশরিকদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করছিল। হঠাৎ সে তার উপরে চাবুকের শব্দ শুনতে পেল এবং অশ্বারোহীর শব্দ (ঘোড়া হাঁকানোর শব্দ) শুনতে পেল, 'অগ্রসর হও হাইযূম।' অতঃপর সে মুশরিককে তার সামনে দেখতে পেল, সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। লক্ষ্য করল, মুশরিকের নাক বিক্ষত হয়েছে এবং তার মুখমন্ডল ছিঁড়ে গেছে। যেন চাবুকের আঘাত পড়েছে, ফলে পুরোটা সবুজ (বা কালো) হয়ে গেছে। আনসারী এসে নবী ﷺ-কে ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন,

« صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ».

"ঠিক বলেছ, এ ছিল তৃতীয় আসমান থেকে সাহায্য।" *(মুসলিম ৪৬৮-৭নং)*

ফিরিশ্তা অন্য যুদ্ধেও শরীক হয়েছেন। খন্দকের যুদ্ধে তাঁদের শরীক হওয়াকে মহান আল্লাহ মুসলিমদের প্রতি একটি নিয়ামত ও অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا} (٩) سورة الأحزاب

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের

বিরুদ্ধে ঝড় এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার দ্রষ্টা।” *(আহযাবঃ ৯)*

উক্ত আয়াতে অদৃশ্য সৈন্য বলে ফিরিশ্তাকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দক থেকে ফিরে এসে অস্ত্র নামিয়ে রেখে গোসল করলে জিবরীল ﷵ এসে নিজ মাথা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তাঁকে বললেন, “আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন? আল্লাহর কসম! আমরা রাখিনি। ওদের দিকে বের হয়ে চলুন। নবী ﷺ বললেন, “কাদের দিকে?” জিবরীল ﷵ বানূ কুরাইযার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ৪১১৭, মুসলিম ৪৬৯৭নং)*

সুতরাং তাঁরা বের হয়ে গেলেন। আনাস ؓ বলেন, ‘আমি যেন বানূ গানমের গলিতে জিবরীল-বাহিনীর (গমনে উত্থিত) ধুলো উড়তে দেখছি, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ কুরাইযার দিকে চলতে লাগলেন।’ *(বুখারী ৪১১৮নং)*

কিন্তু বর্তমানে নবী ব্যতিরেকে কি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মহান আল্লাহ ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করবেন?

হয়তো অনেকে বলবেন,

‘আজ ভী হো জো ইব্রাহীম সা ঈমাঁ পয়দা,
আগ কর সকতী হ্যায় আন্দাযে গুলিস্তাঁ পয়দা।’

আমরা বলি, ‘আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান?’

১৪। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফিরিশ্তার সংরক্ষা

ইসলামের শুরুতে যখন কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মারতে চাইত অথবা কষ্ট দিতে চাইত, তখন ফিরিশ্তা তাঁর প্রতিরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

একদা আবূ জাহল বলল, ‘তোমাদের সামনে কি মুহাম্মাদ নিজ চেহারা মাটিতে রাখে?’ বলা হল, ‘হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘লাত-উয্যার কসম! আমি যদি তাকে তা করতে দেখি, তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দলব। অথবা তার চেহারাকে মাটিতে রগড়ে দেব।’ অতঃপর এক সময় সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। সে তাঁর ঘাড়ে পা রেখে দলার ইচ্ছা করল। কিন্তু অকস্মাৎ লোকেরা দেখল, সে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে ফিরে আসছে এবং নিজ দুই হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তারা তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, ‘আমার ও ওর মাঝে আগুনের পরিখা,

বিভীষিকা ও পক্ষরাজি ছিল।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ও যদি আমার নিকটবর্তী হতো, তাহলে ফিরিশ্তা ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক’রে দিতেন।” (মুসলিম ৭২৪৩নং)

১৫। নেক মু’মিনদের সংরক্ষা ও তাদেরকে বিপদমুক্তকরণে ফিরিশ্তা

কখনো কখনো মহান আল্লাহ নবী ছাড়া নেক মু’মিনদের রক্ষার জন্য ফিরিশ্তা প্রেরণ করে থাকেন। যেমন মা হাজেরা ও ইসমাঈলের রক্ষার জন্য জিবরীলকে প্রেরণ করেছিলেন।

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ইব্রাহীম ﷺ ইসমাঈলের মা (হাজার; যা বাংলায় প্রসিদ্ধ হাজেরা) ও তাঁর দুধের শিশু ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে কা’বা ঘরের নিকট এবং যমযমের উপরে একটি বড় গাছের তলে (বর্তমান) মসজিদের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় তাঁদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল জনমানব, না ছিল কোন পানি। সুতরাং সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইব্রাহীম ﷵ ফিরে যেতে লাগলেন। তখন ইসমাঈলের মা তাঁর পিছু পিছু ছুটে এসে বললেন, ‘হে ইব্রাহীম! আমাদেরকে এমন এক উপত্যকায় ছেড়ে দিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সঙ্গী-সাথী আর না আছে অন্য কিছু?’ তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু ইব্রাহীম ﷵ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আল্লাহ কি আপনাকে এর হুকুম দিয়েছেন?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘হ্যাঁ।’ উত্তর শুনে হাজেরা বললেন, ‘তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না।’ অতঃপর হাজেরা ফিরে এলেন।

ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন। পরিশেষে যখন তিনি (হাজূনের কাছে) সানিয়্যাহ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি কা’বা ঘরের দিকে মুখ ক’রে দু’হাত তুলে এই দুআ করলেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী ক’রে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের

জীবিকার ব্যবস্থা কর; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।” *(সূরা ইব্রাহীম ৩৭ আয়াত)*

(অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন।) ইসমাঈলের মা শিশুকে দুধ পান করাতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে ঐ মশকের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজেও পিপাসিত হলেন এবং (ঐ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন, (পিপাসায়) শিশুটি মাটির উপর ছটফট্ করছে। শিশু পুত্রের (এ করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তার পক্ষে সহ্য হচ্ছিল না। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রের নিকটতম পর্বত হিসাবে ‘স্বাফা’কে পেলেন। তিনি তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে মুখ ক’রে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন স্বাফা পর্বত থেকে নেমে আসলেন। অতঃপর যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন আপন পিরানের (ম্যাক্সির) নিচের দিক তুলে একজন শ্রান্তক্লান্ত মানুষের মত দৌড়ে উপত্যকা পার হলেন। অতঃপর ‘মারওয়া’ পাহাড়ে এসে তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক’রে কাউকে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। (এইভাবে তিনি পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে) সাতবার (আসা-যাওয়া) করলেন। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “এ কারণে (হজ্জের সময়) হাজীগণের এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।”

এভাবে শেষবার যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি নিজেকেই বললেন, ‘চুপ!’ অতঃপর তিনি কান খাড়া ক’রে ঐ আওয়াজ শুনতে লাগলেন। আবারও সেই আওয়ায শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, ‘তোমার আওয়াজ তো শুনতে পেলাম। এখন যদি তোমার কাছে সাহায্যের কিছু থাকে, তবে আমাকে সাহায্য কর।’ হঠাৎ তিনি যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে (জিব্রীল) ফিরিশ্তাকে দেখতে পেলেন। ফিরিশ্তা তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে অথবা নিজ ডানা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি প্রকাশ পেল। হাজেরা এর চার পাশে নিজ হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে তাকে হওযের রূপদান

করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার ভরা শেষ হলেও পানি উথলে উঠতে থাকল।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের উপর করুণা বর্ষণ করুন। যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন। অথবা যদি তিনি অঞ্জলি দিয়ে মশক না ভরতেন, তবে যমযম (কূপ না হয়ে) একটি প্রবহমান ঝর্ণা হত।”

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হাজেরা নিজে পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফিরিশ্তা তাঁকে বললেন, ‘ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা, এখানেই মহান আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনর্নির্মাণ করবেন। আর আল্লাহ তাঁর খাস লোককে ধ্বংস করেন না।’ ঐ সময় বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘরের পরিত্যক্ত স্থানটি) যমীন থেকে টিলার মত উঁচু হয়ে ছিল। স্রোতের পানি এলে তার ডান-বাম দিয়ে বয়ে যেত। *(বুখারী ৩৩৬৪নং)*

তফসীর ইবনে কাষীরে উল্লিখিত একটি নেক লোকের কাহিনী এই শ্রেণীর হতে পারে। তিনি দিমাশ্ক থেকে যাবাদানী পর্যন্ত খচ্চরের মাধ্যমে লোক বহনের কাজ করতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁর খচ্চরে সওয়ার হয়ে এক দুর্গম পথে পৌঁছে তাঁকে বলল, ‘এই পথ ধরে চল, এটা কাছে হবে।’ তিনি বললেন, ‘এ পথ আমি এখতিয়ার করি না।’ সে জোর দিয়ে বলল, ‘বরং এটাই সংক্ষিপ্ত রাস্তা।’

সুতরাং সেই পথ ধরেই চলতে লাগলেন। পরিশেষে এক পাথুরে জায়গা ও গভীর উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন। সেখানে মরা মানুষের কঙ্কাল দেখা যাচ্ছিল। অকস্মাৎ সে তাঁকে বলল, ‘খচ্চরের লাগামটা ধর, আমি নামব।’

সুতরাং সে নেমে কাপড় গুটিয়ে একটি ছুরি বের ক’রে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হল। তিনি বাঁচার জন্য তার সামনে থেকে পালাতে লাগলেন। কিন্তু পথ কোথায়? তিনি ডাকাতটিকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে বললেন, ‘তুমি খচ্চর ও তার পিঠে যা আছে, সব গ্রহণ কর। আমাকে ছেড়ে দাও।’

সে বলল, ‘ও তো আমারই। আমি তোমাকেও খুন করতে চাই।’

তিনি আবারও আল্লাহর ভয় দেখালেন এবং শাস্তিরও ভয় দেখালেন। কিন্তু সে সম্মত হল না।

পরিশেষে তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন এবং বললেন, 'ঠিক আছে, আমাকে অবকাশ দাও, আমি দুই রাকআত নামায পড়ে নিই।'

সে বলল, 'তাহলে তাড়াতাড়ি কর।'

সুতরাং তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর কুরআন মনে এল না। চেষ্টা সত্ত্বেও ভয়ে যেন সব উড়ে গেছে। হয়রান ও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর ডাকাত বলতে থাকল, 'তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।'

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাঁর মুখে একটি আয়াত প্রকাশ করলেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। (নাম্‌ল ঃ ৬২)

কিছুক্ষণের মধ্যেই উপত্যকার সম্মুখ ভাগ থেকে একজন ঘোড়-সওয়ার ব্যক্তি বর্শা হাতে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। অপেক্ষা না করে সে ডাকাতটিকে বর্শাবিদ্ধ করল। আর সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

নেক লোকটি ঘোড়-সওয়ারের কাছে জানতে চাইলেন, 'আল্লাহর কসম! কে আপনি?'

সে বলল, 'আমি তাঁর দূত, "যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন।"

সুতরাং তিনি নিরাপদে নিজ খচ্চর-সহ বাড়ি ফিরলেন। বলা বাহুল্য, তিনি ছিলেন একজন ফিরিশ্‌তা। আর আল্লাহই ভালো জানেন। *(তফসীর ইবনে কাষীর দ্রঃ)*

১৬। নেক লোকেদের জানাযায় ফিরিশ্‌তার অংশগ্রহণ

এ ব্যাপারে সহাবী সা'দ বিন মুআয ﷺ-এর জানাযা প্রসিদ্ধ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(هذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الملاَئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ).

"এই ব্যক্তি, যার (মৃত্যুর) জন্য আরশ কম্পিত হয়েছে, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং তার জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা উপস্থিত হয়েছেন, তাকেও একবার চেপে ধরা হয়েছে। অতঃপর মুক্তি দেওয়া হয়েছে।" *(সহীহ নাসাঈ ১৯৪২নং)*

সওয়ার হয়ে জানাযার সাথে যাওয়া ঠিক নয়, যেহেতু ফিরিশ্‌তা সঙ্গে থাকেন। সওবান ﷺ বলেন, 'একদা আল্লাহর রসূল ﷺ কোন জানাযার সাথে যাচ্ছিলেন। তাঁর নিকট এক সওয়ারী পেশ করা হলে তিনি তাতে চড়তে রাজী হলেন না। অতঃপর ফেরার পথে সওয়ারী পেশ করা হলে তিনি তাতে সওয়ার হলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "ফিরিশ্তাবর্গ পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাই তাঁরা পায়ে হেঁটে যাবেন আর আমি সওয়ার হয়ে যাব, তা চাইলাম না। অতঃপর তাঁরা ফিরে গেলে আমি সওয়ার হলাম।" *(আবু দাউদ ২৭৬৩, হাকেম ১/৩৫৫, বাইহাকী ৪/২৩)*

১৭। শহীদকে ফিরিশ্‌তার নিজ ডানা দ্বারা ছায়াদান

সাহাবী জাবের ﷺ বলেন, 'যখন আমার পিতা (আব্দুল্লাহ) ইন্তিকাল করলেন, তখন আমি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। এ দেখে সকলে আমাকে নিষেধ করল। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেননি। অতঃপর নবী ﷺ-এর আদেশক্রমে তাঁর জানাযা উঠানো হল। এতে আমার ফুফু ফাতেমা কাঁদতে শুরু করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "কাঁদো অথবা না কাঁদো, ওর লাশ উঠানো পর্যন্ত ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের পক্ষ দ্বারা ওকে ছায়া করে রেখেছিলেন।" *(বুখারী ১১৬৭, মুসলিম ৪৫১৭, প্রমুখ)*

১৮। সিন্দুক বহনকারী ফিরিশ্‌তা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}

অর্থাৎ, তাদের নবী তাদেরকে আরও বলল, 'নিশ্চয় তাঁর রাজত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক আসবে; যাতে আছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য প্রশান্তি এবং কিছু

পরিত্যক্ত জিনিস যা মূসা ও হারূনের বংশধরগণ রেখে গেছে; ফিরিশ্তাগণ সেটি বহন করে আনবে। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।' (বাক্বারাহ ঃ ২৪৮)

এ ছিল দাউদ নবী ﷺ-এর যুগের ঘটনা। বানী ইস্রাঈলকে নিদর্শন দেখানো হয়েছিল, যাতে তারা নিশ্চিত হয় যে, তালূত হল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত রাজা।

১৯। মক্কা-মদীনাকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করতে প্রহরী ফিরিশ্তা

মানুষের ইতিহাসে দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় ও ভীষণ। তাকে ক্ষমতা দেওয়া হবে, সে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবে। কিন্তু মক্কা ও মদীনা প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لَيسَ مِنْ بَلَدٍ إلاَّ سَيطَؤُهُ الدَّجَّالُ إلاَّ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إلاَّ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا ، فَيَنْزِلُ بالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)) .

"মক্কা ও মদীনা ব্যতীত অন্য সব শহরেই দাজ্জাল প্রবেশ করবে। মক্কা ও মদীনার গিরিপথে ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উক্ত শহরদ্বয়ের প্রহরায় রত থাকবেন। দাজ্জাল (মদীনার নিকটস্থ) বালুময় লোনা জমিতে অবতরণ করবে। সে সময় মদীনা তিনবার কেঁপে উঠবে। মহান আল্লাহ সেখান থেকে প্রত্যেক কাফের ও মুনাফিককে বের ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম ৭৫৭৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ).

"মদীনায় মাসীহ দাজ্জালের আতঙ্ক প্রবেশ করবে না। সেদিন তার সাতটি প্রবেশপথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশপথে দুটি ক'রে ফিরিশ্তা (পাহারা) থাকবেন।" *(বুখারী ১৮৭৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ » .

"মদীনার প্রবেশপথসমূহে ফিরিশ্তা (পাহারা) আছেন, তাতে না প্লেগরোগ প্রবেশ করবে, না দাজ্জাল।" *(বুখারী ১৮৮০, মুসলিম ৩৪১৬নং)*

২০। ফিরিশ্তার সাহচর্যে ঈসা ﷺ-এর অবতরণ

নাওয়াস বিন সামআনের বর্ণনায় মহানবী ﷺ বলেছেন,

(فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ).

"দাজ্জাল এরূপ কর্ম-কান্ডে মগ্ন থাকবে। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ তাআলা মসীহ বিন মারয়্যাম ﷺ-কে পৃথিবীতে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বে অবস্থিত শ্বেত মিনারের নিকট অর্স ও জাফরান মিশ্রিত রঙের দুই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফিরিশ্তার ডানাতে হাত রেখে অবতরণ করবেন।" *(মুসলিম ৭৫৬০নং)*

২১। শাম দেশের উপর ফিরিশ্তার ডানা বিছানো

যায়দ বিন সাবেত আনসারী কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "শামের জন্য কতই না কল্যাণ! শামের জন্য কতই না কল্যাণ!" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কেন?' তিনি বললেন,

(لأَنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِ).

"যেহেতু দয়াময় (আল্লাহ)র ফিরিশ্তা তার উপরে ডানা বিছিয়ে আছেন।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ৫০৩নং)*

২২। ফিরিশ্তার কথা ও বান্দার কথা একাকার হলে গোনাহ মাফ

মহানবী ﷺ বলেন, "ইমাম যখন 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্যা-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা 'আমীন' বল। কারণ, ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন' বলে থাকেন। আর ইমামও 'আমীন' বলে। (অন্য এক বর্ণনা মতে) ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়, (অন্য এক বর্ণনায়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে 'আমীন' বলে এবং ফিরিশ্তাবর্গ আকাশে

‘আমীন’ বলেন, আর পরস্পরের ‘আমীন’ বলা একই সাথে হয়, তখন তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হয়।” *(বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুসলিম, আবূ দাউদ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, দারেমী)*

তিনি আরো বলেছেন,

(إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

“ইমাম যখন ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলে, তখন তোমরা ‘রাব্বানা লাকাল হাম্দ’ বল। যেহেতু যার কথা ফিরিশ্তার কথার সাথে হয়, তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।” (বুখারী ৭৯৬, মুসলিম ৯৪০নং)

ফিরিশ্তার প্রতি মু’মিনদের কর্তব্য

ফিরিশ্তার প্রতি ঈমান আনা ঈমানের দ্বিতীয় রুক্ন। তাঁরা মহান আল্লাহর মনোনীত বান্দা। তাঁর কাছে রয়েছে তাঁদের বিশাল মর্যাদা। তাই প্রত্যেক মু’মিনের কাছে তাঁরা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। তাই তাঁদের ব্যাপারে মুসলিমের রয়েছে পালনীয় কর্তব্য। নিম্নে তা সবিশদ উল্লিখিত হল ঃ-

১। তাঁদেরকে গালি না দেওয়া

ফিরিশ্তাকে কোনভাবে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়। তাঁদেরকে গালি দেওয়া বা তাঁদের শানে এমন কথা বলা বৈধ নয়, যাতে তাঁদের সম্মানহানি হয়।

আল্লামা সুয়ূত্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, কাযী ইয়ায ‘শাফা’ গ্রন্থে বলেছেন, সাহনূন বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন ফিরিশ্তাকে গালি দেবে, তার শাস্তি হল হত্যা।’

আবুল হাসান ক্বাবেসী বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরের জন্য বলবে, ‘ওর চেহারা যেন ক্রোধান্বিত মালেকের চেহারা।’ অতঃপর যদি জানা যায় যে, সে ফিরিশ্তার নিন্দা করছে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

ক্বারাফী মালেকী বলেন, জেনে রেখো যে, প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত (মুসলিমের) জন্য সকল নবীর প্রতি শ্রদ্ধা রাখা ওয়াজেব। তদনুরূপ সকল ফিরিশ্তার প্রতিও। যে ব্যক্তি তাঁদের কোন প্রকার সম্ভ্রমহানি করবে, সে কাফের হয়ে

যাবে। তাতে তা ইঙ্গিতে হোক অথবা স্পষ্টভাবে হোক। সুতরাং যদি কেউ কঠোর চিত্তের মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, ‘অমুক জাহান্নামের রক্ষী মালেকের চাইতেও কঠোর-হৃদয়!’ অথবা কোন বিকৃত চেহারার কুৎসিত মানুষ দেখে বলে, ‘এ তো মুনকির-নাকীরের চাইতেও বীভৎস!’ তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যদি ফিরিশ্তার উক্ত গুণাবলীকে তাচ্ছিল্য করা উদ্দেশ্য থাকে। (আল-হাবাইক ২৫৪পৃঃ)

২। অবাধ্যাচরণ করে তাঁদেরকে কষ্ট না দেওয়া

ফিরিশ্তাকে সব চাইতে বেশি যে জিনিস কষ্ট দেয়, তা হল পাপাচরণ, কুফরী ও শির্ক। এই জন্য ফিরিশ্তার জন্য মু’মিন বান্দার সব চাইতে বড় উপহার হল, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে না, তাঁর নিয়মিত ইবাদত করবে এবং তাঁর ক্রোধ ও রোষ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

এই জন্যই ফিরিশ্তা সেই সকল স্থানে প্রবেশ করেন না, যে সকল স্থানে মহান আল্লাহর নাফরমানী করা হয়, এমন জিনিস পাওয়া যায়, যা মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। যেমন মূর্তি, ছবি ইত্যাদি।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ ».

“আল্লাহর (রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি বা ছবি থাকে।” *(বুখারী ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

« لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ ».

“সেই কাফেলার সঙ্গে (রহমতের) ফিরিশ্তা থাকেন না, যাতে কুকুর কিংবা ঘুঙুর থাকে।” *(মুসলিম ৫৬৬৮নং)*

(ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهُمُ الملائِكَةُ : الجُنُبُ وَالسَّكْرانُ والمُتَضَمِّخُ بالزَّعْفَرانِ).

“(রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; নাপাক ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তি এবং খালূক (মহিলাদের প্রসাধন) মাখা ব্যক্তি।” *(বাযযার, সহীহ তারগীব ১৬৭নং)*

আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, ফিরিশ্তা কাফেরের লাশেরও নিকটবর্তী হন না। *(৪১৮০নং)*

৩। মানুষের মুখের গন্ধে ফিরিশ্‌তা কষ্ট পান

মানুষ যাতে কষ্ট পায়, ফিরিশ্‌তাও তাতে কষ্ট পান। বিশেষ ক'রে মানুষের মুখের গন্ধে এবং নামাযের অবস্থায়, যেহেতু সে সময় তাঁরা তার মুখের কাছাকাছি থাকেন।

আলী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি দাঁতন আনতে আদেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন নামায পড়তে দণ্ডায়মান হয়, তখন ফিরিশ্তা তার পিছনে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফিরিশ্তা তার নিকটবর্তী হন; পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফিরিশ্তার পেটে প্রবেশ করে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।" *(বায্‌যার, সহীহ তারগীব ২ ১০নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ».

"যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ, রসূন এবং লীক পাতা খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা, ফিরিশ্তাগণ সেই জিনিসে কষ্ট পান, যে জিনিসে আদম-সন্তান কষ্ট পায়।" *(মুসলিম ১২৮-২নং)*

৪। থুথু ফেলে ফিরিশ্‌তাকে কষ্ট দেওয়া

বিশেষ ক'রে নামাযে নামাযীর ডান দিকে বিশেষ ফিরিশ্‌তা অবস্থান করেন। তাই সে অবস্থায় থুথু ফেলার প্রয়োজন হলে ডান দিকে ফেলা যাবে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا).

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কারণ সে তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ (মুনাজাত) করে; যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় থাকে। তার ডান দিকেও

যেন থুথু না ফেলে, কারণ ডানে থাকেন এক ফিরিশ্‌তা। সুতরাং সে যেন বাম দিকে থুথু ফেলে অথবা পায়ের নিচে ফেলে দাফন ক'রে দেয়।" *(বুখারী ৪১৬নং)*

(এ নির্দেশ মাটির মেঝের জন্য।)

৫। সকল ফিরিশ্‌তাকে ভালোবাসা

মুসলিম সকল ফিরিশ্‌তার প্রতি ভালোবাসা রাখে, তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। যেহেতু তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহর নেক বান্দা। তাঁরা তাঁর আদেশ নির্দ্বিধায় পালন করেন, তাঁর নিষেধ সরল মনে মেনে চলেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে কেউ মুসলিমের বন্ধু, আর কেউ শত্রু নন। বরং সবাই মু'মিনের বন্ধু।

কিছু ইয়াহুদী আলেম নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে বলল, 'আপনি যদি আমাদের (প্রশ্নের) সঠিক উত্তর দেন, তাহলে আমরা ঈমান আনব। কারণ, নবী ছাড়া তার উত্তর কেউ দিতে পারবে না।' তিনি যখন তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দিলেন, তখন তারা বলল, 'আপনার নিকট অহী কে আনে?' তিনি বললেন, 'জিব্রাঈল।' শুনে তারা বলল, 'জিব্রাঈল তো আমাদের শত্রু। সে-ই তো যুদ্ধ, হত্যা এবং আযাব নিয়ে অবতরণ করে।' আর এই বাহানায় তারা রসূল ﷺ-এর নবুঅতকে মেনে নিতে অস্বীকার ক'রে বসল। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করলেন,

{قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧) مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ} (٩٨) سورة البقرة

"(হে নবী!) বল, 'যে জিব্রাঈলের শত্রু হবে সে জেনে রাখুক, সে (জিব্রাঈল) তো আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দেয়, যা তার পূর্ববর্তী কিতাব (ধর্মগ্রন্থ)সমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য যা পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।' যে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তা (দূত)গণের, রসূল (প্রেরিত পুরুষ)গণের, জিব্রাঈল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শত্রু।" (বাক্বারাহ ঃ ৯৭-৯৮)

কাফের-ফাসেকদের ক্ষেত্রে ফিরিশ্তার ভূমিকা

পূর্বের বহু আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, কাফের-ফাসেকদের ক্ষেত্রে ফিরিশ্তাবর্গের কী ভূমিকা হতে পারে। ফিরিশ্তাবর্গ মু'মিনদেরকে ভালোবাসেন, অত্যাচারী ও অপরাধী কাফের-ফাসেককে ভালোবাসেন না। বরং তাদেরকে ঘৃণা করেন ও তাদের জন্য আযাব নিয়ে অবতীর্ণ হন। তাদের হৃদয়ে আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করেন এবং মু'মিনদের সপক্ষে থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

এখানে তাদের প্রতি ফিরিশ্তার আরো কিছু কর্তব্য বিবৃত হল ঃ-

১। কাফেরদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা

যখনই কোন নবীকে তাঁর সম্প্রদায় মিথ্যাজ্ঞান, অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে এবং তারা তাতে অটল থেকেছে, তখনই মহান আল্লাহ ফিরিশ্তার মাধ্যমে তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেছেন।

২। ফিরিশ্তার মাধ্যমে লূত নবী عليه السلام-এর কওমের ধ্বংস

লূত عليه السلام যে জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা ছিল এমন অপরাধী, যে অপরাধ ছিল পৃথিবীতে প্রথম এবং তা ছিল প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম ও বিকৃত রুচির বহিঃপ্রকাশ। তারা ছিল গোপনে ও প্রকাশ্যে সমকামিতার নেশায় বিভোল। নবীর নিষেধ সত্ত্বেও তারা বিরত হলো না। পরিশেষে মহান আল্লাহ পরীক্ষা স্বরূপ সুদর্শন তরুণের রূপে কতিপয় ফিরিশ্তা প্রেরণ করলেন নবীর কাছে। নবী তাঁদেরকে মেহমান রূপে বরণ করলেন। তখনও তাঁদের ব্যাপারে তাঁর জাতির কাছে খবর ছিল না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যেহেতু স্বামীর প্রতিকূলে ছিল, সেহেতু সে সুন্দর তরুণ মেহমানদের কথা বাইরের লোককে খবর ক'রে দিল। তখন তারা সত্বর সেই তরুণদের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার জন্য লূত عليه السلام-এর ঘরে উপস্থিত হলো। তিনি তাদেরকে বুঝাবার ও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা ছিল দুর্দম দুষ্কৃতী। পরিশেষে ফিরিশ্তা নিজেদের আত্মপরিচয় দিয়ে তাদের উচিত শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। মহান আল্লাহ

কুরআন মাজীদের কয়েক জায়গায় সেই হতভাগা জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে এক জায়গায় বলেছেন,

{وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٧٩) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ....}

"আর যখন আমার ফিরিশ্তারা লূতের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তাদের ব্যাপারে চিন্তান্বিত হল এবং তাদের কারণে তার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর বলল, 'আজকের দিনটি অতি কঠিন।' আর তার সম্প্রদায় তার কাছে ছুটে এল এবং তারা পূর্ব হতে কুকর্ম করেই আসছিল; লূত বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! (তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতম। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের ব্যাপারে লাঞ্ছিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভালো মানুষ নেই?' তারা বলল, 'তুমি নিশ্চয় জানো যে, তোমার এই কন্যাগুলিতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জানো।' সে বলল, 'হায়! যদি তোমাদের উপর আমার শক্তি থাকত, অথবা আমি কোন দৃঢ় স্তম্ভের (শক্তিশালী দলের) আশ্রয় নিতে পারতাম।' তারা বলল, 'হে লূত! আমরা তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত (ফিরিশ্তা), ওরা কখনই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না।" *(হূদ ঃ ৭৭-৮১)*

ইবনে কাষীর বলেছেন, (ঐতিহাসিকগণ) উল্লেখ করেছেন যে, জিবরীল عليه السلام নিজের ডানা দিয়ে তাদের চেহারায় ঝাপট মারলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ} (٣٧) سورة القمر

"তারা তার নিকট হতে তার মেহমানদের ব্যাপারে ফুসলাতে লাগল, তখন আমি তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলাম (এবং বললাম,) 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম!" *(ক্বামার ঃ ৩৭)*

অতঃপর লূত عليه السلام-কে ফিরিশ্তা নির্দেশ দিলেন,

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} (٨٣)

“অতএব তুমি রাত্রির কোন এক ভাগে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে (অন্যত্র) চলে যাও। তোমাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে, কিন্তু তোমার স্ত্রী নয়, তার উপরেও ঐ (আযাব) আসবে, যা অন্যান্যদের উপরে আসবে। তাদের (শাস্তির) নির্ধারিত সময় হল প্রভাতকাল; প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?’ অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি ঐ ভূ-খন্ডের উপরিভাগকে নীচে ক’রে দিলাম এবং তার উপর ক্রমাগত ঝামা পাথর বর্ষণ করলাম। যা বিশেষরূপে চিহ্নিত করা ছিল তোমার প্রতিপালকের নিকট; আর ঐ (জনপদ)গুলি এই যালেমদের নিকট হতে বেশী দূরে নয়।” *(হূদ ঃ ৮১-৮৩)*

৩। কাফেরদেরকে অভিশাপ দেওয়া

ফিরিশ্তা কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না। উপরন্তু তাঁরা তাদেরকে অভিশাপ দেন, যেহেতু তারা আল্লাহর দুশমন, তাঁর রাসূলের দুশমন এবং মু’মিনদের দুশমন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (١٦١) سورة البقرة

“নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে (কাফের) এবং অবিশ্বাসী (কাফের) থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাগণ এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত।” (বাক্বারাহ ঃ ১৬১)

{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (٨٧) سورة آل عمران

“বিশ্বাসের পর ও রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে, (সে সম্প্রদায়কে) আল্লাহ কিরূপে সৎপথ প্রদর্শন করবেন? আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। এ সকল লোকের প্রতিফল এই যে, এদের উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ!” *(আলে ইমরান ঃ ৮৬-৮৭)*

শুধু কাফেরই নয়, বরং পাপিষ্ঠ ফাসেক মুসলিমদেরকেও তাঁরা অভিশাপ করে থাকেন। যেমন ঃ-

(ক) হুড়কা মেয়ে

এমন স্ত্রী, যে স্বামীসংসর্গ পছন্দ করে না। স্বামীর খায়-পরে, কিন্তু তার হক আদায় করে না। আর তার সবচেয়ে বড় হক হল বিছানার হক, যৌন-সংসর্গের হক। এই জন্যই মহিলা তার উপস্থিত স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযাও রাখতে পারে না। কিন্তু বহু হতভাগিনী সিজদাযোগ্য সে মানুষটির কদর বুঝে না। ফলে কুকুরের ঘাস পাহারা দেওয়ার মতো তার স্বামীর যৌনসুখে বাধা সৃষ্টি করে। ইঙ্গিতে ডাকলেও আসে না, স্পষ্ট বললেও রাজি হয় না। কোন একটা ওজর দিয়ে পিছল কেটে যায়। ওদিকে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি কাটায়। যৌন-তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে জীবনযাপন করে। এমন মেয়ের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, তার বেহেশ্তী সতীনরা তার জন্য বদ্দুআ করে। আর ফিরিশ্তাবর্গ তার প্রতি অভিশাপ করেন, যেমন তার স্বামীও তাকে আজীবন লানত দেয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ».

“যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তাকে সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন।” *(বুখারী ৩২৩৭, মুসলিম ৩৬১৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে,

« إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ».

"যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে (অন্যত্র) রাত্রিযাপন করে, তখন ফিরিশ্তাবর্গ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।" *(মুসলিম ৩৬১১নং)*

আর এক বর্ণনায় আছে, "সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহবান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।" *(ঐ ৩৬১৩নং)*

সাধারণতঃ এই শ্রেণীর হতভাগ্য মেয়েরা যৌন বিষয়ে শীতল হয় অথবা উপপতির কাছে বেশি যৌনতৃপ্তি পায়।

(খ) যে কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে মুসলিমের প্রতি ইঙ্গিত করে ঃ

যে কোন ছলেই হোক, কোন মুসলিমের দিকে অস্ত্র তুলে ধরা যাবে না। যেহেতু তাকে হত্যা করা বিশাল বড় পাপ। সুতরাং তার দিকে হত্যার ইঙ্গিত করাও বড় পাপ। কেননা হত্যা করার ইচ্ছা না থাকলেও তাতে মুসলিম ভাইকে সন্ত্রস্ত করা হয়। এমনও হতে পারে যে, শয়তানের স্পর্শে তার হাত ফস্‌কে যেতে পারে এবং নিমেষে তাকে আঘাত করতে পারে। বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগের আধুনিক কোন অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত, যা ক্ষুদ্র ভুল বা মৃদু স্পর্শের কারণে অটোমেটিক চালু হয়ে আঘাত হানতে পারে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ».

"তোমাদের কেউ যেন তার কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন ক'রে ইশারা না করে। কেননা, সে জানে না হয়তো শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে দেবে, ফলে (মুসলিম হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।" *(বুখারী ৭০৭২, মুসলিম ৬৮৩৪নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন,

« مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ».

"যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে, সে ব্যক্তিকে ফিরিশ্তাবর্গ অভিশাপ করেন; যতক্ষণ না সে

তা ফেলে দিয়েছে। যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।" *(ঐ ৬৮৩২নং)*

অর্থাৎ, সহোদর ভাই হওয়ার দরুন হত্যার ইচ্ছা বিন্দুমাত্রাও না থাকুক কেন।

(গ) যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে গালি দেয়

কোন সাহাবীকে গালি দেওয়া মহাপাপ। তার উপর সকলের লানত। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

"যে ব্যক্তি আমার সাহাবাকে গালি দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের অভিশাপ।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১২৭০৯নং)*

সেই নামধারী মুসলিমদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হতে পারে, যারা সাহাবীকে গালি দেওয়া নিজেদের দ্বীন ও সওয়াবের সৎ কাজ মনে করে?! (লাআনাহুমুল্লাহ।)

(ঘ) আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে বাধাদানকারী

ইসলামী শরীয়ত মানুষের জন্য জীবন-সংবিধান। এই সংবিধানের কোন ধারা বাস্তবায়ন করতে যে বাধা বা অচলতা সৃষ্টি করবে, তার উপরেও সকলের লানত।

কেউ ইচ্ছাকৃত মানুষ খুন করলে, তার বিধান হল, খুনের বদলে খুন। সুতরাং যে ব্যক্তি সে বিধান বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করবে, তার জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন,

(وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَقَوَدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত (খুনী দ্বারা) খুন হবে, সেই খুনীকে খুনের বদলে খুন করা হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি খুনী ও দন্ডের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের অভিশাপ।" *(আবূ দাউদ, সহীহ নাসাঈ ৪৪৫৬, সহীহ ইবনে মাজাহ ২১৩১নং)*

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি নিজের পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বা অর্থ-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর একটি বিধান বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তার উপর লানত

ও অভিশাপ। তাহলে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পুরো বিধান ও পরিপূর্ণ শরীয়ত বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, তার অবস্থা অনুমেয়।

(ঙ) যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম বা বিদআত করে অথবা দুষ্কৃতী বা বিদআতীকে জায়গা দেয়ঃ

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম করে, আল্লাহর দ্বীনে সীমালংঘন করে, তাঁর শরীয়তে অনাচার সৃষ্টি করে, নতুন কিছু আবিষ্কার করে অথবা এমন লোককে নিজের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়, তাকে প্রশ্রয় দেয়, থাকতে জায়গা দেয়, তার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে, সে অভিশপ্ত।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

“যে ব্যক্তি কোন বিদআত বা দুষ্কর্ম করবে, তা তার নিজের উপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি কোন প্রকার বিদআত (আবিষ্কার) করে অথবা কোন বিদআতী লোককে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।” *(আবূ দাঊদ ৪৫৩২, সঃ নাসাঈ ৪৪১২নং)*

অন্যান্য স্থানের চাইতে মদীনার মান রয়েছে উচ্চে। সেখানে যদি কেউ কোন দুষ্কর্ম করে অথবা বিদআত রচনা করে, তাহলে সেও অনুরূপ অভিশপ্ত। কিয়ামতে তার ফরয-নফল কোন প্রকার ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً ، أَوْ آوَى مُحْدِثاً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً)) .

“আইর থেকে সওর পর্যন্ত মদীনার হারাম-সীমা। এখানে যে ব্যক্তি (ধর্মীয় বিষয়ে) অভিনব কিছু (বিদআত) রচনা করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাদল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না।” *(বুখারী ৬৭৫৫, মুসলিম ৩৩৯৩নং)*

(চ) যে ব্যক্তি মুসলিমের দেওয়া নিরাপত্তাবে বানচাল করেঃ

« ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً ».

“সমস্ত মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাদানের মর্যাদা এক। তাদের কোন নিম্নশ্রেণীর মুসলিম (কাউকে আশ্রয় প্রদানের) কাজ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিমের ঐ কাজকে বানচাল করে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল করবেন না।” (ঐ)

(ছ) যে পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে এবং নিজের বংশ অস্বীকার করেঃ

মহানবী ﷺ বলেন,

« وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ».

“যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে, এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে কোন নফল অথবা ফরয ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।” *(মুসলিম ৩৩৯৩, ৩৮৬৭নং)*

(জ) যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের প্রতি অত্যাচার ও তাদেরকে সন্ত্রস্ত করেঃ

মহানবী ﷺ দুআ ক’রে বলেছেন,

(اللَّهُمَّ مَن ظَلَمَ أَهلَ المَدِينَةِ وَأَخافَهُم فَأَخِفهُ وَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقبَلُ مِنه صَرفٌ وَلاَ عَدل).

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে, তুমি তাকে সন্ত্রস্ত কর। আর তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। তার নিকট থেকে নফল-

ফরয কোন ইবাদতই কবূল করা হবে না।” *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ও কাবীর, সিঃ সহীহাহ ৩৫১নং)*

(ঝ) অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ নেতাঃ

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْش ، مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ مِنْهُمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌوَلاَ عَدْلٌ).

“এই নেতৃত্ব থাকবে কুরাইশদের মাঝে। যতক্ষণ তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করা হলে তারা দয়া করবে, বিচার করলে ইনসাফ করবে, বিতরণ করলে ন্যায়ভাবে করবে। তাদের মধ্যে যে তা করবে না, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। তার নিকট থেকে নফল-ফরয কোন ইবাদতই কবূল করা হবে না।” *(আহমাদ, আবূ য়্যা’লা, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ২৮৫৮নং)*

৪। ফিরিশ্‌তা তাদেরকে ঘৃণা করেন, যাদেরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبداً دَعَا جِبريلَ ، فَقَالَ : إنِّي أُحِبُّ فُلاَناً فأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبريلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ ، فَيقُولُ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاناً فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لهُ القَبُولُ فِي الأَرض ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ ، فَيَقُولُ : إنِّي أُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضْهُ . فَيُبْغِضُهُ جِبريلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضُوهُ ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغْضَاءُ فِي الأَرْض)) .

“আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমি অমুককে ভালোবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালোবাস।’ তখন জিবরীলও তাকে ভালোবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক’রে দেন যে, ‘আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাসো।’ তখন আকাশবাসীরা

তাকে ভালোবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা ক’রে দেওয়া হয়।

আর আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, ‘আমি অমুককে ঘৃণা করি, অতএব তুমিও তাকে ঘৃণা কর।’ তখন জিবরীল তাকে ঘৃণা করতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক’রে দেন যে, ‘আল্লাহ অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন। কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা কর।’ তখন আকাশবাসীরাও তাকে ঘৃণা করতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণ্য করার ব্যবস্থা ক’রে দেওয়া হয়।” *(বুখারী ৩২০৯, মুসলিম ৬৮৭৩নং)*

৫। কাফেরদের ফিরিশ্‌তা দেখতে চাওয়া

কাফেররা রসূলকে অবিশ্বাস করত, আর বিশ্বাসের বিনিময়ে এবং রসূলের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তারা ফিরিশ্‌তা দেখতে চাইত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا (٢١) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} (٢٢) سورة الفرقان

“যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তারা বলে, ‘আমাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন?’ ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ করেছে এবং ওরা গুরুতররূপে সীমালংঘন করেছে। যেদিন তারা ফিরিশ্তাদের প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং ওরা বলবে, ‘রক্ষা কর, রক্ষা কর।” (ফুরক্বান ঃ ২১-২২)

যেদিন ফিশ্‌তার দর্শন হবে, সেদিন তো তাদের জন্য বড় অশুভ দিন। যেদিন তাঁরা তাদের জন্য আযাব নিয়ে অবতরণ করবেন। অথবা মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে ও প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।

অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তার ভূমিকা

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে মানুষের ব্যাপারে ফিরিশ্‌তার বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতেই তাঁদের কর্তব্য শেষ নয়। বরং এ বিশাল বিশ্বের বহু দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতে তাঁদের যে বিভিন্ন ভূমিকা রয়েছে, আমরা এখন তা জানার চেষ্টা করব।

১। আরশ বহন

মহান আল্লাহর আরশ সারা সৃষ্টির সব চাইতে বড় সৃষ্টি। যা সারা সৃষ্টি ও আকাশমন্ডলীকে উপর থেকে পরিবেষ্টন করে আছে। দয়াময় আল্লাহ তার উপরে সমাসীন আছেন। সেই আরশকে আটজন ফিরিশ্‌তা বহন করে আছেন। *(মুখতাসারুল উলু ৭৫পৃঃ)* মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ } (١٧) الحاقة

“ফিরিশ্তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশ্তা তোমার প্রতিপালকের আরশকে তাদের উর্ধ্বে ধারণ করবে।” *(হা-ক্কাহঃ ১৭)*

অনেকে বলেছেন, ‘এ সংখ্যা কিয়ামতের সময়। বর্তমানের আরশবহনকারী ফিরিশ্‌তার সংখ্যা হল চার।’ কিন্তু এ কথার কোন সহীহ দলীল নেই। যে সংখ্যা কিয়ামতের সময়, সে সংখ্যা বর্তমানেও।

তাঁদের বিশালতত্ব সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أُذِنَ لِى أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ ».

অর্থাৎ, আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তামন্ডলীর অন্যতম ফিরিশ্‌তা সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হল সাতশ বছরের পথ। *(আবূ দাউদ ৪৭২৯, সিঃ সহীহাহ ১৫১নং)*

২। পাহাড়ের দায়িত্ব

পাহাড়-পর্বত নিয়ন্ত্রণের কাজেও ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত আছেন।

দাওয়াতের কাজে মক্কায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মহানবী ﷺ বড় আশাবাদী হয়ে তায়েফ সফর করলেন। সেখানে পৌঁছে সাকীফ গোত্রের লোকদিগকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেখানেও তিনি তাদের নিকট থেকে ঔদ্ধত্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কষ্ট ছাড়া অন্য কিছু পেলেন না। সেখানে তিনি (১০ অথবা) ৩০ দিন অবস্থান করলেন। পরিশেষে তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে আঘাত করল। এমনকি তাতে তাঁর পায়ের গোড়ালীদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল। এক্ষণে তিনি মক্কায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফিরার পথে তিনি তায়েফ থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত এক আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় নিলেন এবং সেখানে দুই হাত তুলে এক প্রসিদ্ধ দুআ করলেন।

তিনি বলেন, “আমি তায়েফ থেকে প্রস্থান করলাম। সে সময় আমি নিদারুন বেদনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। ‘ক্বারনুষ যাআলিব’ (বর্তমানে আস-সাইলুল কাবীর; যা রিয়ায ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেদের মীকাত)-এ এসে পরিপূর্ণ চৈতন্যপ্রাপ্ত হই। মাথা তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে। লক্ষ্য করে দেখি তাতে জিবরীল ﷺ রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বললেন, ‘আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে, আল্লাহ তার সবকিছুই শুনেছেন ও দেখেছেন। এক্ষণে তিনি পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তাকে আপনার খিদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে তাঁকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।’ অতঃপর পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তা আমাকে আহবান জানিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ তা শুনেছেন। আর আমি পর্বতের ফিরিশ্তা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ দিন। যদি আপনি চান যে, আমি মক্কার দুই পাহাড়কে একত্রিত করে ওদেরকে পিষে ধ্বংস করে দিই, তাহলে তাই হবে।’ কিন্তু আমি বললাম,

« بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ».

"না, বরং আমি এই আশা করি যে, আল্লাহ ঐ জাতির পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন; যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। *(বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ৪৭৫৪নং)*

৩। মেঘ-বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও রুযী নিয়ন্ত্রণ

মীকাঈল ﷺ বৃষ্টি ও উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণের কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁর সহযোগী ফিরিশ্তা-সহ মহান প্রতিপালকের নির্দেশ পালনে তাঁরা নিরত থাকেন। প্রভুর ইচ্ছামতো বাতাস ও মেঘ পরিচালনা করেন।

রা'দ নামক এক ফিরিশ্তাও মেঘ পরিচালনার কর্তব্য পালন করেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الرَّعْدُ مَلَكٌ مِنْ مَلاَئِكَةِ اللّه مُوَكَّلٌ بالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِها السَّحابَ حَيْثُ شاءَ اللّه).

"রা'দ আল্লাহর ফিরিশ্তাসমূহের মধ্যে একজন ফিরিশ্তা। তাঁর সাথে আছে আগুনের চাবুক। তার দ্বারা তিনি মেঘ পরিচালনা করেন যেদিকে আল্লাহ চান।" *(তিরমিযী ৩১১৭নং)*

সুতরাং তাঁর ইচ্ছামতো কোথাও বৃষ্টি হয়, কোথাও হয় না। অনেক সময় একই এলাকায় কাছাকাছি জায়গায় এক স্থলে বৃষ্টি হয়, পাশের স্থলে হয় না। কখনো তাঁকে নির্দিষ্ট আদেশ করা হয়, 'অমুকের বাগান সিঞ্চিত কর।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, 'অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর।' অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। তারপর (সেখানকার) নালাসমূহের মধ্যে একটি নালা সম্পূর্ণ পানি নিজের মধ্যে জমা ক'রে নিল। লোকটি সেই পানির অনুসরণ ক'রে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কী ভাই?' বলল, 'অমুক।' এটি ছিল সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?' লোকটি বলল, 'আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কী এমন কাজ কর?' বাগান-ওয়ালা বলল, 'এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন

ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের চাষ-খাতে ব্যয় করি।" *(মুসলিম ৭৬৬৪নং)*

বলাই বাহুল্য যে, এ বিশ্ব চরাচরে সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ ও সংঘটন চলছে মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে ফিরিশ্তা মারফৎ। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে তাঁদের কসম খেয়েছেন,

{فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا} (٥) سورة النازعات

"অতঃপর (শপথ তাদের;) যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।" *(না-যিআতঃ ৫)*

{فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا} (٤) سورة الذاريات

"শপথ কর্ম বন্টনকারী ফিরিশ্তাদের।" *(যারিয়াতঃ ৪)*

পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা সৃষ্টিকর্তা ও নবী-রসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, তারা ধারণা করে যে, নক্ষত্রই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অথচ মু'মিনরা বিশ্বাস করে ও বাস্তব এই যে, মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে ফিরিশ্তাই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

মহান আল্লাহ সেই সকল ফিরিশ্তারও কসম খেয়েছেন আল-কুরআনে,

{وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً (٢) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً (٣) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً (٤) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً} (٥)

শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত অবিরাম বায়ুর। আর প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার, শপথ মেঘমালা-সঞ্চালনকারী বায়ুর। শপথ মেঘমালা-বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর, শপথ তাদের যারা (মানুষের অন্তরে) উপদেশ পৌঁছিয়ে দেয়। *(মুরসালাতঃ ১-৫)*

{وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً (٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً} (٥)

"শপথ তাদের (ফিরিশ্তাদের); যারা নির্মমভাবে (কাফেরদের প্রাণ) ছিনিয়ে নেয়। শপথ তাদের; যারা মৃদুভাবে (মুমিনদের প্রাণ) বের করে। শপথ তাদের; যারা তীব্র গতিতে (আকাশে) সন্তরণ করে। অতঃপর (শপথ তাদের;) যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। অতঃপর (শপথ তাদের;) যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। (না-যিআতঃ ১-৫)

{وَالصَّافَّاتِ صَفّاً (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً} (٣)

"তাদের শপথ যারা (যে ফিরিশ্তারা) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান। ও যারা সজোরে ধমক দিয়ে থাকে এবং যারা কুরআন আবৃত্তিতে রত--।" *(স্বাফ্‌ফাত ঃ ১-৩)*

এ সকল উদ্ধৃতি এ কথার দলীল যে, ফিরিশ্‌তার উপরেই ন্যস্ত আছে আকাশ-পৃথিবীর সকল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাভার।

কারা শ্রেষ্ঠ? ফিরিশ্‌তা, নাকি মানুষ?

প্রাচীন কাল থেকেই এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, ফিরিশ্‌তা শ্রেষ্ঠ। কেউ বলেন, মানুষ শ্রেষ্ঠ। আর কেউ এ ব্যাপারে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দেন না।

যাঁরা বলেন মানুষ শ্রেষ্ঠ, তাঁদের দলীল হল নিম্নরূপ ঃ-

১। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} (٧) سورة البينة

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।" *(বাইয়েনাহ ঃ ৭)*

২। মহান আল্লাহ ফিরিশ্‌তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর বাক্য দ্বারা। আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন নিজের হাতে, তাঁর মাঝে তাঁর 'রূহ' ফুঁকেছেন, ফিরিশ্‌তা দ্বারা তাঁকে সিজদা করিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } (٣٤) سورة البقرة

"যখন ফিরিশ্তাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদাহ কর।' তখন সকলেই সিজদাহ করল; কিন্তু ইবলীস সিজদাহ করল না; সে অমান্য করল ও অহংকার প্রদর্শন করল। সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল।" *(বাক্বারাহ ঃ ৩৪)*

মহান সৃষ্টিকর্তার উক্ত আদেশ পালন ফিরিশ্‌তার পক্ষ থেকে আল্লাহর ইবাদত ছিল, যেহেতু তাতে ছিল তাঁর আনুগত্য। আর অবশ্যই তাতে ছিল আদমের জন্য তা'যীম। আদমের জন্য ছিল সম্মানের সিজদা।

৩। মানুষের মাঝেই মহান আল্লাহ নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, যাঁদের যিয়ারতে ফিরিশ্‌তা আসতেন।

৪। আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﵁ বলেছেন, 'মুহাম্মাদের চাইতে বেশি সম্মানীয় অন্য কিছুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেননি।' তাঁকে বলা হল, 'জিবরাঈল ও মীকাঈলও নন?' তিনি বললেন, 'তুমি কি জান, জিবরাঈল ও মীকাঈল কী? জিবরাঈল ও মীকাঈল তো সূর্য ও চন্দ্রের মতো আজ্ঞাধীন সৃষ্টি। আল্লাহ এমন কোন সৃষ্টি সৃষ্টি করেননি, যা তাঁর নিকট মুহাম্মাদ অপেক্ষা বেশি সম্মানীয়।' *(সুন্নাহ, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ)*

৫। মি'রাজের রাত্রে ফিরিশ্‌তা জিবরীলের শেষ গন্তব্য ছিল সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত। কিন্তু তারও আগে অগ্রসর হয়েছিলেন মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ।

৬। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ} (٣٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে-সকল ফিরিশ্তাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বলল, 'আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো অন্য কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।' তিনি বললেন, 'হে আদম! ওদেরকে (ফিরিশ্তাদেরকে) এদের (এ সকলের) নাম বলে দাও।' অতঃপর যখন সে তাদেরকে সে-সবের নাম বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর অদেখা বিষয় সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, নিশ্চিতভাবে আমি তা জানি?' (বাক্বারাহ ঃ ৩১-৩৩)

উক্ত ঘটনায় মানুষকে 'ইল্‌ম' দ্বারা ফিরিশ্‌তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (٩)

অর্থাৎ, বল, 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।' (যুমার ঃ ৯)

৭। মানুষের আমল ও আনুগত্য কঠিন। মানুষের প্রকৃতি মন্দ-প্রবণ, তার পশ্চাতে আছে শয়তান। মানুষের পশ্চাতে আছে ষড়্‌রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য)এর আকর্ষণ। ফিরিশ্‌তার মধ্যে সে সব নেই। সুতরাং শূন্য মাঠে গোল করার চাইতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে গোল করার মাহাত্ম্য অনেক বেশি।

৮। মহান আল্লাহ তাঁর নেক বান্দগণকে নিয়ে ফিরিশ্‌তার নিকট গর্ব করেন। গর্ব করেন ইল্‌মী মজলিসের মু'মিনগণকে নিয়ে।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, মুআবিয়াহ ﷺ একবার মসজিদে (কিছু লোকের) এক হালকায় (গোল বৈঠকে) এসে বললেন, 'তোমরা এখানে কী উদ্দেশ্যে বসেছ?' তারা বলল, 'আল্লাহর যিক্‌র করার উদ্দেশ্যে বসেছি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই বসেছ?' তারা জবাব দিল, '(হ্যাঁ,) আমরা একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই বসেছি।' তিনি বললেন, 'শোন! তোমাদেরকে (মিথ্যাবাদী) অপবাদ আরোপ ক'রে কসম করাইনি। (মনে রাখবে) কোন ব্যক্তি এমন নেই, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট আমার সমমর্যাদা লাভ করেছে এবং আমার থেকে কম হাদীস বর্ণনা করেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল ﷺ (একবার) স্বীয় সহচরদের এক হালকায় উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে কী উদ্দেশ্যে বসেছ?" তাঁরা জবাব দিলেন, 'উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আল্লাহর যিক্‌র করব এবং তাঁর প্রশংসা করব যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন ও তার মাধ্যমে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন।' এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছ?" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যেই বসেছি।' তিনি বললেন,

((أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ)) .

"শোন! আমি তোমাদেরকে এ জন্য কসম করাইনি যে, আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী ভেবে অপবাদ আরোপ করছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার

এই যে, জিব্রীল আমার কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তাদের সামনে গর্ব করছেন!" *(মুসলিম ৭০৩২নং)*

যেমন তিনি গর্ব করেন আরাফাতের ময়দানে সমবেত হাজীগণকে নিয়ে। মহানবী ﷺ বলেন,

« مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ ».

"আরাফাতের দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই, যাতে আল্লাহ পাক বান্দাকে অধিক হারে দোযখ থেকে মুক্ত করে থাকেন। তিনি (ঐ দিনে) নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'কী চায় ওরা?" *(মুসলিম ৩৩৫৪নং)*

পক্ষান্তরে যাঁরা বলেন মানুষ অপেক্ষা ফিরিশ্‌তা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের দলীল হল নিম্নরূপ ঃ-

১। ফিরিশ্‌তা মহান আল্লাহর দুই জাহান---দুনিয়া ও আখেরাতের আজ্ঞাবহ দাস এবং তাঁরা তাঁর রসূলগণের প্রতি সম্মানিত দূত। সুতরাং তাঁরা মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ।

২। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ} (٢٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, সে বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশ্তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হও, এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' *(আ'রাফ ঃ ২০)*

ইবলীসের উক্ত কুমন্ত্রণা থেকেও বুঝা যায় যে, মানুষ অপেক্ষা ফিরিশ্‌তা শ্রেষ্ঠ।

৩। মনুষ্য-সভা থেকে ফিরিশ্‌তা-সভা শ্রেষ্ঠ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ)).

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ, সে যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার তওবা

কবুল করবেন, বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তাই করি।) আর আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং সে যদি তার মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি, সে যদি কোন সভায় আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের (ফিরিশ্তাদের) সভায় স্মরণ করি।” *(বুখারী ৭৪০৫, মুসলিম ৭০০৮নং)*

৪। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ} (٥٠) الأنعام

“বল, ‘আমি তোমাদেরকে এ বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি!’ বল, ‘অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না?” (আন্‌আম ঃ ৫০)

{وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ} (٣١) سورة هود

“আর আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে। আমি অদৃশ্যের কথাও জানি না। আর আমি এটাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। আর যারা তোমাদের চোখে হীন, আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলি না যে, আল্লাহ কখনো তাদেরকে কোন মঙ্গল দান করবেন না; তাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন। (এরূপ বললে) আমি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।” (হূদ ঃ ৩১)

“আমি এটাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা”---নবীগণের এ কথা প্রমাণ করে যে, ফিরিশ্‌তা মানুষ হতে শ্রেষ্ঠ।

মোট কথা হল, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক ফিরিশ্‌তা হতে শ্রেষ্ঠ নয়। যেমন প্রত্যেক ফিরিশ্‌তা প্রত্যেক মানুষ হতে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের এ প্রতিযোগিতায় মানব জাতির কাফের, মুনাফিক ও ফাসেক প্রবেশ করতে পারে না। প্রকৃত

মু’মিনগণ এ প্রতিযোগিতায় ফিরিশ্‌তা অপেক্ষা অগ্রণী হন কি না, তাতেই মতভেদ। যেমন মতভেদ বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্‌তাগণ আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না---তা নিয়ে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘অন্তিম কালের পরিপূর্ণতা হিসাবে ফিরিশ্‌তা অপেক্ষা নেক মু’মিনগণ শ্রেষ্ঠ। আর এটা হবে তখন, যখন মু’মিনগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবেন, উঁচু উঁচু মর্যাদা অর্জন করবেন, পরম দয়াময়ের পক্ষ থেকে অভিবাদন ও আপ্যায়ন পাবেন, অতিরিক্ত নৈকট্যদানে তিনি তাঁদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করবেন, তাঁদেরকে তিনি নিজ দীদার দানে ধন্য করবেন, তাঁরা তাঁর সম্মানিত চেহারা দর্শন ক’রে পরিতৃপ্ত হবেন এবং তাঁর হুকুমে ফিরিশ্‌তা তাঁদের খিদমতে নিযুক্ত হবেন।

আর প্রারম্ভের দিক দিয়ে মানুষ অপেক্ষা ফিরিশ্‌তা শ্রেষ্ঠ। কারণ ফিরিশ্‌তা এখন মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে। মানুষ যে সকল ভুল-ত্রুটিতে জড়িত আছে, ফিরিশ্‌তা সে সকল থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁরা সদা-সর্বদা তাঁদের প্রতিপালকের ইবাদতে মগ্ন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানের এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ফিরিশ্‌তা মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’ *(মাজমূউ ফাতাওয়া ১১/৩৫০)*

তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘বিস্তারিত এই বর্ণনার আলোক শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়ে যায়। উভয় পক্ষের দলীলের মাঝেও সমন্বয় সাধিত হয়। আর মহান আল্লাহই ভালো জানেন। *(দ্রঃ বাদাইউল ফাওয়াইদ ৩৪৪পৃঃ)*

সমাপ্ত